NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

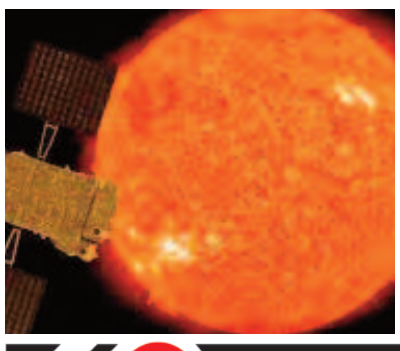

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtub.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
দেখুন
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ চন্দ্রজয়ের পর মিশন সূর্যের আরও কাছে আদিত্য এল-১

সংসদে হামলাম হুমকি পান্নুনের' জারি কড়া সতর্কতা ৭

কলকাতা ৭ ডিসেম্বর ২০২৩ ২০ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১৭৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 7.12.2023, Vol.17, Issue No. 175, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

গীতাপাঠের কর্মসূচির দিনই টেট পরীক্ষা, বিশেষ নজর রাখছে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ২৪ শে ডিসেম্বর প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের টেট পরীক্ষা। ওই দিন কয়েকটি সংগঠন ময়দানে গীতাপাঠের কর্মসূচি নিয়েছে। যেখানে আমন্ত্রিত রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মত তাবড় ভিভিআইপিরা। শেষ পর্যন্ত তাঁরা ওই কর্মসূচিতে যোগ দেবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ওই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে যাতে পরীক্ষার্থীরা কোনওরকম অসুবিধার সম্মুখীন না হন সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখছে রাজ্য সরকার।

এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে বুধবার নবান্নে বৈঠকে বসেছিলেন মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, রাজ্য জুড়ে সব কেন্দ্রেই কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে। পরীক্ষার্থীদের যাতে কেন্দ্রে আসতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য অতিরিক্ত বাসের ব্যবস্থা করতে পরিবহন দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যসচিব। বেসরকারি পরিবহণ সংস্থাগুলিকে ও বাড়তি যানবাহন নামানোর আবেদন করতে ও বলা হয়েছে। রেল কতৃপক্ষ কেও উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের আশেপাশে কোনও জেরক্স দোকান খোলা থাকবে না। পরীক্ষার্থীরা নিতে পারবেন না মোবাইল। এদিনের বৈঠকে স্বরাষ্ট্র সচিব ভগবতী প্রসাদ গোপালিকা, স্কুল শিক্ষা, পরিবহণ, পূর্ত দপ্তরের কর্তারা। ওই দিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-সহ ভিআইপিরা এলে তাঁদের নিরাপত্তা রক্ষা করে কিভাবে সুষ্ঠু পরীক্ষার আয়োজন করা যায় সে বিষয়ে ও এদিন আলোচনা হয়েছে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, আগামী ১০ ডিসেম্বর প্রাথমিক টেট পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে ২৪শে ডিসেম্বর করা হয়েছে। তিন লক্ষের বেশি পরীক্ষার্থী এই পরীক্ষায় বসতে চলেছেন।

সরলো বিতর্কিত ফলক

নিজস্ব প্রতিবেদন: অবশেষে বিতর্কিত ফলক ভেঙে ফেলল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বুধবার সন্ধ্যায় ভেঙে গুঁড়িয়ে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হল রবীন্দ্রনাথকে অবমাননা করার ফলকগুলি। পরিবর্তে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রকের নির্দেশমতোই প্রতিস্থাপন করা হল নতুন ফলক। গত ১৭ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য স্বীকৃতি পাওয়ার পরই শান্তিনিকেতনের ঐতিহ্যবাহী উপাসনাগৃহ, রবীন্দ্রভবন ও গৌরপ্রাঙ্গণে তিনটি শ্বেতপাথরের ফলক বসায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তাতে আচার্য হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তৎকালীন উপাচার্য হিসেবে বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর নাম ছিল। তবে ব্রাত্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। যা নিয়ে নিন্দা ঝড় ওঠে সর্বত্র। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ১৪ দিন ধরে টানা আন্দোলন করে তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রী-বিধায়ক-সাংসদেরাও। গত ৮ নভেম্বর, বিদ্যুৎমুক্ত হতেই চাপে পড়ে অনেক টালবাহানার পর বিতর্কিত ফলক সরানোর নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রক।

বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে উত্তরবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

থাকবেন না পারিবারিক অনুষ্ঠানে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছে নানা কর্মসূচি। জানা গিয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের ছেলের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন হতে চলেছে উত্তরবঙ্গের এক কন্যার। বিবাহ আসরে কি দেখা যাবে মুখ্যমন্ত্রীকে? বিমান বন্দরে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার সময় এই বিষয়েও কথা বললেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানালেন, 'কালকে আমি থাকব প্রোগ্রাম করব না। সব সময় পাহাড়কে ভালোবাসি। দলিতদের যেমন ভালোবাসি তপসিলিদেরও ভালোবাসি। আমাদের পরিবারের সঙ্গে একটা বিয়ে হচ্ছে পাহাড়ি মেয়ের। পাহাড় ও সমতলের সঙ্গে যে একটা বন্ধন। আমি বিয়েতে থাকি না। এখানেও থাকব না। কালকে ওরা আমার কাছে আশীর্বাদ নিতে আসবে।'

উত্তরবঙ্গে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে গিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। সভা রয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। তিনি জানান, '৯ তারিখে হাসিমারা হয়ে আলিপুরদুয়ার যাব। ১০ তারিখ আলিপুরদুয়ারে মিটিং আছে। ১১ তারিখে চলে যাব বানারহাটে। ১১ তারিখে উত্তরকন্যায় ফিরে আসব। ১২ তারিখে শিলিগুড়িতে প্রোগ্রাম করব। প্রোগ্রাম করে ফিরে আসব। চারটে জেলা কাভার করে ফিরে আসব।'

উত্তরের ৩ রাজ্যে গেরুয়া ঝড়ের পর দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী 'ইন্ডিয়া' জোটের বৈঠক ডাকে কংগ্রেস। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরবঙ্গ সফর থাকায় যেতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেন। উপস্থিত থাকতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেন অখিলেশ যাদব, নীতীশ কুমাররাও। এরপর সেই বৈঠক স্থগিত রাখা হয়। উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, 'পরশু রাহুল গান্ধি ফোন করেন। আমি জানতাম না। আমি বললাম আমি জানি না। অন্য মুখ্যমন্ত্রীরাও ব্যস্ত। আগে থেকে না জানালে হয় না। তবে আমরা মিটিং করব। তারিখ ঠিক হলে করব।'

বকেয়া নিয়ে জটিলতা কাটাতে এবার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনার পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী গিরিরাজ সিং। তাঁর পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মুখোমুখি আলোচনায় বসুন। এমনটাই দাবি করেছেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'গিরিরাজ সিংয়ের বক্তব্য আমি শুনেছি। পার্লামেন্টে যখন উনি বলেছেন। আমি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তিন বার বৈঠক করেছি। আবার আমরা সময় চাইছি মিট করার জন্য। আমাদের দিল্লি চলো প্রোগ্রাম আছে। দিল্লি পুলিশের কাছে লিখেছি। ওরা অনুমতি দিলে তারিখ ঠিক করব।'

গিরিরাজের মন্তব্যে তীব্র নিন্দা তৃণমূলের

নিজস্ব প্রতিবেদন কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে মুখ্যমন্ত্রীর তারকাদের সঙ্গে নাচের তালে পা মেলানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী গিরিরাজ সিং নিজের এক্স হ্যান্ডলে ওই সংক্রান্ত ভিডিও পোস্ট করে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেছেন। জনপ্রিয় প্রবাদ উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, রাজ্যের বেহাল অবস্থার মধ্যেও মুখ্যমন্ত্রী আমোদ প্রমোদে মত্ত। মুখ্যমন্ত্রী ফিল্ম ফেস্টিভালে সলমন খানের সঙ্গে কোমর দোলাচ্ছেন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও সামাজিক মাধ্যমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর ওই বক্তব্যকে সমর্থন করে বক্তব্য রেখেছেন। এদিকে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস এই মন্তব্যকে কেন্দ্র করে বিজেপিকে নারী বিদ্বেষী দলের তকমা দিয়ে পাল্টা আক্রমণে নেমেছে। দলের দুই নেত্রী তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং শশী পাঁজা এদিন বিধানসভা ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বক্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন। চন্দ্রিমা বলেন, সলমন খানের অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী পায়ের অসুবিধা সত্ত্বেও কিছুক্ষণের জন্য তাদের সঙ্গে পা মিলিয়েছেন। অতিথিকে মর্যাদা দেওয়া বাংলার সংস্কৃতি। তার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যেভাবে একজন মহিলা মন্ত্রীকে অপমান করেছেন তাতে সমগ্র নারী জাতি অপমানিত হয়েছে। তিনি বলেন 'আমার মনে হয়, এই ধরনের কথাগুলি ব্যবহার করার আগে অনেকবার ভাবতে হয়। মাকে অপমান করা হয় না কি? একজন নারীকে অপমান করা মানে নিজের মা-কে অপমান করা, এটা মনে রাখা উচিত। ভাষার উপর দখল থাকার দরকার আছে। এবং ভাষা কোথায় কীভাবে ব্যবহার করতে হবে, সেটাও বুঝতে হবে'। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার, হাজরা মোড়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং মালা রায়ের নেতৃত্ব প্রতিবাদ সভাও করবে ঘাসফুল শিবির। এদিকে, উত্তরবঙ্গ পৌঁছে 'নাচের' নেপথ্য কারণ জানান মুখ্যমন্ত্রী। আর গিরিরাজের নাম শুনেই উগরে দিলেন তীব্র বিরক্তি।

'পাক অধিকৃত কাশ্মীর আমাদের'

কাশ্মীর বিধানসভার এলাকা বিন্যাসের ঘোষণা শাহ-র

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: আগেই কাশ্মীর থেকে ৩৭০ অনুচ্ছেদ আগেই তুলে নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ বার পাক অধিকৃত কাশ্মীরের বিধানসভা এলাকা বিন্যাসের ঘোষণাও করে দিল কেন্দ্র। বুধবার লোকসভায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, 'পাক অধিকৃত কাশ্মীর হামারা হ্যায়।' একই সঙ্গে তিনি বলেন, 'পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় ২৪টি আসন আমরা সংরক্ষিত রেখেছি। কারণ ওটা আমাদের জায়গা।'

শাহের এই ঘোষণার পরেই লোকসভার ট্রেজারি বেঞ্চ থেকে জয়ধ্বনি উঠতে শুরু করে। বিজেপি সাংসদরা হাততালিতে সভা ভরিয়ে দেন। সেই সময়ে শাহ বলেন, 'মনোনীত সদস্যদের তালিকায় পাক অধিকৃত কাশ্মীরের এক জন প্রতিনিধিকেও রাখা হচ্ছে। অর্থাৎ পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য বিধানসভায় মোট ২৫ সদস্যের আসন সংরক্ষিত রাখা হচ্ছে।'

এমনিতে এ বার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে যে সব বিল পেশ করা হচ্ছে তার মধ্যে গুরুত্বের বিচারে উপরের দিকেই রয়েছে ২০২৩ সালের জম্মু ও কাশ্মীর সংরক্ষণ (সংশোধনী) বিল এবং ২০২৩ সালের জম্মু ও কাশ্মীর পুনর্বিন্যাস বিল।

বুধবার আবার সেই বিল নিয়ে আলোচনায় লোকসভায় শাহ জানান, ২০১৯ সালের ৫ অগস্ট যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, তার ফলে ভূস্বর্গের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। সে দিন জম্মু ও কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ ধারা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত কেন্দ্রের তরফে সঠিক পদক্ষেপ ছিল বলে ব্যাখ্যা দেন শাহ। সেই সঙ্গেই জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা এলাকা কেমন হবে তা-ও জানান তিনি।

জম্মু ও কাশ্মীরে সময় পার হয়ে গেলেও অনেক দিন থেকেই বিধানসভা নির্বাচন স্থগিত রয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের সঙ্গেই সেখানে ভোট হবে কি না সে বিষয়ে অবশ্য কোনও ইঙ্গিত দেননি শাহ। তবে তিনি বলেন, তিনি বলেন, 'আগে জম্মুতে মোট ৩৭টি আসন ছিল। এখন ৪৩টি আসন হয়েছে। কাশ্মীরে আগে ৪৬টি আসন ছিল। এখন ৪৭ হয়েছে। আর পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য ২৪টি আসন আমরা সংরক্ষিত রেখেছি।' শাহ জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় আগে মোট আসন ছিল ১০৭টি। এখন সেটা বেড়ে হচ্ছে ১১৪।

একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, আগে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায় মনোনীত সদস্যের সংখ্যা ছিল দুই। সেটা বেড়ে পাঁচ হবে। জম্মু ও কাশ্মীর আইনের ১৫ নম্বর ধারা অনুযায়ী, দু'জন মহিলাকে মনোনীত করেন রাজ্যপাল। এখন অবশ্য ওই রাজ্যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর রয়েছেন। শাহ বলেন, 'এখন থেকে কাশ্মীরের দুই বাসিন্দাকে মনোনয়ন দেওয়া হবে। তাঁদের মধ্যে এক জন হবেন মহিলা। আর পাকিস্তান-অধিকৃত কাশ্মীরের এক জনকে মনোনয়নের জন্য আসন সংরক্ষিত রাখা হবে।'

এই প্রসঙ্গে কংগ্রেস এবং জওহরলাল নেহরুর পদক্ষেপের নিন্দাও করেন শাহ। জানান, এই বিল কাশ্মীর ছেড়ে আসতে যাঁরা বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের অধিকার ফিরিয়ে দেবে। মনোনীত সদস্যের একটি পদ কাশ্মীরের উদ্বাস্তু পরিবারের জন্য সংরক্ষিত থাকবে।

মিগজাউমের দাপটে জলমগ্ন চেন্নাইয়ে মৃত ১৭, বিদ্যুৎহীন বহু এলাকা

চেন্নাই, ৬ ডিসেম্বর: ঘূর্ণিঝড় মিগজাউমের তাণ্ডবে লন্ডভন্ড দশা চেন্নাইয়ের। বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পরেও রাস্তায় জল জমে আছে। নৌকো চলছে জলমগ্ন রাস্তায়। ঝড়বৃষ্টির কারণে শহরে এখনও পর্যন্ত ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে। চেন্নাইয়ের বহু এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন। বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম মঙ্গলবার অন্ধ্রপ্রদেশের উপকূলে আছড়ে পড়ে। তিন ঘণ্টা ধরে তাণ্ডব চালায় ঝড়। আছড়ে পড়ার প্রক্রিয়াটিই চলে প্রায় তিন ঘণ্টা। তার পর অবশ্য শক্তি হারায় ঘূর্ণিঝড়। মৌসম ভবন জানিয়েছে, তীব্র ঘূর্ণিঝড় মিগজাউম শক্তি হারিয়েছে। বর্তমানে তা সুস্পষ্ট নিম্নচাপ অঞ্চল হিসাবে উত্তর-পূর্ব তেলঙ্গানা এবং তৎসংলগ্ন ছত্তিশগড়, ওডিশার দক্ষিণ অংশে অবস্থান করছে। এর প্রভাবে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির উপকূল সংলগ্ন এলাকায়। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে তামিলনাড়ু এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বিপুল। এক দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও চেন্নাইয়ের জনজীবন স্বাভাবিক হয়নি। বহু গাছ এবং বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়েছে। পানীয় জল, খাবার এবং অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় আবশ্যক উপাদান সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছচ্ছে না। মৌসম ভবনের তথ্য অনুসারে, মিগজাউমের প্রভাবে চেন্নাইয়ে চলতি বছরে স্বাভাবিকের চেয়ে বৃষ্টির পরিমাণ ২৯ শতাংশ বেড়ে গিয়েছে। বাংলাতেও পড়ছে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব। বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। এর ফলে তাপমাত্রাতেও হেরফের হচ্ছে। নিম্নচাপ এবং ঘূর্ণিঝড়ের কারণে দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা বেড়ে গিয়েছে। স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটাই বেশি রয়েছে তাপমাত্রা।

গত কয়েক দিন ধরেই রাজ্যের দক্ষিণের বিভিন্ন জেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ঘোরাফেরা করছিল ১৫ ডিগ্রির আশপাশে। রাজধানী কলকাতার তাপমাত্রাও নেমেছিল ১৮ ডিগ্রির নীচে। কিন্তু বুধবার সেই তাপমাত্রার পারদ এক ধাক্কায় ঠেলে উঠেছে ২২.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। যা এই সময়ের স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে অন্তত ছয় ডিগ্রি বেশি বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর।

ক্রিমিনাল জাস্টিস ডেলিভারি সিস্টেম

বিজেপির আপত্তি মানলেন স্পিকার, ভোট দিলেন রাজ্যের একাধিক মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 'ক্রিমিনাল জাস্টিস ডেলিভারি সিস্টেম' নিয়ে দু'দিনের আলোচনা শেষে ভোটাভুটি চেয়েছিল বিজেপি পরিষদীয় দল। শেষ পর্যন্ত সেই ভোটাভুটিতে অংশ নিতে পারলেন না রাজ্যের হাফ ডজন মন্ত্রী। ভোট দিতে পারলেন না শাসকদলের আরও দু'জন বিধায়ক।

বুধবার অধিবেশনের ভোটাভুটি পর্বে স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় অধিবেশন কক্ষের দরজা বন্ধ করে দিতে নির্দেশ দেন। তার পরেই শুরু হয় শাসক ও বিরোধী দলের বিধায়কদের মধ্যে ভোটাভুটির জন্য স্লিপ বিতরণ। স্লিপ বিতরণের পর ভোটাভুটির সময় অধিবেশন কক্ষে প্রবেশ করেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন ও দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। তাঁদের সঙ্গে অধিবেশন কক্ষে ঢোকেন উলুবেড়িয়া উত্তরের বিধায়ক নির্মল মাঝি। তাঁদের অধিবেশন কক্ষে ঢুকতে দেখেই প্রতিবাদ জানান বিজেপি বিধায়করা। তাঁরা স্পিকারকে সব জানিয়ে দেন, স্লিপ বণ্টনের সময় বাইরে থাকা মন্ত্রী বিধায়করা ভোটাভুটিতে অংশ নিলে তাঁরাও ওয়াক আউট করবেন। এই সময় বিধানসভা কক্ষে প্রবেশ করতে যান রাজ্যের আরও দুই মন্ত্রী। তাঁরা হলেন সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী তাজমুল হোসেন। অন্য একটি দরজা দিয়ে ঢুকতে গিয়ে স্পিকারের নির্দেশ শুনতে পান জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিবেক গুপ্ত। তার পরেই পার্থ-তাজমুল-বিবেক অধিবেশন কক্ষের বাইরেই দাঁড়িয়ে যান।

এর পরেই বিজেপি পরিষদীয় দল জানতে চায়, বাইরে থাকা মন্ত্রীরা অধিবেশন কক্ষে রয়েছেন কী ভাবে? অভিযোগ তুলে বিজেপি পরিষদীয় দল ওয়াকআউটের সিদ্ধান্ত নেয়। বিজেপির বেশির ভাগ বিধায়ক স্লোগান দিতে দিতে অধিবেশন কক্ষ ছেড়ে বেরিয়ে যান। শেষে স্পিকার বিজেপি পরিষদীয় দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গাকে অনুরোধ করেন, তাঁরা যেন ওয়াকআউট না করেন। স্পিকার জানান, বাইরে থাকা কোনও মন্ত্রী বা বিধায়ককে ভোটদানে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হয়নি। আবারও অধিবেশন কক্ষে ফেরেন বিজেপি বিধায়করা। তার পরেই স্পিকার ফলাফল ঘোষণা করেন। ১০১-৪২ ভোটে পাশ হয় ওই প্রস্তাব। কিন্তু, মন্ত্রীদের এ হেন দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেন শাসকদলের বিধায়করাও।

শূন্য শিক্ষকপদ নিয়ে ব্রাত্যর মন্তব্যে বিভ্রান্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যে শিক্ষকদের শূন্যপদ নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছে বিরোধী দল। তাই মঙ্গলবার কত শূন্যপদ রয়েছে সেই তথ্য দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তবে তাঁর দেওয়া তথ্যে ভুল আছে বলে বুধবার জানালেন শিক্ষামন্ত্রী। ব্রাত্য বসু বুধবার জানান, গতকাল প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় তাৎক্ষণিকভাবে তিনি ওই সংখ্যাটি বলেছিলেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তাঁর কাছে যা তথ্য রয়েছে তাতে সেটা আরও অনেকটা বেশি। তিনি জানিয়েছেন, প্রাথমিকে শূন্য পদের সংখ্যা ১১,৭৬৫। ইতিমধ্যেই সেখানে চলছে নিয়োগ প্রক্রিয়া। পাশাপাশি, উচ্চ প্রাথমিকে শূন্য পদ রয়েছে ১৪ হাজার ৩৩৯। সেখানেও শুরু হয়েছে কাউন্সিলিং।

মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'রাজ্যে বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকের শূন্যপদ রয়েছে ২৬৭ টি। উচ্চ প্রাথমিকের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা ৪৭৩। মাধ্যমিক স্কুলে শিক্ষকের শূন্য পদ ২৮। উচ্চ মাধ্যমিকের ক্ষেত্রে শূন্যপদের সংখ্যা মাত্র ১৩।' সব মিলিয়ে রাজ্যে মোট শিক্ষকের শূন্যপদে ৭৮১। শিক্ষামন্ত্রীর এই বক্তব্য নিয়ে প্রত্যাশিত ভাবেই পাল্টা তোপ দেগেছেন চাকরিপ্রার্থীরা। তবে বিজেপির দাবি, রাজ্যে তিন লক্ষের বেশি শূন্যপদ রয়েছে। এই দাবি ভুয়ো বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী। বুধবার ব্রাত্য বলেন, 'বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে আমি বলেছিলাম, শিক্ষকের শূন্যপদ কত, আমার পক্ষে এই মুহূর্তে তা বলা সম্ভব নয়। কারণ প্রতিনিয়ত কেউ না কেউ অবসর নিচ্ছেন। আমার কথা নিয়ে কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য দিয়ে সেই বিতর্কের অবসান করতে চাই।'

এর পর রাজ্য শিক্ষা ব্যবস্থার চার স্তরে কোথায় কতগুলি শূন্যপদ আছে, নতুন করে ব্যাখ্যা দেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, 'সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনকে আমরা ২০২২ সালে যে তথ্য পাঠিয়েছি সেই অনুযায়ী, প্রাথমিকে এখন শূন্যপদ ১১,৭৬৫। ইতিমধ্যে ওই পদে নিয়োগ শুরু হয়েছে। উচ্চ প্রাথমিকে শূন্যপদের সংখ্যা ১৪,৩৩৯, সেখানে আদালতের নির্দেশে কাউন্সেলিং চলছে। এ ছাড়া, মাধ্যমিকে ১৩,৫০০-র কিছু বেশি পদ খালি আছে। উচ্চ মাধ্যমিকে শূন্যপদের সংখ্যা ৫,৫০০-র বেশি। এই পদগুলিতে আদালতের নির্দেশ পেলে নির্দিষ্ট ভাবে যাতে নিয়োগ শুরু করা যায়, তার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর পরেও সামান্য যা পদ খালি পড়ে আছে, বিধানসভায় আমি তাৎক্ষণিক ভাবে তা নিয়ে মন্তব্য করেছি।' শূন্যপদের আনুমানিক সংখ্যাই তিনি বলেছিলেন বলেও জানান ব্রাত্য।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৫/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮৯৬ নং এফিডেভিট বলে Hafijul Mallick S/o. Mahammad Mallick ও Mafijul Mallik S/o. M. Ali. Mallik সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮১১ নং এফিডেভিট বলে Md. Maniruddin S/o. Md. Jamaluddin ও Md. Moniruddin S/o. Md. Jamaluddin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/১২/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৭৭২১ নং এফিডেভিট বলে আমি Dilip Dutta ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Monmatha Nath Dutta ও Lt. M. N. Dutta সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/১২/২৩ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৮৫১ নং এফিডেভিট বলে Ashok Kumar Santra S/o. Ahindra Bhusan Santra ও Ashok Santra S/o. A. Santra সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

E-Tender

E- tender are invited by the Prodhan, Pathargháta - II Gram Panchayat (Under Tehatta- I Panchayat samity), Taranipur, Nadia. **NIT No. 45/5th SFC Tied Fund 2023-24, 47/5th SFC Tied Fund 2023-24, 48/5th** SFC UnTied Fund 2023-24. Last date of submission accordingly **08.12.2023 and 16.12.2023 upto 6p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** For details please contact to the Office.

Sd/- Prodhan, Patharghata - II Gram Panchayat.

নাম-পদবী

আমি Dharmendra Sinha পিতা প্রয়াত অবোধ কিশোর সিনহা সাকিন বি-১০/এক্স, সাগরভাঙ্গা কলোনি, দুর্গাপুর-১১, পো- সাগরভাঙ্গা, থানা- কোক-ওভেন, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পিন -৭১৩২১১, আমার পুত্র শুভম সিনহা-র স্কুল সার্টিফিকেটে ভুলক্রমে Dharmendar Sinha হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতদ্বারা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ফার্স্ট ক্লাস, দুর্গাপুর আদালত সমীপে ১৪.০৯.২০২৩ তারিখে হলফনামা দাখিল বলে ঘোষণা করছি Dharmendra Sinha এবং Dharmendar Sinha এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Change Of Name

I **KARTIK GOSWAMI** S/o Bhajagouranga Goswami, residing at Prachin Mayapur 7th lane P.O+ P.S - Nabadwip. Dist-Nadia, that said **KARTIK GOSWAMI S/o BHAJAGOURANGA GOSWAMI** and **KARTIC GOSWAMI S/o BHAGAGAURANGA GOSWAMI** is the same and one identical person vide affidavit in the court of Ld Judicial Magistrate 1st class at Nabadwip,Nadia. Date-30/11/2023

নাম-পদবী

আমি সঞ্চয়িতা নন্দী, পিতা- ॅ শঙ্কর নন্দী বর্তমান সাং জামালপাড়া, কাশীনাথপুর, কলকাতা-৭০০১৩৫ সুস্থ শরীরে প্রচার ও প্রকাশ করছি যে, বিগত ইং- ১২-১০-২০২৩ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম শ্রেনী আলিপুর হইতে এফিডেভিট বলে সঞ্চয়িতা নন্দী পি. শঙ্কর নন্দী এবং সঞ্চয়িতা ঘোষ স্বা- দীপঙ্কর ঘোষ একই ব্যক্তি পরিচিত হইল।

বিজ্ঞপ্তি

অত্র দ্বারা সর্ব সাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমি শ্রী সুজিত কুমার সেন, পিতা- স্বর্গীয় অ্যালবার্ট নেলসন সেন, সাকিন-সুভাষনগর, পোষ্ট ও থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুরের স্থায়ী বাসিন্দা হইতেছি। গত ইংরাজী ২০/১০/২০২৩ তারিখে কলিকাতা হইতে আসিবার সময় আমার ব্যাগ হইতে আমাদের বাড়ির দলিল অর্থাৎ বারপাথর ক্যান্টমেন্ট মৌজায় ১২৮/৬৭১ নং দাগ ভুক্ত দান পত্র দলিল যাহার নং ২৪৬৮ / ১৯৮৪ তাং ১১/০৫/১৯৮৪ মেদিনীপুর সাব রেজিষ্ট্রী অফিসে রেজিষ্ট্রী কৃত তাহা হারাইয়া গিয়াছে। উপরোক্ত ঘটনা আমি কোতয়ালী থানায় GDE No. 2132 dt. ৩০.১০.২০২৩ তারিখে জ্ঞাত করাইয়াছি।
প্রকাশ থাকে যে, উপরোক্ত দলিল টি. আমি কোথাও কোনরূপ দায়বদ্ধ করি নাই। উক্ত ঘটনা সর্ব সাধারনকে অবগতির জন্য অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করিলাম। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত দলিলটি পাইয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে ফেরৎ দিলে বাধিত থাকিব।

Sujit Sen
S/o- Late Albert Nelson Sen
At-Subhasnagar,
P.O & P.S - Midnapore
Dist.-Paschim Medinipur

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ই ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, ২০ শে অগ্রহায়ণ। দশমী তিথি। জন্মে কন্যা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের র মহাদশা। বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। বুদ্ধির দ্বারা গুপ্ত শত্রুর চক্রান্ত নাশ হবে। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি করতে না পারার জন্য সাময়িক দুশ্চিন্তা দেখা দিলেও, তার প্রভাব বেশি থাকবে না। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয় যারা পড়াশোনা করছেন তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি সম্ভাবনা রয়েছে। ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে মত প্রকাশ করলে শুভ বৃদ্ধি হবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

বৃষ রাশি : আজ শুভ দিন। ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেন। ব্যবসা-বাণিজ্যে নতুন লগ্নি করতে পারেন। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে ভুল বুঝেছিল, আজ আপনার সম্মান প্রাপ্তির দিন। যারা সামাজিক সংগঠনে কাজ করেন। তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। বান্ধব দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। প্রেমের সফলতা প্রাপ্তি। গৃহবধূদের জন্য নিশ্চয়ই কোন সুখবর আসবে। দুর্গা মায়ের নামকরা শুভ হবে।

মিথুন রাশি : পরিবারে সামান্য অশান্তির কালো মেঘ থাকবে, বান্ধব দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি এবং তৃতীয় ব্যক্তি, যার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছে তার কথার সঠিক ব্যাখ্যা না হওয়ার কারণে অশান্তির বাতাবরণ। বাণিজ্য অর্থ লাভ। বিশেষত যারা দোকান ব্যবসা করেন তাদের। গৃহশিক্ষক বিষয়ের চিন্তা থাকলেও কোন অশুভ যোগ নেই দুর্গা মায়ের নাম করুন শুভ হবে।

কর্কট রাশি : পরিবারে সকাল বেলায় বাজার করা, দোকান করা, বিষয় নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধবে। তর্কের জন্য মনঃকষ্ট। স্বামী স্ত্রী দাম্পত্যে ভুল বোঝাবুঝির প্রবল সম্ভাবনাময় কাল। যারা অধ্যাপনা করেন, যারা শিক্ষকতা করেন, তাদের ধৈর্য সহ উচিত অন্যের কথাকে গুরুত্ব দেওয়া। নিশ্চয়ই শুভ ফলপ্রাপ্ত করবেন বাণিজ্যের সম্ভাবনা কম। মহাকালীর মন্ত্র বলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

সিংহ রাশি : গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকলেও অশুভ যোগ নেই। বাণিজ্য বৃদ্ধি। বিশেষত যারা খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, যারা পুলিশ প্রশাসনে বেতন ভোগী কর্মচারী তাদের সম্মান প্রাপ্তির সুযোগ। যারা ইঞ্জিনিয়ারিং করেছেন নতুন কর্মের অন্বেষণ যারা করছেন তাদের আজকের গ্রহ যোগ নিশ্চয়ই কিছু নতুন সুযোগ প্রদান করবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ প্রজ্বলন করে নারকেল দ্বারা দেবদেবীর ভোগ দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কন্যা রাশি : খুবই উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। আজ আপনার জীবনের কোন বড় স্বপ্নের পথে হাঁটতে শুরু করবেন। এক নারীর বুদ্ধির দ্বারা লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। বিবাহের বিষয়ে যে শুভ কথা আটকে ছিল আজ তা সুন্দরভাবে হয়ে যাবে। পারিবারিক দাম্পত্য সুখ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান এবং কোন নিয়ন্ত্রনের সম্ভাবনা। বাড়ি গৃহ মন্দিরে হনুমানজির উদ্দেশ্যে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ সংস্থান আজকে যা বলছে অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিশেষত যারা দোকান বা খুচরো-- পাইকারি ব্যবসা করেন তাদের। নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা। বিদ্যা যোগের শুভ যারা এনজিওতে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ। সরকারি বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য শুভ। যারা কোন বিষয়ে বিশেষভাবে পরামর্শ দেন, পরামর্শদাতাদের জন্য শুভ দিন। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে আরতি করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : এক প্রতিবেশীর কারণে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। যাকে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন তিনি কাজটি না করার জন্য দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি। সম্মানহানি যোগ। গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকছে। ভ্রমণে না যাওয়া শুভ। জল ভ্রমনে না যাওয়া আরো শুভ। শত্রু-চক্রান্ত ভেদ করার জন্য প্রবীণ মানুষের সহযোগিতা প্রয়োজন। ধৈর্য ধরলে এই সময়টি নিশ্চয়ই বদলে যাবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে সাতটি প্রদীপ প্রজ্জলন করে, দেবী মা দুর্গার উদ্দেশ্যে পুজো দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

ধনু রাশি : এক ব্যবসায়িক বড় পরিবর্তন আপনার জীবনে আজ দেখা দেবে। নতুন কোন বড় চুক্তির সম্ভাবনা। খুবই উৎসাহ জ্ঞান বুদ্ধি যোগ। বন্ধু এবং বান্ধবীদের সহযোগিতায় আটকে থাকা কাজটি হয়ে পড়বে। বিদ্যা শুভ। উচ্চ বিদ্যা শুভ । শুভ বিবাহের যোগ। গৃহবধূদের জন্য সুখবর আসছে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে নারকেল ভোগ প্রদান করুন, দেব দেবীদের উদ্দেশ্যে, নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। পরিবারের দুজন সদস্য, আপনাকে আজ সম্মান দেবে আপনার কর্মের কারণে। বেতনভোগী কর্মচারী যারা- তাদের নতুন কোন কাজ করার জন্য খুবই শুভ অবস্থান আজ। যারা কর্মের আবেদন করছেন, কর্মপ্রার্থী তাদের কাছে নতুন সুযোগ আসছে বিদ্যা যোগ শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বিবাহের কথা যা কিছুদিন আটকে ছিল তা আবার শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জ্বালিয়ে দেবতাদের উদ্দেশ্যে আরতি করুন পুষ্পাঞ্জলি দিন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : ধৈর্য্য নিয়ে অন্যের মতামতকে গুরুত্ব দিলে, শুভযোগ। গুপ্ত শত্রু রয়েছে তাকে এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। আজ দুপুর তিনটের পর এক শুভ যোগ তৈরি হবে। মনের মানুষের ফোনে আনন্দ প্রাপ্তি সম্ভব। বাড়ি গৃহ পরিবেশে শান্তির বাতাবরণ। পরিবারের সদস্যরা মনে হবে একে অন্যের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিই। লৌহ এবং তরল পদার্থের ব্যবসা যারা করেন তাদের অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে লাল জবা পুষ্প সহ মহাকালীর আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : খুব সতর্কতার সঙ্গে চলা ভালো, আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে ফোন কলে এমন একটি সংবাদ আসবে যেটা আপনার কাম্য নয়। পরিবারের অশান্তির বাতাবরণ। ছোট কোন ঘটনাকে নিয়ে বিবাদ বড় আকার ধারণ করবে। সতর্ক থাকা ভালো। পুরাতন বন্ধু বা বান্ধবী দ্বারা কিছু সমালোচনা হবে, যা ধৈর্য ধরে শুনলে আগামীকাল শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে কর্পূর দ্বারা দেব দেবীর উদ্দেশ্যে বেশ কিছু সময় আরতী করুন সর্ব বিপদ নাশ হবে।

CHANGE OF NAME

I, Debojyoti Chattopadhyay son of late Gauranga Kumar Chattopadhyay residing at 46/1, Deshbandhu Nagar Road, Uttarpara, Kotrung(M), Hindmotor, Serampore, Uttarpara, Hooghly, West Bengal - 712233, have changed my surname Chatterjee to Chattopadhyay vide Affidavit No. 91AB 695814 sworn before the Learned 1st Class Metropolitan Magistrate at Calcutta dated 05.12.2023.
Henceforth, I shall be known as Debojyoti Chattopadhyay instead of Debojyoti Chatterjee and all my relevant documents should be correctted accordingly. It is further stated that Debojyoti Chattopadhyay & Debojyoti Chatterjee is the same and one identical person.

DECLARATION

I ALOKENDU NAG (Old Name), son of Late Bhagaban Chandra Nag, residing at 127/25, M.G. Road, Purba Barisha, P.O. & P.S. - Thakurpukur, Kolkata - 700063, District- South 24 Parganas, West Bengal shall henceforth be known as **ALAKENDU NAG** (New Name),as declared before the Notary Public, Alipore Police Court, Calcutta - 27, vide Affidavit SL No. 39 dated 18.11.1998 **ALOKENDU NAG** (Old Name),and **ALAKENDU NAG** (New Name) both are same and identical person.

বিজ্ঞপ্তি
In The Court of District Delegate, Paschim Midnapur
L.A.D.Case No.- 6/2023

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত অরবিন্দনগর সাকিনের সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, নিম্নে তপশীলে বর্নিত সম্পত্তি অরবিন্দ নগর সাকিনের মৃত সাধনা দাসের গত ইং ১২/১০/২০১০ তাং এর সম্পাদিত ও রেজিষ্ট্রীকৃত উইল প্রবেট পাওনের জন্য দেবাশিষ দাস পিতা-ॅগৌরীশঙ্কর দাস সাং- অরবিন্দনগর, পোঃ ও থানা- মেদিনীপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর উপরোক্ত আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত প্রবেটে মোকর্দ্দমায় কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে আগামী ইং- ১৬/০১/২৪ তারিখে আদালতে উপসিথত হইয়া আপত্তি প্রদান করিবেন। অন্যথায় আইনানুগ কার্য্য হইবে।

Schedule - Dist- Paschim Medinipur, P.S- Midnapore, Mouza- Narampur, J.L No. 174, R.S Khatian No. 1/32, 1/33, 1/34 ,**R.S Plot No.-** 43 **Classification-** Bastu , **Area-** 31.74 dec. Along with 2304 sq.ft. one storied building and 780/sq.ft.two storied building open land with well, privyf, kitchen, stair case. **Measurment:- North area-** 92'0" **South area-** 83'0" **East-** 160'0" **West-** 156'0", **Butted nad Bounded:-** North- Judge Court Road **South-** 20' wide proposed road **East-** Nandita Das Mhapatra **West-** Shakti Pada Mandal

অনুমত্যানুসারে, 02/12/2023
Tapas Ranjan Chakraborty সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত,পশ্চিম মেদিনীপুর

হারানো দলিল

এতদ্বারা সকল জনসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল লীনা এইচ শা তাহার অরজিনাল এগ্রিমেন্ট ফর সেল যাহার নং ১১৯৩৪/১৯৮৭ যাহা বালীগঞ্জে কলকাতা তে অবস্থিত সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত হারিয়ে ফেলেছেন। যাহার কারনে আমার মক্কেল দ্বারা বালীগঞ্জ থানাতে একটি জেনারেল ডায়েরি করিয়াছেন যাহার জি.ডি নং ২৮৩ তারিখে ০৫/১২/২০২৩। আমার মক্কেল উক্ত সম্পত্তি খানি বন্ধক রাখিয়া ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহন করিতে চলেছেন। এমতাবস্তায় উক্ত দলিল সম্পর্কে যদি কোন ব্যক্তি বা কোন ব্যক্তিবর্গের কোনরূপ দাবি দাওয়া থাকে তাহা হইলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৭ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তির সহিত যোগাযোগ করিবার অনুরোধ জানানো হইতেছে। অন্যথায় উক্ত সময় পর কাহারো কোনপ্রকার দাবি গ্রাহ্য করা হইবে না।

ইতি
স্বা/- (রজত নাথ পাইন এন্ড কোং)
১০, কিরন শঙ্কর রায় রোড
কলকাতা- ৭০০০০১ ।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ন্যায় সংহিতার বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা বিধানসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেন্দ্রের প্রস্তাবিত নতুন ভারতীয় ন্যায় সংহিতার বিরুদ্ধে আনা প্রস্তাবের ওপর মঙ্গলবারের পর বুধবারও বিধানসভায় আলোচনা হয়। সরকার ও বিরোধী পক্ষের সদস্যরা প্রস্তাবিত বিলগুলির পক্ষে ও বিপক্ষে আলোচনা অংশ নেন। সরকারপক্ষের বিধায়কেরা এই বিলগুলিকে কালা কানুন বলে চিহ্নিত করে অবিলম্বে বাতিলের দাবি জানিয়েছেন। অন্যদিকে, বিরোধী বিজেপির দাবি ঔপনিবেশিক যুগের ছায়া থেকে দেশের আইন ব্যবস্থাকে মুক্ত করতেই এই নতুন আইনের প্রস্তাব।

রাজ্যের আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক আলোচনায় অংশ নিয়ে অভিযোগ করেন, দেশের সংবিধানে এবং তারপরে বিভিন্ন পর্যায়ে ভারতীয় নাগরিকেরা যেসব অধিকার পেয়েছেন এই আইনের মাধ্যমে তা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। দেশকে পুলিশী রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, বিশাল লামা, শঙ্কর ঘোষের মতো বিজেপি সদস্যরা প্রস্তাবিত আইন গুলিকে সমর্থন করে বলেন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও দেশ ব্রিটিশদের তৈরি করা দণ্ডবিধিকে বহন করে চলেছে। এটা লজ্জার। বাংলার বিধায়কেরা পুলিশ রাজের কথা বলে প্রস্তাবিত আইনের বিরোধিতা করলেও এ রাজ্যের সরকার বিরোধীদের মুখ বন্ধ করতে পুলিশ দিয়ে হেনস্থা করছে, মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিচ্ছে বলে তাঁদের অভিযোগ।

আলোচনার শেষে বিরোধীদের দাবি মেনে প্রস্তাবটিকে অধ্যক্ষ ভোটাভুটির জন্য পেশ করেন। ভোটাভুটি চলাকালীন নিয়ম মত অধিবেশন কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেওয়ার পরেও সরকারপক্ষের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী এবং বিধায়ক ভিতরে ঢুকে পড়েন। যা নিয়ে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা তীব্র প্রতিবাদ জানান। যদিও অধ্যক্ষ তাঁদের আশ্বস্ত করে বলেন, নির্ধারিত সময়ের পরে কক্ষে প্রবেশ করা কাউকেই ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। তবে অধ্যক্ষের এই কথাতে সন্তুষ্ট না হয়ে অধিকাংশ বিজেপি বিধায়ক ভোটাভুটির ফল সামনে আসার আগেই বাইরে বেরিয়ে যান। এবং বিধানসভার গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে অধ্যক্ষের আচরণের প্রতিবাদ করে স্লোগান দিতে থাকেন।

এদিকে ভোটাভুটিতে প্রস্তাবটি সভায় গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ১০১ টি এবং বিপক্ষে ৪২ টি ভোট পড়ে।

এদিকে বিধানসভার অধিবেশন কক্ষে ভোটাভুটির সময় সরকার পক্ষের মন্ত্রী বিধায়কদের ঢুকে পড়ার ঘটনা নিয়ে বিজেপি অধ্যক্ষের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাবে। দলের মুখ্য সচেতক মনোজ টিগ্গা বলেন, বিরোধী দলনেতার সঙ্গে আলোচনা করার পরেই এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। তিনি বলেন, বর্ষীয়ান নেতা-মন্ত্রীদের কাছে এ ধরনের আচরণ কখনো কাম্য নয়। এর আগে এক বিজেপি বিধায়ককে একইরকম পরিস্থিতিতে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলে তার অভিযোগ।

চা বাগানের শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে আলোচনার দাবিতে উত্তপ্ত বিধানসভা

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাগিচা শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে আলোচনা চেয়ে বিজেপির আনা মুলতুবি প্রস্তাব নিয়ে বুধবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অধিবেশনের শুরুতে চা বাগানের শ্রমিকদের দুরবস্থা নিয়ে আলোচনার দাবি জানিয়ে বিজেপি পরিষদীয় দল অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মুলতুবি প্রস্তাব জমা দেয়। অধ্যক্ষ ওই প্রস্তাব খারিজ করে দিলে ক্ষুব্ধ বিজেপি বিধায়করা প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেন। কিছুক্ষণ পরে অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পক্ষপাতের অভিযোগ তুলে তাঁরা সভা থেকে ওয়াকআউট করেন। বিজেপির অভিযোগ, চা বাগান বন্ধ করে পালিয়ে যাচ্ছেন মালিকেরা। ফলে কাজ হারাচ্ছেন উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ। এ নিয়ে বুধবার বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব আনে বিজেপি। যদিও তা নিয়ে আলোচনার কোনও সময় বরাদ্দ করা হয়নি।

বিজেপির মুখ্যসচেতক মনোজ টিগ্গার দাবি, উত্তরবঙ্গের মোট ১১টি চা বাগান বন্ধ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার চা বাগান খুলতে সচেষ্ট হলেও, রাজ্য সরকার উদাসীন। তাই চা বাগান নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছে থাকলেও কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। তাঁর আরও দাবি, নির্মলা সীতারমন বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালীন উত্তরবঙ্গের ডানকানের চা বাগানগুলি কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করার উদ্যোগ নিলেও, রাজ্য সরকারের উস্কানিতে সংস্থাটি আদালতে চলে যায়। ফলে অধিগ্রহণ থমকে যায়।

দক্ষিণ-পূর্ব রেলের অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার এ কে দুবে বুধবার দক্ষিণ-পূর্ব রেলের সদর দফতরে ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ভারতের সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর অম্বেদকরকে স্মরণ করে মহাপরিনির্বাণ দিবস পালন করল পূর্ব রেল। ফেয়ারলি প্লেসে পূর্ব রেলের সদর দপ্তপে অম্বেদকরের প্রতিকৃতিকে মালা দিয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান অ্যাডিশনাল জেনারেল ম্যানেজার সুমিত সরকার।

কলকাতা মেট্রো রেলের তরফে বুধবার পালন করা হল ভারতরত্ন ড. বাবা সাহেব আম্বেদকরের মহাপরিনির্বাণ দিবস। ফুল ও মালা দিয়ে এদিন বি.আর আম্বেদকরকে স্মরণ করেন মেট্রো রেলের আধিকারিক ও কর্মীরা।

‘আনফিট ভেসেল’ ব্যবহার নিয়ে তদন্তে কমিটি গড়ল রাজ্য প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নদী জলপথ পরিবহণ সমিতিতে যাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ‘আনফিট ভেসেল’ ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল। দুর্নীতি হচ্ছে বলে অভিযোগ ছিল। এসেবর তদন্ত করার জন্য কমিটি তৈরি করল রাজ্য প্রশাসন।

সম্প্রতি হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতির বিরুদ্ধে একাধিক বেনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। যার মধ্যে অন্যতম ছিল কোনো ফিট সার্টিফিকেট ছাড়াই মেয়াদউত্তীর্ণ ভেসেল ব্যবহার করে যাত্রীদের পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। যা যাত্রীদের জীবনের কাছে একটি বড় বিপদের বলেই মনে করা হচ্ছে। পাশপাশি এই সংস্থার কর্মীদের বেতন না হলেও সংস্থার পরিচালনার ক্ষেত্রে আকাশ ছোয়া দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। একদা লাভজনক সংস্থা হলেও কয়েক দশক ধরেই এই সংস্থা লোকসানের মুখে চলছে। আর্থিক পরিস্থিতি এমনই বেহাল দশা যে কর্মীদের মাসের মাইনে সেই মাসেও দিতে পাচ্ছে না সংস্থাটি। বকেয়া রয়েছে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের প্রাপ্য। এ হেন পরিস্থিতিতে কর্মীদের মধ্যেও ক্ষোভ রয়েছে বলেই সূত্রের খবর। এই পরিস্থিতিতে সংস্থার বিরুদ্ধে ওঠা যাবতীয় অভিযোগ খতিয়ে দেখতে বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। যদিও সেই তদন্তের ফলাফল আদৌ কি বেরোবে তাই নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেন দুর্নীতির অভিযোগকারী ও বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই। তিনি বলেন, ‘আমি এই সংস্থাতে বিভিন্ন দুর্নীতি ও যাত্রী সুরক্ষাকে মাথায় রেখে মুখ্যমন্ত্রী ও দফতরের মুখ্য সেক্রেটারি কে অভিযোগ পত্র পাঠাই। যার ভিত্তিতে সেই সংস্থার দুর্নীতির তদন্ত করার জন্য একটি কমিটি তৈরি হয়েছে। যদিও যে দপ্তরের মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই দপ্তরের বিভাগীয় তদন্তে আদৌ কি ফল বেরোবে সেটা নিয়ে আমি চিন্তিত।’ যে সংস্থা পরিবহণ দফতরের অধীনে চলার কথা, তা চলছে সমবায় দপ্তরের অধীনে। পরিবহণ দপ্তরের দেওয়া অর্থ খরচের হিসাব দিতে পারেনি ওই দপ্তর। এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত থাকা শাসক দলের নেতা, মন্ত্রীরা লুট করছে। আর পরিস্থিতি এমনই, যে কোনো দিন এই সংস্থা বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

2023
From : Deputy Secretary to the Government of West Bengal

To : The Registrar of Co-operative Societies, West Bengal

Co-operation Directorate,
New Secretariat Buildings,
Block A, 4th floor,
1, K.S. Roy Road,
Kolkata-700001

Sub: complaint regarding threat to human lives and massive scam in Hooghly Nadi Jalpath Paribahan Samabay Samity Limited.

Sir,

In enclosing herewith a copy of the letter dated 24.08.2023 on the above subject received from Sri Umesh Rai, I am directed to request you to conduct inquiry into the complaints raised therein.

I am further directed to request you to send the inquiry report to this Department as early as possible for taking necessary action from this end.

Enclo: As stated

প্রসঙ্গত হুগলি নদী জলপথ পরিবহণ সমিতির মোট ভেসেলের সংখ্যা ২৪ টি। যার মধ্যে ৫ টি ভেসেল অনেকদিন যাবৎ খারাপ অবস্থায় বসে আছে। এছাড়াও সম্প্রতি সংস্থার ৭ টি ভেসেলকে নতুন করে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আরেকটি ভেসেল পরিবহণ দপ্তর থেকেই স্ক্র্যাপ করার উদ্দেশ্যে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে ৯ টি ভেসেলের মাধ্যমে পরিষেবা চললেও এই নয়টির মধ্যে মাত্র মেঘমা, কংসবতী ছাড়া ৭ টি ভেসেলের ফিট সার্টিফিকেট নেই। সার্ভের মেয়াদও উত্তীর্ন হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি সমবায় দপ্তরের দায়িত্ব থেকে মন্ত্রী অরূপ রায়কে বাণিজ্যিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান পালন মন্ত্রকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই মন্ত্রকের দায়িত্বে দেওয়া হয়েছে প্রদীপ মজুমদারকে। এছাড়াও কর্মীদের দাবি দুর্নীতিতে যুক্ত ব্যক্তিদের শাস্তি হলে তবেই এই সংস্থা ফের নিজের পায়ে ঘুরে দাঁড়াতে পারবে। এই পরিস্থিতিতে এই সংস্থার ভবিষ্যত কি সেটাই এখন বড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে।

টিকিয়াপাড়াতে বেলাইন ডাউন বাগনান লোকাল, দুর্ভোগে যাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অফিস টাইমে দক্ষিণ-পূর্ব রেলের ট্রেন বেলাইন হওয়াতে সমস্যার মুখে যাত্রীরা। বুধবার সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিট নাগাদ হাওড়া স্টেশনে ঢোকার মুখে টিকিয়াপাড়াতে লাইনচ্যুত হয় ট্রেন। রেল সূত্রে খবর হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় ১২ কোচের লোকাল ট্রেনটি পেছনের দিকের চারটি চাকা লাইনচ্যুত হয়ে যায়। হাওড়া স্টেশনে একেবারে মুখে চাঁদমারি ব্রিজের কাছে লাইনচ্যুত হয় ৩৮২০২ ডাউন বাগনান লোকাল। স্টেশনে ঢোকার পূর্বে নিজের ট্র্যাক বদল করার সময় লাইনচ্যুত ওই ট্রেনের ৫ নম্বর বগি। যদিও টিকিয়াপাড়াতে ট্রেনের গতি কম থাকায় বড় দুর্ঘটনার থেকে রক্ষা পায় যাত্রীরা। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রেলের উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা। ট্রেনের লাইনচ্যুত হওয়া কামরার পিছনের বগিগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। বাকি বগিসহ ইঞ্জিন প্ল্যাটফর্মের দিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। লাইনচ্যুত কামরাটি সরিয়ে ট্র্যাক মেরামতির কাজ চলছে বলেই জানান হয়েছে রেলের তরফে। যদিও এই ঘটনায় কারোর আহত হওয়ার কোনো খবর নেই বলেই জানিয়েছে রেল। যদিও অফিস টাইমে এই ঘটনার জেরে চূড়ান্ত ভোগান্তিতে পড়েন নিত্য যাত্রীরা। বর্তমানে ১৪ নম্বর প্লাটফর্ম দিয়ে কোনরকম ট্রেন চলাচল করছে না বাকিগুলো দিয়ে স্বাভাবিকভাবেই ট্রেন চলাচল করছে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, ‘বুধবার ডাউন বাগনান লোকাল হাওড়ার চাঁদমারি ব্রিজের ১০০ মিটার আগে ১২ কামরার ডাউন বাগনান লোকাল লাইনচ্যুত হয়। ট্রেনটির ৫ নম্বর কামরার সামনের চারটি চাকা লাইনচ্যুত হয়। এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। ইতিমধ্যেই ট্রেনটিকে ফের ট্র্যাকে তুলে দেওয়া হয়েছে। এরপর ওই বগিটিকে জুড়ে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হবে। এর জন্য কোনো ট্রেন বাতিল বা দেরিতে চলে নি। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলের পরিষেবা সম্পুর্ন চালু আছে। শুধু এই লাইনেই পরিষেবা বন্ধ ছিল। দ্রুত এই লাইনটিতেও স্বাভাবিকভাবেই পরিষেবা চালু হয়ে যাবে।’

যদিও ওই ট্রেনের যাত্রী সুবর্ণ ধারা বলেন, ‘যেখানে এই ঘটনাটি ঘটেছে সেটা প্ল্যাটফর্ম থেকে অনেকটাই দূরে। ইতিমধ্যেই এই ঘটনার জন্য দেরি হয়ে গিয়েছে।দুটো ট্রেন মিস করেছি। এরপর আবার কখন ট্রেন পাবো জানি না। আমি উত্তরপাড়া যাব।’

দীর্ঘ তিন ঘণ্টার বেশি সময় পরে বেলা ১১ টা ১৬ মিনিটে ফের ওই লাইনে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

ঘটনার জেরে দক্ষিণ পূর্ব রেল শাখার ৩৮৯০৬ আমতা-হাওড়া, ৩৮৮০৬ মেদিনীপুর-হাওড়া লোকাল কিছুটা দেরিতে চলে।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৭ ডিসেম্বর ২১ অগ্রহায়ন, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

ইডি দপ্তরে হাজিরা দিলেন জ্যোতিপ্রিয়র হিসাবরক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জ্যোতিপ্রিয়র হিসাবরক্ষক ফের হাজিরা দিলেন এনফোর্সমেন্ট দপ্তরে। রেশন দুর্নীতি মামলায় জেলবন্দি রাজ্যের বনমন্ত্রী তথা প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বুধবার ফের তাঁর হিসাবরক্ষক জয়শঙ্কর গুপ্তাকে তলব করে এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট। সূত্রের খবর, এদিন দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ সিজিও কমপ্লেক্সে আসেন তিনি। এর আগেও দু'বার সিজিওতে এসেছিলেন তিনি। এই নিয়ে তৃতীয়বার তাঁকে তলব করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

এর আগেও জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক নিয়ে ইডি-র জিজ্ঞাসাবাদের মুখে পড়েছিলেন তিনি। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, বুধবারও ফের আরও কিছু নতুন বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়। পাশাপাশি তাঁর বয়ানও রেকর্ড করা হয় বলে ইডি সূত্রে খবর। জানা গিয়েছে, জ্যোতিপ্রিয়র মেয়ে, স্ত্রী এবং প্রাক্তন আপ্ত সহায়কের বিভিন্ন সংস্থার হিসাব রাখার দায়িত্ব ছিল এই জয়শঙ্করের উপর। ওই কোম্পানিগুলি সংক্রান্ত তথ্য জানতে তাঁকে আগেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সূত্রে এ খবরও মিলছে এদিন জ্যোতিপ্রিয়র মেয়ে, স্ত্রী এবং প্রাক্তন আপ্ত সহায়কের আর্থিক লেনদেন থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয় নিয়ে বেশ কিছু নথি চেয়েও পাঠানো হয়েছিল তাঁর কাছে। তিনি সেই সমস্ত নথিপত্র ইডির কাছে জমা দেন। একইসঙ্গে তাঁর স্টেটমেন্টও রেকর্ড করা হয়েছে বলে জানতে পারা যাচ্ছে। বেশ কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ পর্ব চলার পর তিনি বেরিয়ে যান সিজিও থেকে। তবে তাঁর কাছ থেকে মেলা তথ্যে জ্যোতিপ্রিয় নতুন করে বিপাকে পড়তেন পারেন কিনা এখন তা নিয়েই চলছে জল্পনা।

কালীঘাটের 'কাকু'-কে কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহে ইএসআই-তে নিয়ে যেতে এসএসকেএম-কে চিঠি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুজয়কৃষ্ণর কণ্ঠস্বর সংগ্রহ নিয়ে বেশ জলঘোলা হচ্ছে কয়েকদিন ধরেই। এসএসকেএম- হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এ নিয়ে ইডি গড়িমসির অভিযোগ তোলায় আদালত জোকা ইএসআই হাসপাতালকে বোর্ড গঠন করে বিষয়টি দেখতে বলেছে। এদিকে জোকা ইএসআই হাসপাতালেও চিকিৎসকের অভাবে আদালতের নির্দেশ পালন করা যাচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'কে জোকা ইএসআই হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসএসকেএম-কে চিঠি দিল ইডি। তাতে হাসপাতালের এমএসভিপি পীযূষ রায় বলেন, সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে যে ইডি নিয়ে যেতে চাইছে, তা তাঁর কাস্টডিয়ান প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি তিনি জানান, এসএসকেএম-এর কাছে যা নথি চাওয়া হয়েছিল তাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকুকে। এরপরই বুকে ব্যথা অনুভব করেন তিনি। তাঁর বাইপাস সার্জারিও হয়। এরপর সেই বুকে ব্যথার সমস্যা ফের ফিরে আসে। এরপর থেকে দীর্ঘদিন ধরেই এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সুজয়কৃষ্ণ। এদিকে এই নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই মামলায় সুজয়কৃষ্ণ তথা 'কালীঘাটেরকাকু'র কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করাতে চায় ইডি। কারণ ইডি সূত্রে খবর, তদন্তে ইডি-র হাতে তথ্য এসেছে, রাহুল বেরা নামে তাঁর ঘনিষ্ঠ এক সিভিক ভলান্টিয়রকে মোবাইল থেকে তথ্য ডিলিট ক রার নির্দেশ দিয়েছিলেন এই সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রই। আর সেই কণ্ঠস্বর মোবাইল থেকে উদ্ধারও করেছে ইডি। এখন মোবাইলে পাওয়া সেই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুজয়কৃষ্ণের কণ্ঠস্বর মিলিয়ে দেখতে চান ইডি-র আধিকারিকেরা।

আর এই কণ্ঠস্বর পরীক্ষার করানোর ক্ষেত্রে ইডি চায় রাজ্যের কোনও হাসপাতাল নয়, কেন্দ্রীয় সরকারি হাসপাতালেই সুজকৃষ্ণের কণ্ঠস্বরের নমুনা পরীক্ষা করাতে। এর আগে একাধিকবার সুজয় ভদ্রের কণ্ঠস্বরের নমুনা সংগ্রহ করতে গিয়েও এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে নানা অজুহাতে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে ইডির তদন্তকারী আধিকারিকদের। এমন অবস্থায় তাই ইডির তরফে আবেদন জানানো হয় আদালতে। কিন্তু আদালতের হস্তক্ষেপে একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা তৈরি করা হয়। মেডিক্যাল বোর্ড। কার্ডিওলজি, নিউরোলজি, ইএনটি'র চিকিৎসককে নিয়ে বোর্ড গঠন করা হয়। বুধবার এসএসকেএম হাসপাতালে এই সব কাগজপত্রের কাজ সম্পূর্ণ হতেই এই প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পূর্ণ হবে বলে মনে করছেন ইডির আধিকারিকেরা।

শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মানহানি মামলার নির্দেশে স্থগিতাদেশ কলকাতা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে দায়ের করা মানহানি মামলার নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতের নির্দেশের ওপর স্থগিতদেশ দিলেন বিচারপতি শম্পা সরকার। শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানি মামলা করেন পুলক রায়। উলুবেড়িয়া আদালতে এই মামলা বিচারাধীন ছিল। বুধবার নিম্ন আদালতের নির্দেশের ওপর স্থগিতদেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শম্পা সরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'জল জীবন মিশন' প্রকল্পে দুর্নীতি হয়েছে বলে জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু। শুভেন্দু অধিকারী 'জল জীবন মিশন' প্রকল্প নিয়ে মন্ত্রী পুলক রায়ের বিরুদ্ধে যে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন তাতে দাবি ছিল, এই প্রকল্পের একটি বিশেষ মেশিন খোলা বাজার থেকে অতিরিক্ত দামে কেনা হয়েছে। এমনকি একটি নির্দিষ্ট সংস্থাকে দিয়ে মেশিন কেনা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। শুভেন্দু অধিকারী করেছিলেন, ১,০৮৬ কোটি টাকার প্রকল্প ৫০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়েছে। এর দায় জনস্বাস্থ্য কারিগরি মন্ত্রীকেই নিতে হবে। এই অভিযোগের পরেই শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে ৫ কোটি টাকার মানহানির মামলা দায়ের করেন মন্ত্রী। এদিকে নিম্ন আদালত এক পক্ষ শুনেই শুভেন্দু অধিকারীকে লিখিত জবাবি হলফনামা দেওয়ার নির্দেশ দেয়। কিন্তু শুভেন্দু অধিকারী সেই নির্দেশে জানিয়েছিলেন, হলফনামা জমা করবেন না। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয়। তার প্রক্ষিতেই শুনানি ছিল হাইকোর্টে। বিচারপতি শম্পা সরকার আপাতত নিম্ন আদালতের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দিয়েছেন।

এদিকে সূত্রে খবর, শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা দায়ের করার আগে তাঁকে নোটিস পাঠিয়েছিলেন মন্ত্রী পুলক রায়। কিন্তু সেই চিঠির কোনও জবাব দেননি শুভেন্দু। যে কারণে মামলা দায়ের করেন মন্ত্রী। বুধবার সেই মামলার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। বিচারপতি শম্পা সরকার আপাতত নিম্ন আদালতের নির্দেশে স্থগিতাদেশ দেন। একইসঙ্গে তাঁর নির্দেশ, আপাতত নিম্ন আদালতের বিচার প্রক্রিয়া স্থগিত থাকবে। রাজ্যের মন্ত্রীকে মামলার নোটিস দিতে হবে শুভেন্দুকে। আগামী ১১ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

শ্যামনগরে আগাছার জঙ্গলে ঢেকেছে শিশু উদ্যান, 'উদাসীন' পুর কর্তৃপক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ভাটপাড়া পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের শ্যামনগর গুড়দহ কল্যাণ সংঘের মাঠের পাশে সাংসদ অর্জুন সিং পুরপ্রধান থাকাকালীন শিশুদের বিনোদনের জন্য গড়ে ওঠে স্বামী বিবেকানন্দ শিশু উদ্যান। ২০১৩ সালের ৪ ঠা অক্টোবর ঘটা করেই ওই শিশু উদ্যানের উদ্বোধন হয়েছিল। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে আজ সেই শিশু উদ্যান বেহাল দশায় পরিণত। আগাছায় ঢেকেছে সেই উদ্যান। মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এলাকার কচিকাঁচারাও। অভিযোগ, কোনও হেলদোল নেই পুর কর্তৃপক্ষের।

স্থানীয় বাসিন্দা রিঙ্কু রায়ের অভিযোগ, দু-তিন বছর ধরে অবহেলায় পড়ে রয়েছে শিশুদের খেলাধূলার এই উদ্যান। উদ্যানের মরচে পড়া লোহার গেটে ঝুলছে তালা। জরাজীর্ণ দশায় পরিণত এই উদ্যানটিকে সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী। প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান তথা স্থানীয় কাউন্সিলর সোমনাথ তালুকদার বলেন, 'পরিত্যক্ত জায়গা সংস্কার করে শিশু ও বয়স্কদের জন্য ওই উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু এখন সেই উদ্যান বেহাল দশায় পরিণত।'

জানান, উদ্যানটি সংস্কারের জন্য তিনি পুর কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

গ্রামের জলকষ্ট নিয়ে মন্তব্য বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

পুরসভা থেকে পানীয় জল পাঠানোর ব্যবস্থা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বছরের পর বছর জলকষ্টে ভোগা মামলাকারী দরিদ্র মানুষগুলোর সমস্যা শুনতে এজলাসে নিজের আসন ছেড়ে উঠে এসেছিলেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এ নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের এজলাসে শুনানির সময় বেশ কিছু মন্তব্য করেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ঘটনার কথা কানে যেতেই নকশালবাড়ির গ্রামে জলকষ্ট মেটাতে শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়রকে নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বাগডোগরা বিমানবন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ নিয়ে এই মুহূর্তে আদালতের হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন, 'ওঁরা ঠিকঠাক ভাবেই পানীয় জল পাবেন। পিএইচই কাজ করছে।' মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, 'যত দিন না কাজ শেষ হচ্ছে, তত দিনের জন্য ওই গ্রামবাসীদের পুরসভা থেকে পানীয় জলের বিশেষ ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

২০১৯ সাল থেকে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের নকশালবাড়ি ব্লকের হাতিঘিষা গ্রাম পঞ্চায়েতের সেবদুল্লা গ্রামে পানীয় জলের অভাবের অভিযোগ ওঠে। মামলাকারীদের অভিযোগ, গ্রামে দীর্ঘদিন ধরে জলকষ্ট। পিএইচই দপ্তরে আবেদন করায় গ্রামে জলের কল লাগিয়ে দেওয়া হয়। জল সমস্যা মিটে যায়। বাড়ি বাড়ি সংযোগ দিয়ে জল পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টাও শুরু হয়। কিন্তু তার পর আবার সমস্যার শুরু হয়। আবার পানীয় জলের অভাব শুরু হয়।

বারবার আবেদন করেও সমস্যার সমাধান না হওয়ায় আদালতের দ্বারস্থ হয় কয়েকটি পরিবার। মামলাকরীদের অধিকাংশই আদিবাসী চা-শ্রমিক পরিবারের। সোমবার ওই মামলার শুনানিতে মামলাকারীদের আইনজীবী দাবি করেন, শুনানির দিন এলেই কলে জল চলে আসে। তার পর কোনও অজানা কারণে আর জল পাওয়া যায় না। সমস্যা বুঝতে অভিযোগকারীদের এজলাসে ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এ নিয়ে গ্রামবাসীদের সঙ্গে প্রায় এক ঘণ্টা কথা বলেন তিনি। সব শোনার পর বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনিক দপ্তর, প্রকল্প রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে থাকা ঠিকাদার-সহ আরও কয়েক জনকে দুপুর ২টোর মধ্যে এজলাসে হাজির হওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি।

অন্য দিকে, মুখ্যমন্ত্রী এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গে রয়েছেন। ওই ঘটনা প্রসঙ্গে তিনি জানান, সরকার এবং প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এখন আর আদালতকে এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে হবে না। মমতার কথায়, 'সমস্যা সমাধানে কিছু সময় লাগবে। এই মুহূর্তে (আদালতের) হস্তক্ষেপের কোনও প্রয়োজন নেই।' মুখ্যমন্ত্রী তাঁর পাশে দাঁড়ানো গৌতম দেবকে দেখিয়ে বলেন, 'আমি শিলিগুড়ির মেয়রকে বলেছি, যত দিন না সমস্যা না, তত দিন পানীয় জলের ট্যাঙ্ক পাঠান ওই গ্রামে। যাতে স্থানীয়রা অসুবিধায় না ভোগেন দেখতে হবে।'

পাশাপাশি এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ এস এস আলুওয়ালিয়াকে দায়ী করেছেন। তিনি বলেন, 'এই ঘটনায় আমি মেয়র গৌতম দেব এবং জেলাশাসকের কাছে বিষয়টি নিয়ে খবর নিয়েছি। আহলুওয়ালিয়া ওই গ্রাম 'অ্যাডপ্ট' করেছিলেন। কাউকে ঢুকতে দিচ্ছিল না। কিন্তু তার পর তার দায়িত্ব পালন করেননি। ফলে ওখানে একটা ক্রাইসিস চলছিল।'

কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বিশেষ সম্মানজ্ঞাপণ মৃণাল, সত্যজিৎ ও দেব আনন্দকে

শুভাশিস বিশ্বাস

কলকাতা: ২৯ তম কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে রয়েছে নানা চমক। মৃণাল সেনের জন্ম শতবর্ষে 'দ্য ম্যাভেরিক' শীর্ষক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে নন্দনে। বুধবার এই প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। শুধু নন্দনেই নয়, রয়েছে নজরুল তীর্থেও রয়েছে প্রদর্শনী। মৃণাল সেনের জীবন ও কাজের নানা খুঁটিনাটি ছবি আর নানা অনুষঙ্গকে তুলে ধরা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। তাঁর ওপর লেখা নানা ব্যক্তিত্বের মন্তব্যও। পাশাপাশি রাখা হয়েছে মৃণাল সেনের প্রিয় চার্লি চ্যাপলিনকে লেখা বইটিও। মৃণাল পুত্র কুণাল সেন সামগ্রিক বিষয়ে সাহায্যও করেছেন প্রদর্শনীর কিউরেটর সুদেষ্ণা রায়কে। এছাড়াও নানা তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে দীপঙ্কর সেন, শিলাদিত্য সেন সহ আরও অনেকের লেখা বই থেকেও। মৃণালবাবুর ওপর যে ভিডিওটি তৈরি করেছেন সৈকতশেখরেশ্বর রায় তাও দেখানো হবে এই প্রদর্শনীতে।

এবারের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের চমক এখানেই শেষ নয়। বলিউডের এভারগ্রিন অভিনেতা দেব আনন্দকে শ্রদ্ধা জানাতে সেজে উঠেছে এবারের কিফের আঙিনাও। বুধবার থেকে গগনেন্দ্র প্রদর্শনশালায় তুলে ধরা হচ্ছে এই কিংবদন্তি অভিনেতার কর্মজীবনের নানা দিক। নানা মুহূর্তের ছবি। দীর্ঘ আট দশকের জীবনের কথা কাহিনিকে। ১৯৪৬ সালে চলচ্চিত্র জগতে তাঁর আত্মপ্রকাশ 'হাম এক হ্যায়', হিন্দু-মুসলিম ঐক্য নিয়ে একটি চলচ্চিত্রে। এই সিনেমায় প্রধান ভূমিকাতেই দেখা যায় দেবকে। এরপর একটার পর একটা ছবি উপহার দিয়ে এসেছেন দেব আনন্দ। কাজ করেছেন ১১৪টিরও বেশি ছবিতে। তাঁর অভিনয় দক্ষতা, স্টাইল ও ক্যারিশমার ঝলক তুলে ধরা হয়েছে এই প্রদর্শনীতে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের সাদা- কালো যুগে রোমান্স আর দেব আনন্দের নাম যেন উচ্চারিত হতো একইসঙ্গে। চার প্রজন্মের নায়িকাদের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করেছেন তিনি। সুরাইয়া থেকে ওয়াহিদা, কল্পনা কার্তিক থেকে শর্মিলা, বৈজয়ন্তীমালা থেকে মুমতাজ, আশা পারেখ থেকে হেমা মালিনী, গীতা বালি থেকে যোগিতা বালি, এমনকি বাঙালি অভিনেত্রা সুচিত্রা সেনের সঙ্গেও তাঁর রসায়ন কেমন ছিল সেটাই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই প্রদর্শনীর ছত্রে ছত্রে। শুধু তাই নয়, জিনাত আমন, টিনা মুনিম, টাব্বুর মতো প্রতিথ যশা অভিনেত্রীদের আবিষ্কারেও তাঁর ভূমিকা যে ছিল অগ্রগণ্য সে ঘটনাও তুলে ধরা হয়েছে এখানে।

ক্যামেরার পিছন থেকে নিজের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গিও নানা ঘটনায় তুলে ধরেছেন দেব আনন্দ। তাঁর পরিচালনায় বেশ কয়েকটি ছবি যেমন বাণিজ্যিক সাফল্য পেয়েছে, ঠিক তেমনই কিছু ছবি ন্যারেটিভ ও থিমের জন্য সমাদৃত হয়েছে। ছবির নামও বিষয়বস্তু জায়গা পেয়েছে 'চলচ্চিত্র নির্মাণে আত্মপ্রকাশ' বিভাগে।

দেব আনন্দ সম্পর্কে শাহরুখ বলেছিলেন, 'আমি বিশ্বাস করি, ইন্ডাস্ট্রিতে আমরা সবাই দেব আনন্দের চরিত্রে প্রভাবিত। এই ইন্ডাস্ট্রির সকলেই তাঁর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পান।'

আর সত্যজিৎ রায়ের ওপর বিশেষ কোনও অনুষ্ঠান থাকবে না, কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে এমনটা হতেই পারে না। সত্যজিৎ রায় মেমোরিয়াল লেকচারের এবারের বক্তা মিউজিয়াম অফ মডার্ন আর্টের প্রবীণ কিউরেটর লরেন্স কার্ডিশ। চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে প্রায় হাজারের ওপর প্রদর্শনীর ওপর কিউরেটর তিনি। ৯ ডিসেম্বর বিকেল ৪টেয় শিশির মঞ্চে আয়োজন করা হয়েছে এই অনুষ্ঠানের। প্রতিবছরই সিনেমার নানা অগ্রগণ্য ব্যক্তিত্ব সত্যজিৎ রায় তথা ভারতীয় সিনেমাকে ঘিরে তাঁদের ভালোবাসা আর প্রত্যাশার কথা জানান এখানে। এবারেও সেই ধারা মেনেই লরেন্স বলবেন ভারতীয় সিনেমাকে ঘিরে তাঁর ভালোবাসার কথা। তাই তাঁর এই আলোচনাটির নাম রাখা হয়েছে, 'সত্যজিৎ, শার্লে , শ্রীধর অ্যান্ড মাই লাভ অ্যাফেয়ার উইথ ইন্ডিয়ান সিনেমা।'

স্কুলে পড়ে গিয়ে আহত ছাত্রী, উদ্ধারকারী শিক্ষককেই উল্টে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: স্কুলের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে আহত হয়েছিল এক ছাত্রী। আহত ছাত্রীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন ওই স্কুলেরই এক শিক্ষক। কিন্তু হাসপাতালে সেই শিক্ষককেই পড়তে হল আহত ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের রোষের মুখে। শিক্ষককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে।

সূত্রের খবর, ওই ছাত্রী মহেশতলার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে বাটানগর শ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দির স্কুলে পড়ে। বুধবার সকালে স্কুল ছুটির পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে পড়ে গিয়ে আহত হয় দ্বিতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রী। পরিবারের লোকজনের অভিযোগ, ওই ছাত্রী আহত হওয়ার পর মিনিট সতেরো কেটে যাওয়ার পরও ওই স্কুলের কেউই তাকে হাসপাতলে নিয়ে যাননি। আর সেই কারণেই সমস্ত রোষ গিয়ে পড়ে ওই স্কুলের শিক্ষক গৌতম পালের ওপরেই।

অন্য দিকে শিক্ষক গৌতম পাল জানান, আহত ওই ছাত্রীকে উদ্ধার করে মহেশতলার পুর হাসপাতালে নিয়ে যান তিনি। এরপর তার পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে

হাসপাতালে যান। অভিযোগ, কিছু না বুঝেশুনেই তাঁকে হাসপাতাল থেকে বাটা মোড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে মারধর করতে থাকেন আহত ছাত্রীর পরিবারের সদস্যরা। এদিকে এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় মহেশতলা থানার পুলিশ। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। এই ঘটনায় প্রহৃত শিক্ষক গৌতমবাবু জানান, 'আমিই কোলে করে হাসপাতালে নিয়ে এলাম। নার্স এল, ডাক্তার এসে চিকিৎসা শুরু করলেন। দুটো পায়ে ম্যাসাজ করতে বলেছিলেন। সেটা করতেই বাড়ির লোক আসে। তারপর এসে কিছু না বুঝেই মারধর করতে থাকেন।' এদিকে আহত ছাত্রীর পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, 'নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ছুটি দিয়ে দিয়েছে। স্কুলে কোনও নিয়মকানুন নেই। পড়ে যাওয়ার অনেকক্ষণ পর বাচ্চাটাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।' তবে এদিনের এই শিক্ষকের ওপর চড়াও হয়ে হেনস্থা ও প্রহারের ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ স্কুলের অন্যান্য শিক্ষকরাও।

সম্পাদকীয়

শিশুশ্রম বন্ধ না হলে এদেশ কখনই সোনার ভারত হবে না

বর্তমানে সরকার শিশুশ্রমকে বন্ধ করার জন্য আইন করে ১৪ বছর বয়সের কম শিশুদের দিয়ে কাজ করানো বেআইনি বলে ঘোষণা করেছে। তাতেও চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ এর তথ্য অনুযায়ী শিশু শ্রমিকদের যে পরিসংখ্যান সামনে এসেছে তা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত লজ্জাজনক। সমগ্র ভারতে ৫-১৮ বছরের প্রতি ১১ জন শিশুর মধ্যে একজন শিশু শ্রমিক। ১৫-১৮ বছরের শিশুদের পাঁচ জনে একজন শ্রমিক। ২০০১-২০১১ সালের মধ্যে শহরের শিশু শ্রমিক বেড়েছে ৫০ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে সেই পরিসংখ্যান আরও ভয়ংকর, প্রায় ৮০ শতাংশ। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে পাঁচ থেকে চোদ্দো বছরের শিশু শ্রমিক ছিল প্রায় সাড়ে ৫ লক্ষ। কিন্তু তবুও আইন লঙ্ঘন করে এই কাজ করে চলেছে অনেকে। যার ফলে নষ্ট হচ্ছে শিশুদের ভবিষ্যৎ। ভেঙে পড়ছে আমাদের জাতির মেরুদণ্ড। আমাদের সকলেরই জানা ভারতবর্ষের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে এই সমস্যার সমাধান করা অত্যন্ত কঠিন একটা কাজ। কিন্তু কোনও কাজই কঠিন হবে না সকলে মিলে একসঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে এবং এই বিষয়ে সচেতন হওয়াটা খুবই জরুরি। কিন্তু আমরা যদি এখন থেকে শিশুশ্রম এর মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে ছোট ঘটনা বলে এড়িয়ে যেতে থাকি তবে ভবিষ্যতে এর জন্য আমাদেরকে বড় মূল্য দিতে হবে। পঙ্গু হয়ে পড়বে আমাদের ভারতবর্ষ। কারণ শিশুরাই হল জাতির ভবিষ্যৎ। সেই ভবিষ্যতকে আমরা যদি ঠিকমতো সুরক্ষা দিতে না পারি তবে ভবিষ্যতে আমাদের জন্য বড় অভিশাপ অপেক্ষা করছে। তাই ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আমাদের উচিত এই জঘন্য ক্রিয়াকলাপ অর্থাৎ শিশু শ্রমিক দিয়ে কাজ করানো বন্ধ করা। তবেই ভবিষ্যতে আমরা সোনার ভারতবর্ষ গড়তে পারব। এখনই করো, শিশুশ্রমের সমাপ্তি এই সংকল্প নিয়েই আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আর যারা শিশুদেরকে দিয়ে শ্রম করানোর চেষ্টা করছে তাদের বুঝতে হবে তাদের ঘরের সন্তান আর যারা শ্রম করছে তারাও এই ভারতবর্ষের সন্তান। আর বুঝতে হবে যতদিন শিশু শ্রমের মত সামাজিক ব্যাধি এই দেশ থেকে ধ্বংস না হচ্ছে ততদিন ভারতবর্ষ কখনওই সোনার ভারতবর্ষ হয়ে গড়ে উঠতে পারবে না।

শাশ্বত কথা

সরলতা ও বিশ্বাস

সরল না হলে ঈশ্বরে চট করে বিশ্বাস হয় না। বিষয় বুদ্ধি থেকে ঈশ্বর অনেক দূর। বিষয়-বুদ্ধি থাকলে নানা সংশয় উপস্থিত হয়, আর নানারকম অহঙ্কার এসে পড়ে-- পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার, ধনের অহঙ্কার, এই সব। সললতা পূর্বজন্মে অনেক তপস্যা না করলে হয় না। কপটতা, পাটোয়ারী-এ সব থাকতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। দেখছ না , ভগবান যেখানে অবতার হয়েছেন, সেইখানেই সরলতা। দশরথ কত সরল। নন্দ-শ্রীকৃষ্ণের বাবা কত সরল। লোকে বলে, আহা কি স্বভাব, ঠিক যেন নন্দ ঘোষ। বিশ্বাস যত বাড়বে, জ্ঞানও তত বাড়বে। যে গরু বেছে বেছে খায় সে ছিড়িক ছিড়িক করে দুধ দেয়। আর যে গরু শাক-পাতা, খোসা, ভুষি, যা দাও, গব্ গব্ করে খায়,সে গরু হুড় হুড় করে দুধ দেয়। বালকের মতো বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।

— শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

জন্মদিন

আজকের দিন

শঙ্কর

১৯৩১ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ এম ওয়াই ঘোড়পাড়ের জন্মদিন।*
১৯৩৩ *বিশিষ্ট সাহিত্যিক শঙ্করের জন্মদিন।*
১৯৫৪ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অর্জুন রাম মেঘাওয়ালের জন্মদিন।*

চন্দ্রজয়ের পর মিশন সূর্যের আরও কাছে আদিত্য এল-১

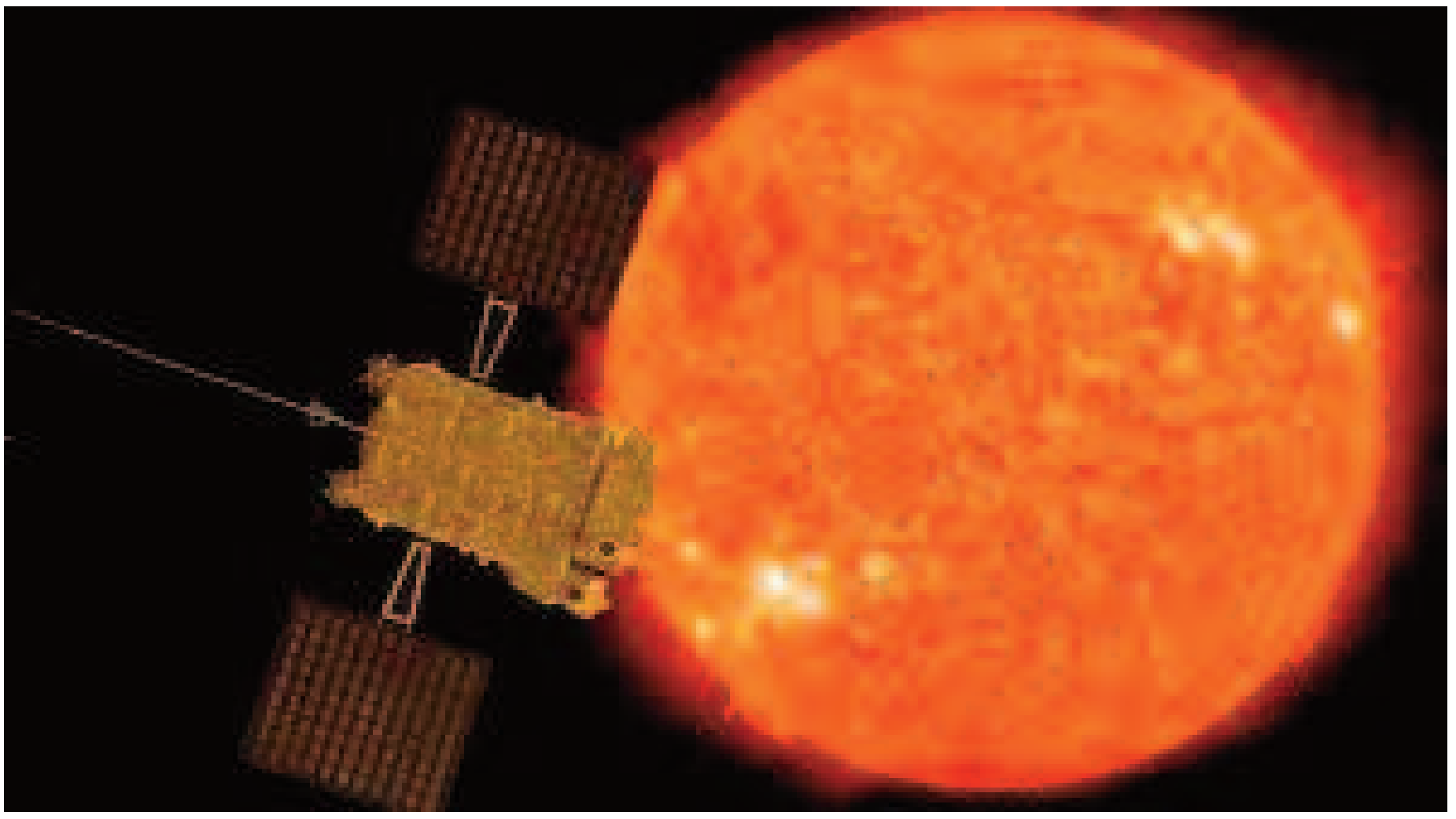

প্রদীপ মারিক

বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের প্রচেষ্টায় ১৯৬২ সালে পরমাণু শক্তি বিভাগের (ডিএই) ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (ইনকোসপার) প্রতিষ্ঠা করেন। ডিএই-এর মধ্যে ইনকোসপার বিকশিত হয়ে ১৯৬৯ সালে ইসরো হয়ে ওঠে। ইসরো ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট তৈরি করে, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৯ই এপ্রিল উৎক্ষেপণ করা হয়। ইসরো পৃথিবীর প্রথম মহাকাশ সংস্থা হিসাবে চাঁদে জলের অস্তিত্ব খুঁজে পায় এবং প্রথম প্রচেষ্টায় মঙ্গলের কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম রিমোট-সেন্সিং কৃত্রিম উপগ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জ এবং গগন ও নাবিক নামে দুটি কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক দিকনির্ণয় ব্যবস্থা পরিচালনা করে। ইসরো ১৯৬৩ সালের ২১ নভেম্বর কেরালার তিরুবনন্তপুরমের কাছে থুম্বা থেকে প্রথম সাউন্ডিং রকেটের উৎক্ষেপণ করে। ১৯৭৯ সালের ১০ অগাস্ট পাঠানো হয় অ্যাপল স্যাটেলাইট। ১৯৮৪ সালে ইসরো আর রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থার যুগ্ম অভিযান হয়। রাকেশ শর্মা ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হিসাবে মহাশূন্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। রাশিয়ার অন্যান্য মহাকাশচারীর সঙ্গে মোট ৭ দিন ২১ ঘন্টা ৪০ মিনিট তিনি মহাকাশে কাটিয়েছেন। চন্দ্রযান-১- অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে 'পি.এস.এল.ভি-সি১১' রকেট ব্যবহার করে ২০০৮ সালের ২২ অক্টোবর প্রথমবার চাঁদের উদ্দেশে রওনা দেয়। ২০১৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একসঙ্গে ১০৪টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে ইসরো। চন্দ্রযান ২-এর ল্যান্ডারের নামও ছিল 'বিক্রম'। বিজ্ঞানী ড বিক্রম আম্বালাল সারাভাই-কে সম্মান জানিয়ে এই ল্যান্ডারের নাম রাখা হয়েছে 'বিক্রম'।

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে তার মুখ নিঃসৃত বাণী শ্রীমৎ ভাগবত গীতায় বললেন কাজ করে যাও ফলের আশা করো না। সেই ধর্ম পালনের উচ্চাভিলাষ নিয়ে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের মায়া পুরোপুরি কাটিয়ে সূর্যের পথে আদিত্য এল-১ সূর্যযান। ২০২৪ এর জানুয়ারি মাসের প্রথম কিংবা দ্বিতীয় সপ্তাহে পৃথিবী থেকে ১৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে এল-১ পয়েন্টে পৌঁছবে আদিত্য এল-১। ইসরোর অন্যান্য স্টেশন থেকেও সৌরযান আদিত্য-এল ১-কে পর্যবেক্ষণ করছেন বিজ্ঞানীরা। ভারতের পক্ষে এবং ইসরোর পক্ষেও এই আদিত্য-এল১ মিশন এক দারুণ সাফল্য। একটা মাইলস্টোন, একটা ইতিহাস সৃষ্টিকারী মিশন। ইসরো এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পৃথিবীর আকর্ষণ-বলয়ের আওতা পেরিয়ে সুদূর মহাশূন্যে সফল ভাবে মহাকাশযান পাঠাতে সক্ষম হল। এর আগে মঙ্গল-অভিযানে তা করে দেখিয়েছিল ইসরো। সূর্যের আলোকরশ্মি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছে ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর তৈরি আদিত্য-এল১। দূর থেকেই মাপছে সৌরবায়ুর গতিপ্রকৃতি।

সৌরযানের মধ্যে আরও একটি যন্ত্রকে সক্রিয় করেছে ইসরো। তার মাধ্যমেই সৌরবায়ু পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ইসরো আদিত্য সোলার উইন্ড পার্টিকেল এক্সপেরিমেন্ট পেলোডের মধ্যে সোলার উইন্ড আয়ন স্পেকটোমিটার (এসডব্লিউআইএস) নামক যন্ত্রটি সক্রিয় করেছে। সৌরবায়ুর মধ্যেকার প্রোটন এবং আলফা কণা শক্তির তারতম্য পরীক্ষা করেছে যন্ত্রটি। মহাকাশ গবেষণার এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চলেছে ইসরো। চন্দ্রযান-৩ এক বিশাল সাফল্য। বিজ্ঞানীরা কেবল নয় একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসী অপার কৌতূহল নিয়ে অপেক্ষায় ছিল কবে চাঁদ স্পর্শ করবে চন্দ্রযান-৩ এর মধ্যে থাকা বিক্রম। প্রত্যেক কাছেই যে সফল হতে হবে সে কথা একেবারেই বলা যায় না। কিন্তু কাজ যে করে যেতে হবে। চন্দ্রযান-২ যখন শেষ মুহূর্তে তার কাজে সফলতা পেল না তখন ইসরোর দপ্তরের বিজ্ঞানীরা মুষড়ে পড়েছিলেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি তার ছাপান্ন ইঞ্চি বুকের ছাতি দিয়ে যেমন ভাবে দেশকে আগলে রাখেন ঠিক তেমন ভাবে আগলে রাখলেন ইসরোর চেয়ারম্যান কে সিভানকে। ইসরোর তদানীন্তন চেয়ারম্যান কে আলিঙ্গন করে মুষ্টি বদ্ধ হাত নিয়ে বললেন আব দূর নেহি হ্যায়। বিজ্ঞানীদের আবার নতুন উদ্যমে কাজ করতে বললেন, অতীত বিশ্লেষণ করেই ভুল ত্রুটি দূর করে সফলতা আসবেই। নরেন্দ্র মোদির মনের জোর ছিল, তিনি জানতেন চাঁদের কাছে আসা গেছে আজ না হোক কাল সেই সফলতা আসবেই। কে সিভান বললেন, 'প্রধানমন্ত্রী নিজে আমায় সান্তনা দিয়েছেন, এটা বড় স্বস্তি, তিনি সত্যি দেশের নেতার কাজ করেছেন।' ২০১৯ সালের পর ২০২৩ 'চন্দ্রযান-৩' উৎক্ষেপণের আগেই ইসরোকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বললেন, 'ভারতের মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে ১৪ জুলাই দিনটি ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমাদের তৃতীয় মুন মিশন, চন্দ্রযান-৩ এদিন থেকেই তার ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করবে চাঁদের উদ্দেশে দেশবাসীর স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্খা সঙ্গে নিয়ে'। চন্দ্রযান-৩-এর বাজেট ছিল মাত্র ৬১৫ কোটি টাকা কিন্তু মনের জোর ছিল পুরো ১৪০ কোটি ভারতীয়র। চলতি বছর ১৪ জুলাই সেই লড়াইয়ের মূল পর্ব শুরু হয়

সেইদিন ঠিক দুপুর ২টো ৩৫ মিনিট ইতিহাস গড়ার লক্ষ্যে পারি দিল চন্দ্রযান-৩। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান স্পেস সেন্টারের লঞ্চিং প্যাড থেকে চাঁদের উদ্দেশে উড়ে গিয়েছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর এই মহাকাশযান। চাঁদের দক্ষিণ মেরু অঞ্চলটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের জন্য আগ্রহ রাখে কারণ সেখানে প্রচুর পরিমানে বরফ দেখতে পেয়েছিল বিজ্ঞানীরা। ইসরোর প্রাপ্তন ডিরেক্টর প্রমোদ কালের মতে চাঁদের দক্ষিণ মেরুর তাপমাত্রা মাইনাস ২৩০ ডিগ্রিতে নেমে যায়। তীব্র শীতে দক্ষিণ মেরুর চন্দ্রযান চালানো সম্ভব নয়। এই জন্যই চন্দ্রযান অভিযানের জন্য সূর্যালোককেই বেছে নেয় বিজ্ঞানীরা। পাহাড়ী ভূখণ্ড এবং অপ্রত্যাশিত আলোক পরিস্থিতি শুধুমাত্র বরফকে গলে যাওয়া থেকে রক্ষা করে না, বরং সেখানে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অবতরণ একটি চ্যালেঞ্জিং উদ্যোগও করে তোলে। এই বরফটিতে কঠিন-রাজ্যের যৌগ থাকতে পারে যা সাধারণত চাঁদের অন্য কোথাও উষ্ণ পরিস্থিতিতে গলে যায়, যৌগ যা চন্দ্র, পৃথিবী এবং সৌরজগতের ইতিহাসের অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে। বরফকে পানীয় জলের উৎস হিসেবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ইসরোর চেয়ারপার্সন এস সোমানাথ, মিশন ডিরেক্টর এস মোহনকুমার, সহযোগী মিশন পরিচালক জি. নারায়ণন, প্রকল্প পরিচালক পি. ভিরামুথুভেল এবং সঙ্গে কয়েক হাজার বিজ্ঞানী চন্দ্রযান-৩ এর সফলতার জন্য নিরলস পরিশ্রম করে গিয়েছেন। দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটল অবশেষে। পূর্ব ঘোষণা মতোই ২৩ শে আগস্ট সন্ধ্যে ৬ টা ৪ মিনিটে চন্দ্রপৃষ্ঠে সফল অবতরণ করলো চন্দ্রযান-৩ মহাকাশযানের ল্যান্ডার 'বিক্রম'। আর তার হাত ধরেই মহাকাশ গবেষণার জগতে নতুন যুগের সূচনা হল। চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছনো প্রথম দেশ হিসেবেই নয়, পালকের মতো চাঁদের মাটি ছোঁয়া চতুর্থ দেশ হিসেবেও ইতিহাসে নাম উঠল ভারতের। চন্দ্রযান-৩ যখন চন্দ্রপৃষ্ঠ স্পর্শ করল, তখন জোহানেসবার্গ থেকে ভার্চুয়ালি উপস্থিত থেকে পুরো ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইসরোর সদর দফতরে বসে থাকা বিজ্ঞানীদের সাথে এবং সেই সঙ্গে ১৪০ কোটি ভারতবাসীর সঙ্গে তিনিও এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন। চন্দ্রযান-৩ এর সাফল্যের জন্য বিজ্ঞানীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে মোদি বললেন, ২৩ শে আগস্ট ২০২৩ ভারতকে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে নিয়ে গেল, ব্যর্থতা থেকেই শিক্ষা নিয়ে কি ভাবে জয়ী হওয়া যায় তার শিক্ষা দিল এই অভিযান। তার বিশ্বাস ভারতবর্ষের আগামী প্রজন্ম চাঁদে পর্যটনের স্বপ্ন দেখাবে। দূরের চাঁদমামা 'ট্যুরে'র চাঁদমামা হবে। চন্দ্রযান-৩ এর সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী এবং ১৪০ কোটি ভারতবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বললেন, 'আমরা ভারতবাসী পৃথিবীকে মা বলি আর চাঁদকে বলি মামা। ভারতের শিশুদের মায়েরা এত দিন বলে এসেছে, 'চন্দামামা দূর কি হ্যায়'।

আমার বিশ্বাস খুব শিগগিরই ভারতের আগামী প্রজন্মের শিশুরা বলবে 'চন্দামামা ট্যুর কি হ্যায়'। এর পর সূর্যের দিকে আদিত্য এল ওয়ান মিশন লঞ্চ করবে ইসরো। আমাদের পরবর্তী লক্ষ্য রয়েছে শুক্রগ্রহ, আর রয়েছে গগনযান যার মাধ্যমে ভারত প্রথমবার মহাকাশে অভিযাত্রী পাঠাবে।' চন্দ্রযানের এই সাফল্যই ভারতকে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। ২০০২ পর্যন্ত ইসরোর অন্যান্য মহাকাশ সংস্থার মতো কোন দাপ্তরিক লোগো ছিল না। গৃহীত লোগোটি একটি কমলা রঙের এয়ারো শুটিং দিয়ে গঠিত, যা উপরের দিকে দুটি নীল রঙের কৃত্রিম উপগ্রহের প্যানেলের সাথে সংযুক্ত রয়েছে, যাতে ইসরোর নাম দুটি ভাষায় লেখা আছে। একটি বাম দিকে দেবনাগরীতে কমলা রঙে এবং অন্যটি প্রাকৃত হরফে নীল রঙে ইংরেজিতে।

বিজ্ঞানী বিক্রম সারাভাইয়ের প্রচেষ্টায় ১৯৬২ সালে পরমাণু শক্তি বিভাগের (ডিএই) ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ (ইনকোসপার) প্রতিষ্ঠা করেন। ডিএই-এর মধ্যে ইনকোসপার বিকশিত হয়ে ১৯৬৯ সালে ইসরো হয়ে ওঠে। ইসরো ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ আর্যভট্ট তৈরি করে, যা সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৯ই এপ্রিল উৎক্ষেপণ করা হয়। ইসরো পৃথিবীর প্রথম মহাকাশ সংস্থা হিসাবে চাঁদে জলের অস্তিত্ব খুঁজে পায় এবং প্রথম প্রচেষ্টায় মঙ্গলের কক্ষপথে একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে। এটি বিশ্বের বৃহত্তম রিমোট-সেন্সিং কৃত্রিম উপগ্রহের নক্ষত্রপুঞ্জ এবং গগন ও নাবিক নামে দুটি কৃত্রিম উপগ্রহভিত্তিক দিকনির্ণয় ব্যবস্থা পরিচালনা করে। ইসরো ১৯৬৩ সালের ২১ নভেম্বর কেরালার তিরুবনন্তপুরমের কাছে থুম্বা থেকে প্রথম সাউন্ডিং রকেটের উৎক্ষেপণ করে।

১৯৭৯ সালের ১০ অগাস্ট পাঠানো হয় অ্যাপল স্যাটেলাইট। ১৯৮৪ সালে ইসরো আর রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থার যুগ্ম অভিযান হয়। রাকেশ শর্মা ভারতের প্রথম মহাকাশচারী হিসাবে মহাশূন্যের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন। রাশিয়ার অন্যান্য মহাকাশচারীর সঙ্গে মোট ৭ দিন ২১ ঘন্টা ৪০ মিনিট তিনি মহাকাশে কাটিয়েছেন। চন্দ্রযান-১- অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে 'পি.এস.এল.ভি-সি১১' রকেট ব্যবহার করে ২০০৮ সালের ২২ অক্টোবর প্রথমবার চাঁদের উদ্দেশে রওনা দেয়। ২০১৭ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একসঙ্গে ১০৪টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে ইসরো। চন্দ্রযান ২-এর ল্যান্ডারের নামও ছিল 'বিক্রম'। বিজ্ঞানী ড বিক্রম আম্বালাল সারাভাই-কে সম্মান জানিয়ে এই ল্যান্ডারের নাম রাখা হয়েছে 'বিক্রম'।

ভারতের মহাকাশ গবেষণায় একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তিনি। বিক্রম যে অজেয় তার প্রমান দিয়েছে চন্দ্রযান-৩। পাখির পালকের মত চাঁদকে স্পর্শ করেই বিক্রমের মধ্যে থাকা ছয় চাকার ২৬ কিলোগ্রামের প্রজ্ঞান রোভারের চাকা গড়াতে থাকে। রোভার প্রজ্ঞানের মধ্যে রয়েছে একাধিক বৈদ্যুতিন যন্ত্রপাতি। চাঁদের দক্ষিণ মেরুর অনেক কিছুই এখনও মানুষের অজানা। সেই দিকগুলি নিয়েই খোঁজ শুরু করবে রোভার প্রজ্ঞান। কোন কোন উপাদান দিয়ে চাঁদের মাটি তৈরি, চাঁদের মাটিতে বরফের উপস্থিতি খতিয়ে দেখে পৃথিবীতে তথ্য পাঠাবে প্রজ্ঞান। দক্ষিণ আফ্রিকা এবং গ্রিস সফর শেষ করে বেঙ্গালুরুর হ্যাল বিমানবন্দরে নেমে জয় বিজ্ঞান-জয় অনুসন্ধান স্লোগান দিলেন প্রধানমন্ত্রী।

সেখান থেকে সরাসরি ভারতীয় গবেষণা সংস্থা ইসরোর দফতরে পৌঁছন নরেন্দ্র মোদি। ইসরোর প্রধান এস সোমনাথ কে সঙ্গে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন ভারতবর্ষ মহাকাশে বিপ্লব ঘটাবে। আর সেদিকে তাকিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারও স্পেস সেন্টার রিফর্ম করছে। আগামীদিনে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি প্রশাসনিক কাজে কি ভাবে প্রযুক্তিকে আরও বেশি ব্যবহার করা যায় সেই কথা জানান প্রধানমন্ত্রী। ২৩ শে আগস্টকে 'নাস্যানাল স্পেস ডে' হিসাবে পালন করা এবং একই সঙ্গে চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডিং পয়েন্টের নাম 'শিবশক্তি' চন্দ্রযান-২ এর পয়েন্টকে 'তিরাঙ্গা' নাম দেন। ভারতের বিজ্ঞান প্রযুক্তি এবং দেশের ঐক্যের জয় চন্দ্রাভিযান-৩. এবার সূর্যের আরো কাছে আদিত্য এল-১।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পুরনো বিবাদের বদলা নিতে পঞ্চায়েত প্রধানের সই জাল করার অভিযোগ

গ্রেপ্তার ১ সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের প্যাড, শীল, স্বাক্ষর জাল করার অভিযোগে পুরাতন মালদার এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছে, সহকর্মী চার বন্ধুর সঙ্গে পুরনো বিবাদের বদলা নিতেই এই অপকর্ম ঘটিয়েছিল অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার বিমল সরকার। তার বাড়ি পুরাতন মালদা থানার ভাবুক গ্রামে। মঙ্গলবার রাতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তারের পর বুধবার দুপুরে ধৃতকে মালদা আদালতে পেশ করেছে পুরাতন মালদা থানার পুলিশ। পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১ ডিসেম্বর অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ার বিমল সরকার ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের প্যাড, শীল, স্বাক্ষর জাল করে একটি চিঠি লিখে সুপার প্রদীপ কুমার যাদবের কাছে জমা দেয়। সেই চিঠিতে

উল্লেখ করা হয়েছিল, পুরাতন মালদা থানার কর্মরত চারজন ভিলেজ পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ারের মদতে ভাবুক গ্রামে বেআইনি জুয়া এবং মদের কারবার চলছে।

পুলিশ সূত্রে আরো জানা গিয়েছে, পুলিশ সুপারের অফিস থেকে এই চিঠি পাওয়ার পর সরাসরি পুরাতন মালদা থানায় সেটি ফরওয়ার্ড করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর পুরাতন মালদা থানার কর্মরত পুলিশ আধিকারিকেরা ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রভুনাথ দুবেকে ডেকে পাঠান। এরপর পুলিশের মুখ থেকে সমস্ত ঘটনার কথা শুনে রীতিমতো হতবাক হয়ে যান সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান।

ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান প্রভুনাথ দুবে বলেন, পুলিশ আমাকে বলে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের প্যাডে আমি নাকি এলাকায় বেআইনি মদ, জুয়ার কারবারের বিরুদ্ধে চারজন সিভিক এবং ভিলেজ পুলিশের জড়িত রয়েছে এরকম একটি অভিযোগ পত্র পুলিশ সুপারকে জানিয়েছি। কিন্তু আমার গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এরকম কোনও কারবার চলে না। এছাড়াও আমার প্যাড, শীল স্বাক্ষরের সঙ্গে হুবহু মিল থাকলেও আমার দেওয়া এই চিঠি নয়। এটা সম্পূর্ণভাবে জাল করা হয়েছে। এরপরে পঞ্চায়েত প্রধান তার স্বাক্ষর পঞ্চায়েত অফিসের প্যাড এবং শীল জাল করার একটি নতুন করে অভিযোগ দায়ের করেন। এরপরে পুলিশ তদন্ত শুরু করে।

পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত শুরু হতেই ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতে কর্মরত পুরাতন মালদা থানার অধীনস্থ কয়েকজন সিভিক ভলান্টিয়ার এবং ভিলেজ পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই আসল তথ্য বেরিয়ে আসে। পুলিশ জানতে পারে, এই ঘটনার মূল কান্ডারী হচ্ছে সংশ্লিষ্ট থানারই সিভিক ভলান্টিয়ার বিমল সরকার। এরপরই অভিযুক্ত সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিগত দিনে ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতে ভিলেজ পুলিশ হিসাবে একজন কর্মরত ছিলেন। তিনি শিক্ষকের চাকরি পেয়ে যাওয়ার পর বিমল সরকারকে সিভিক ভলান্টিয়ার থেকে ভাবুক গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিলেজ পুলিশের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এরপর নতুন করে অভিযুক্তের এক সহকর্মীকে ভিলেজ পুলিশের দায়িত্ব দিতেই গোলমালের সূত্রপাত হয়। অভিযুক্ত বিমল সরকার মনে করে পরিকল্পনা করে তার চার সহকর্মী ভাবুক গ্রামের ভিলেজ পুলিশ থেকে সরিয়ে তাকে পুরাতন মালদা সিভিক ভলান্টিয়ার করিয়েছে। এ নিয়ে শুরু হয় শত্রুতা। সেই পুরনো ৪ সহকর্মীকে ফাঁসানোর পরিকল্পনা নিয়েছে অভিযুক্ত বিমল সরকার সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের প্যাড, সই, স্বাক্ষর, শীল করে পুলিশ সুপারের কাছে বেআইনি কারবারের বিষয়ে চিঠি লিখে জানান। তার কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ এবং প্রিন্টার উদ্ধার হয়েছে। এদিন তাকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। চারজন সহকর্মীর সঙ্গে পুরনো শত্রুতার জেরেই বদলা নিতেই এই অপকর্ম ঘটিয়েছিল ধৃত বিমল সরকার। তবে এই ঘটনার পিছনে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কিনা সে ব্যাপারে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বচসার রেশ ধরে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ, উত্তেজনা খানাকুল জুড়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: আবারো পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল একদল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির খানাকুলের সুলট এলাকায়। মৃত ব্যক্তির নাম মকবুল রহমান মল্লিক। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার দুই। ধৃতরা হলেন গৌর প্রামানিক ও সবিতা প্রামানিক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, একটি কালভার্টের ওপর একটি ইঞ্জিন ভ্যান রাখার ফলে চাষিদের ফসল নিয়ে যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছিল। চাষিরা ইঞ্জিনভ্যানের মালিককে গাড়ি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা বলতেই বচসা শুরু হয়। সেই বচসা থেকে মারপিটের ঘটনা ঘটে। তারপর স্থানীয় প্রশাসন বিষয়টির সমস্যার সমাধান করে। কিন্তু বুধবার সকালে মকবুল রহমান মল্লিক মাঠে কাজ করছিলেন। সেই সময় বেশ কিছু দুষ্কৃতী ওই ঘটনার

রেশ ধরে তাকে তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। তারপর বেধড়ক মারধর করে। মকবুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত্যুর খবর এলাকায় পৌঁছতেই ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয় গ্রামবাসী। এই বিষয়ে মৃতের ভাইপো মনোজ মল্লিক বলেন, কাকা সকালে ধান কাটতে গিয়েছিল। পরে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে পিটিয়ে মারা হয়। সবাই দাঁড়িয়ে দেখেছে। এর বিচার চাই। অপরদিকে মিসবাউল মল্লিক বলেন, থানায় বসে বিষয়টি মিটে গিয়েছিল। এদিন সকালে ধান কাটতে গিয়েছিল। ১০-১২ জন মিলে মারধর করে। পুলিশকে ফোন করার পর মকবুলকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তি চাইছি। অন্যদিকে মৃতের মেয়ে জানায়, বাবা সকালে ভালো ছিলেন। মাঠে কাজে গিয়েছিলেন। কিন্তু বাবাকে পিটিয়ে মারা হয়।

সর্বমিলিয়ে পিটিয়ে মারার এই ঘটনায় ব্যাপক চাপা উত্তেজনা এলাকায় রয়েছে। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, পুরো বিষয়টা নিয়ে তদন্ত করা হবে। এখন দেখার আর কে কে পুলিশের জালে ধরা পড়ে।

মাধ্যমিক সেন্টার বাতিলের প্রতিবাদে বিক্ষোভে শিক্ষিকারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষা সেন্টার বাতিল করে দেওয়ায় প্রতিবাদে বুধবার বর্ধমানের গুডসেড রোডে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অফিসে গিয়ে পর্ষদের অফিসার ইনচার্জ সুভাষচন্দ্র মেটেকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখালেন বর্ধমান সাধুমতী বালিকা শিক্ষা সদনের শিক্ষিকারা। স্কুল থেকে কী কারণে মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার বাতিল করা হল, তার সদুত্তর না পাওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চালিয়ে যাবেন বলে জানান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দ্বিপান্তিতা রায়।

তিনি বলেন, 'আমাদের স্কুলে ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টার হচ্ছে এবং এটি সংসদ ভবনের খুব কাছে রয়েছে। এছাড়া স্কুলে সরকারি প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষার সেন্টারও এখানে হয়।' এই রকম স্কুলে সেন্টার বাতিল হওয়ার পিছনে বড় চক্রান্ত রয়েছে বলে দাবি তাঁর। প্রধান শিক্ষিকার অভিযোগ, 'কোনও রকম কারণ না দেখিয়ে আমাদের স্কুল থেকে হঠাৎ মাধ্যমিক পরীক্ষার সেন্টারটি বাতিল করে দেওয়ায় হয়। এত বছর পুরাতন স্কুল থেকে কেন সেন্টার তুলে নেওয়া হল তা জানতেই জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে আসা। সংসদের রিজিওন্যাল অফিসারের কাছে এই বিষয়ে জানতে গেলে তিনি অনুপস্থিত থাকায় কোনও সদুত্তর পাওয়া যায়নি।' প্রধান শিক্ষিকা দ্বিপান্তিতা দেবীর আরও দাবি, 'যেখানে অনেক স্কুল মাধ্যমিক সেন্টার নিতে অস্বীকার করছে, সেখানে দাঁড়িয়ে বর্ধমান সাধুমতী বালিকা শিক্ষা সদন সেন্টার নিতে চাইছে কিন্তু কোনও কারণে তা সংসদের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে না।'

অবাধে নাড়া পোড়ানোর দাবি, প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: জমিতে নাড়া পোড়াতে গিয়ে ধোঁয়ায় আচমকাই অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন, পরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান। আগুনে ঝলসেই মৃত্যু হয় তাঁর। হুগলির এই ঘটনায় রীতিমতো আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন চাষিরা। অভিযোগ, চাষির মৃত্যুর পরেও টনক নড়েনি প্রশাসনের। হুগলির একাধিক ব্লকে কৃষি জমিতে অবাধে চলছে নাড়া পোড়ানো। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক উদাসীনতার অভিযোগ ওঠে।

অভিযোগ, হুগলির তারকেশ্বর, হরিপাল জাঙ্গীপাড়া সহ একাধিক ব্লকে কৃষি জমিতে দিনরাত দাউ দাউ করে জ্বলছে আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢাকছে আকাশ, বাতাসে মিশছে বিষ। প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেই জমিতে অবাধে নাড়া পোড়াচ্ছেন কৃষকরা। বাতাসে দূষণ বাড়ার পাশাপাশি জমির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে জেনেও উদাসীন ভাবে এই কাজ করছেন কৃষকদের একাংশ। গত আট দশ বছর ধরে ধীরে ধীরে জমিতে নাড়া পোড়ানোর প্রবণতা অনেকটাই বেড়েছে কৃষকদের মধ্যে। কারণ হিসেবে উঠে আসছে কৃষি জমিতে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার।

মূলত চাষের অতিরিক্ত খরচ বাঁচাতে এবং শ্রমিক সঙ্কট দূর করতে কৃষি জমিতে আধুনিক যন্ত্রের প্রয়োগ বাড়ছে দিন দিন। ধান চাষের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। ধান কাটা ও ঝাড়াইয়ের জন্য আধুনিক যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে হুগলি জেলা সহ এরাজ্যে। জমিতেই ধান ঝাড়ার পর তা সংগ্রহ করে গোলায় তুললেও খরকুটো এবং জমিতে থাকা ধানের গোড়া পরে থাকছে তা অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট করার জন্য জমিতেই আগুনে লাগাচ্ছেন কৃষকরা। কৃষি জমিতে আধুনিক যন্ত্রের ব্যবহার এক দিকে কৃষকদের উপকারি হলেও অপর দিকে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে পরিবেশ ও জমির।

যদিও জমিতে পরে থাকা খড়কুটো বা নাড়া কে ব্যবহার করে জৈব সার তৈরি করা যায় বলে মত কৃষি বিশেষজ্ঞদের, অভিযোগ প্রশাসনের তরফ থেকে এরকম কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি এখ নও। যদিও হুগলির জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধারার দাবি, নাড়া পোড়ানোর কারণে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে এ নিয়ে চাষিদের যথেষ্ট সচেতন করা হয়েছে। সচেতনার কারণে আগের থেকে অনেকটাই নাড়া পোড়ানো কম হয়েছে। চাষিদের আরও বেশি সচেতন করা হচ্ছে।

'প্রিন্সিপাল চোর', পোস্টারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: 'প্রিন্সিপাল চোর'। এহেন পোস্টার ঘিরে উত্তাল বুধবার বর্ধমানের মেমারি। পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি থানার অন্তর্গত মেমারি কলেজের প্রিন্সিপাল দেবাশিস চক্রবর্তীর চোর এমনই পোস্টার রয়েছে দেওয়ালে। অভিযোগ, মেমারি উৎসবের জন্য পুরসভার কাছ থেকে মাঠ দেওয়ার জন্য দেড় লক্ষ টাকা দাবি করেছেন প্রিন্সিপাল দেবাশিস চক্রবর্তী। পোস্টারের নীচে লেখা মেমারিবাসী। পোস্টারে আরও লেখা, প্রিন্সিপাল দেবাশিস চক্রবর্তী নাকি পার্থ চট্টোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ তার কারণে তাঁর মেয়ে ও জামাইকে স্বাস্থ্য দপ্তরের চাকরি দেওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনায় সিবিআই তদন্তের দাবি করা হয়েছে ওই পোস্টারে। পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য মেমারি এলাকায়।

গোটা ঘটনার কথা স্বীকার করেছেন মেমারি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সামন্ত। তিনি দাবি করেন, গতবারও হেনস্থা করা হয়েছিল এবং ৬০০০০ টাকা দাবি করা হয়েছিল। এবছর আবার দেড় লক্ষ টাকা দাবি করা হচ্ছে। প্রিন্সিপাল তৃণমূল পরিচালিত মেমারি পুরসভাকে কী করে অপদস্ত করা হয় তার চক্রান্ত করছেন। এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিধায়কের কাছে অনুরোধ করা হয়েছে। যদিও ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ খুলতে চাননি

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **মেসার্স গ্রিন মার্ক সিকিউরিটিজ প্রা লি,** এক নন-ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানির নামে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক ইস্যুকৃত মূল রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট নং **০৫.০২২৯২** অগ্নিকাণ্ডের ফলে বিনষ্ট হয়েছে। কোম্পানির মূল সার্টিফিকেটের সঙ্গে কোম্পানির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ নথি সংশ্লিষ্ট অগ্নিকাণ্ডে বিনষ্ট হয়েছে।

গ্রিন মার্ক সিকিউরিটিজ প্রা লি এর পক্ষে
৪ সিনাগগ স্ট্রিট, ৭ম তল,
কলকাতা- ৭০০০০১
স্থান : কলকাতা স্বা/-
তারিখ : ০৬.১২.২০২৩ ডিরেক্টর

বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ পৌরসভা নিজেদেরকে সার্বিকভাবে স্বচ্ছ ও মুক্ত মলত্যাগ এবং উন্মুক্ত মূত্রত্যাগ মুক্ত (ODF+) পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করতে চলেছে এবং এই বিষয়ে **২১-১১-২০২৩** Board Of Councillors দ্বারা একটি প্রাথমিক রেজোলিউশন পাস করা হয়েছে। আমরা মুর্শিদাবাদ পৌরসভার পক্ষ থেকে সবদিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চলেছি যে মুর্শিদাবাদ পৌরসভা সার্বিকভাবে স্বচ্ছ ও মুক্ত মলত্যাগ এবং উন্মুক্ত মূত্রত্যাগ মুক্ত (ODF+) পৌরসভা। এই মর্মে কারোর যদি কোনো অভিযোগ/আপত্তি থাকে তাহলে অবশ্যই আগামী **০৭.১২.২০২৩ হতে ২২.১২.২০২৩** (ইংরেজি) মধ্যে পৌরসভার প্রধান কার্যালয়ে অভিযোগ নথিভুক্ত করবেন। ১৫ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত অভিযোগ সমাধান করার পরে পৌরসভার Board Of Councillors অবশেষে নিজেকে ODF+ পৌরসভা হিসেবে ঘোষণা করার চূড়ান্ত Resolution গ্রহণ করবে। Board Of Councillors জল সরবাহ পরিষেবা, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনা (নিষ্কাশন ও স্যানিটেশন) এবং বর্ষার জল নিষ্কাশন সংক্রান্ত পরিষেবা স্তরের মানদণ্ড গ্রহণ করেছে।

স্বাক্ষর/-
পৌরপ্রধান, মুর্শিদাবাদ পৌরসভা

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, নিউ দিল্লি বেঞ্চ সমীপে
ফর্ম নং এনসিএলটি ৩এ
আবেদন বিস্তারিত বিজ্ঞাপন
[২০১৬ সালের ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল রুলসের রুল ৩৫ অধীনে]
কোম্পানি আবেদন নং CP/CAA/72/ND/2023
সংযুক্ত
স্থানান্তর আবেদন নং 41/ND/2022
কোম্পানি আবেদন নং CA/CAA/44/KB/2022
সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত কোম্পানিগুলির দ্বারা এবং সহিত সংযুক্তি প্রকল্প সম্পর্কিত

জয়ন্ত ফ্যানজেন লাইটিং ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড
CIN U31500WB2005PTC106390
প্যান AABCJ6752E
১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত সংস্থা, ডেসটিনি টাওয়ার, ফ্ল্যাট নং ২এফ, ৩য় তল, তেঘোরিয়া, ২৩ চিনার পার্ক, রাজারহাট গোপালপুর পরগণা উত্তর, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১৩৬
....হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ১/ আবেদনকারী কোম্পানি নং ১
এবং
আস্থা নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড
CIN U70200WB2009PTC136252
প্যান AAHCA9558P
১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত সংস্থা, কোয়ার্টার : এ৪/১, পো. বার্নপুর, থানা - হীরাপুর, বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩৩২৫
....হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং ২/ আবেদনকারী কোম্পানি নং ২
এবং
ভিক্টরি ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড
CIN U74900WB2009PTC136753
প্যান AADCV3029N
১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত সংস্থা, ফ্ল্যাট নং এ-৬, ৪র্থ তল, ৪৭০, পূর্বাচল মেইন রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৭৮
হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং. ৩/ আবেদনকারী কোম্পানি নং ৩
সহিত
ইউটিসি ইনফ্রাডেভেলপারস প্রাইভেট লিমিটেড
CIN U70101DL2011PTC212518
প্যান AAHCP0101D
১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিবন্ধিত সংস্থা, এফ-১০৯৮ বেসমেন্ট, চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লি-১১০০১৯
...অধিগ্রহণকারী কোম্পানি/ আবেদনকারী কোম্পানি নং ৪

আবেদন বিজ্ঞপ্তি

২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২৩০-২৩২ ধারা সংস্থান অধীনে জয়ন্ত ফ্যানজেন লাইটিং ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড (হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং.১/ আবেদনকারী কোম্পানি নং ১), আস্থা নির্মাণ প্রাইভেট লিমিটেড (হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং.২/ আবেদনকারী কোম্পানি নং ২), ভিক্টরি ট্রেডকম প্রাইভেট লিমিটেড (হস্তান্তরকারী কোম্পানি নং.৩/ আবেদনকারী কোম্পানি নং ৩) সহিত ইউটিসি ইনফ্রাডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড (অধিগ্রহণকারী কোম্পানি/ আবেদনকারী কোম্পানি নং ৪) সংযুক্তি প্রকল্প **২১.১১.২০২৩** তারিখে পেশ করা হয় এবং উক্ত আবেদনটি ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল নিউ দিল্লি বেঞ্চ সমীপে **০৯.০১.২০২৪** তারিখে শুনানির জন্য নির্ধারিত হয়।
উল্লিখিত পিটিশন/আবেদন/রেফারেন্সের সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক যেকোন ব্যক্তি আবেদনকারীর উকিলকে, তার উদ্দেশ্যে নোটিশ, তার বা তার উকিল দ্বারা স্বাক্ষরিত, তার নাম এবং ঠিকানা সহ পাঠাতে হবে, যাতে পিটিশনকারীর উকিলের কাছে পৌঁছাতে হবে পিটিশন/আবেদন/রেফারেন্সের শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখের দুই দিন আগে। যেখানে তিনি পিটিশন/ আবেদন/রেফারেন্সের বিরোধিতা করতে চান, সেখানে বিরোধিতার কারণ বা তার হলফনামার একটি অনুলিপি এই ধরনের নোটিশ দিয়ে দিতে হবে। পিটিশন/আবেদন/ রেফারেন্সের একটি অনুলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারী যেকোন ব্যক্তির কাছে প্রদান করা হবে যার জন্য নির্ধারিত চার্জ প্রদানের জন্য এটি প্রয়োজন।
স্বা/-
তারিখ : ০৭.১২.২০২৩ (অবিনাশ কৌর)
(কোম্পানি সেক্রেটারি পেশায় নিযুক্ত)
আবেদনকারী কোম্পানিগুলির অনুমোদিত প্রতিনিধি
ঠিকানা ৯০২ এবং ৯০৬, নিউ দিল্লি হাউস, ২৭ বারাখাম্বা রোড, নিউ দিল্লি-১১০০০১

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया / Central Bank of India

রিজিওনাল অফিস : দুর্গাপুর, সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, মামড়া বাজার
জেলা - বর্ধমান, দুর্গাপুর, পিন - ৭১৩২০৬, ফোন : ৩৬৯৫৬ ২৪২০৬
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
রুল ৮(১), সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২

নিম্নস্বাক্ষরকারী **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ সালের সারফেসি আইন) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের সংস্থান অধীন ১৩(২) ধারা তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ঋণগ্রহীতাগণের উদ্দেশ্যে নোটিশ(গুলিতে) উল্লিখিত পরিমাণ সংশ্লিষ্ট নোটিশগুলি পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-এর উদ্দেশ্যে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত ২০০২ সালের আইনের ১৩(৪) ধারার সংস্থান অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(১) সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্তদের নামে থাকা সম্পত্তি নিম্নোক্ত তারিখ মতে স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন **সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার** নিম্নোক্ত উল্লিখিত মতে বকেয়া পরিমাণ সুদ সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ (জামিনদত্ত সম্পত্তি) উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	এ/সি-র নাম ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা এবং শাখার নাম	ক) দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ আদায় দাবি	সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	১. **মেসার্স সৈনাথ টায়ারস সেলস এজেন্সিজ, স্বত্বা : শ্রী নবীন কেশওয়ানি** পিতা শ্রীচাঁদ কেশওয়ানি, জি টি রোড, ভিরিঙ্গি মোড়, দুর্গাপুর, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান, পব, -৭১৩২২৩ ২. **শ্রী নবীন কেশওয়ানি,** পিতা শ্রীচাঁদ কেশওয়ানি, ৩. **শ্রী শ্রীচাঁদ কেশওয়ানি (জামিনদাতা) মেসার্স সৈনাথ টায়ারস সেলস এজেন্সিজ** (মঞ্জুরকৃত পরিমাণ -১৯.৫০ লাখ টাকা) এবং সহ-ঋণগ্রহীতা , এইচবিএল এ/সি (মঞ্জুরকৃত পরিমাণ ৩৮ লাখ টাকা) ৪. **শ্রীমতি নির্মলা কেশওয়ানি** (সহ-ঋণগ্রহীতা এইচবিএল এ/সি মঞ্জুরকৃত পরিমাণ ৩৮ লাখ টাকা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা সেন্ট ভেহিকেল এর জন্য মঞ্জুরকৃত পরিমাণ ৬.৯৫ লাখ টাকা) স্বামী শ্রী শ্রীচাঁদ কেশওয়ানি, ফ্ল্যাট নং ৬বি, ৭ম তল, রূপালি অ্যাপার্টমেন্ট, নাচন রোড, বেনাচিতি, পো এবং থানা- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ **মামড়া বাজার শাখা**	ক) ২৯.০৮.২০২৩ খ) ০১.১২.২০২৩ গ) ৮৮,২২,০৬৩.৯৯ টাকা (অষ্টআশি লাখ বাইশ হাজার তেষট্টি টাকা এবং নিরানব্বই পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রী নবীন কেশওয়ানি,** পিতা শ্রী শ্রীচাঁদ কেশওয়ানি এবং **শ্রীমতি নির্মলা কেশওয়ানি,** স্বামী শ্রীচাঁদ কেশওয়ানির নামে, ফ্ল্যাট নং ৬বি, ৭মতলে, রূপালি অ্যাপার্টমেন্ট, নাচন রোড, বেনাচিতি,পো এবং থানা- দুর্গাপুর, পিন-৭১৩২১৩, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন (বসবাসের ভবন) : ফ্ল্যাট নং ৬বি, ৭মতল, রূপালি অ্যাপার্টমেন্ট, নাচন রোড, বেনাচিতি, পো এবং থানা- দুর্গাপুর, জেলা- পশ্চিম বর্ধমান, পিন- ৭১৩২১৩, দলিল নং : ১-০২০৬০২৩৫৬/১৮। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : বসবাসের ভবন, দক্ষিণে : ১০ ফুট আমবাগান রোড, পূর্বে : ১০ ফুট আমবাগান রোড, পশ্চিমে :ফরচুন প্লাজা।
২.	১. **শ্রী ভীম চন্দ্র কর্মকার,** পিতা প্রয়াত দিগম্বর কর্মকার এবং **শ্রীমতি চিত্রা কর্মকার,** হাউস নং জিএন ১০৫, রাকেশ শর্মা এভিনিউ, সেক্টর ২বি, বিধাননগর, থানা-নিউ টাউনশিপ, জেলা পশ্চিম বর্ধমান, পব, পিন-৭১৩২১২, ২. **শ্রী গৌতম ভট্টাচার্য (জামিনদাতা,** মঞ্জুরকৃত পরিমাণ ১০.০০ লাখ টাকা), পিতা শ্রী আনন্দময় ভট্টাচার্য, হাডকো মোড় জি-১৫, ইস্পাৎ পল্লি কে-অপারেটিভ সোসাইটি লি., বিধাননগর, পব, পিন- ৭১৩২১২, **বিধাননগর শাখা**	ক) ২২.০৮.২০২৩ খ) ০২.১২.২০২৩ গ) ২৮,৭১,৫০৮.৪৯ টাকা (আঠাশ লাখ একাত্তর হাজার পাঁচশ আট টাকা এবং উনপঞ্চাশ পয়সা) টাকা পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত	**সম্পত্তি শ্রী ভীম চন্দ্র কর্মকার,** পিতা প্রয়াত দিগম্বর কর্মকারর, লেআউট প্লট নং জিএন-১০৫, সিএস প্লট নং ২১৯ (অংশ), মৌজা- গোপীনাথপুর, জেএল নং ৮৫, তৌজি নং ১, খতিয়ান নং ১৪৭, ১৫১, ১৬৩, সেক- ২বি, বিধাননগর, থানা-নিউ টাউনশিপ, জেলা-বর্ধমান, দুর্গাপুর-৭১৩২১২। সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত ভবন(বসবাসের ভবন) : দলিলনং ১-৭১৭৬- ২০০৮ সালের, লেআউট প্লট নং জিএন-১০৫, সিএস প্লট নং ২১৯ (অংশ), মৌজা-গোপীনাথপুর, জেএল নং ৮৫, তৌজি নং ১, খতিয়ান নং ১৪৭, ১৫১, ১৬৩, সেক- ২বি, বিধাননগর,দুর্গাপুর, পিন- ৭১৩২১২। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : আড্ডা রোড, সেক্টর ২(বি) বিধাননগর, দক্ষিণে : লেআউট প্লট নং জি-৫৫, সেক্টর ২ (বি)বিধাননগর, পূর্বে : আড্ডা পার্ক, সেক্টর ২ (বি) বিধাননগর, পশ্চিমে : আড্ডা রোড, সেক্টর ২ (বি) বিধাননগর। (দলিল অনুযায়ী)

তারিখ - ০৭.১২.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান - দুর্গাপুর সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया / Union Bank of India

রিজিওনাল অফিস, দুর্গাপুর,
বেঙ্গল অম্বুজা, ইউসিপি-২৩, সিটি সেন্টার,
পিন - ৭১৩২১৬, ফোন নং-০৩৪৩-২৫৪৩৯২২
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) [রুল-৮(১)]

যেহেতু, নিম্নস্বাক্ষরকারী ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যাবতীয় বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে ঋণগ্রহীতা জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক. ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতার নাম খ. শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. বকেয়া পরিমাণ ৩. দখলের তারিখ
১	ক) নূর আলি খ) রামপুরহাট শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা বাণিজ্যিক গুদাম ভবন (অসম্পূর্ণ) স্বত্বাধিকারী শ্রী নূর আলি রেজা, পিতা মহ আলি অবস্থিত মৌজা করিমপুর, জেএল নং ৫২, থানা- নলহাটি, এলআর খতিয়ান নং : ২৩৬২, আরএস এভং এলআর প্লট নং ৩৬৫, জেলা- বীরভূম, পরিমাণ ০৭ ডেসিমেল (আনুমানিক)। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মহ হাদুপ আলির ভবন, দক্ষিণে : নজরুল আলির ভবন, পূর্বে : এনএইচ ৩৪, পশ্চিমে : মারুতি স্টের এর খালি জমি সমন্বিত।	১) ৩১.০৮.২০২৩ ২) ৯,৬১,৬৪৬.০০ টাকা (নয় লাখ একষট্টি হাজার ছশো ছেচল্লিশ টাকা) টাকা ০৪.০৮.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ বকেয়া। ৩) ০৫.১২.২০২৩
২	ক) মেসার্স রমা স্টোর্স, বিশ্বজিৎ চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, রমা চৌধুরী খ) বহরমপুর মেন শাখা	**সম্পত্তি ১:** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং অবস্থিত জি আই শেড গ্যারাজ (অসম্পূর্ণ) স্বত্বাধিকারী বিশ্বজিৎ চৌধুরী, মৌজা- সৈদাবাদ,জেএল নং ১০০, এলআর খতিয়ান নং ১৩১৩৩, এলআর প্লট নং ৬০৮৯, ওয়ার্ড নং ১১, বহরমপুর পুরসভা, থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পরিমাণ ২.৭৩ শতক। চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে : অন্যান্যর সম্পত্তি, পূর্বে : ১৬ চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : অন্যান্যর সম্পত্তি সমন্বিত। **সম্পত্তি ২ :** সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি সীমাপাঁচিল দেওয়া স্বত্বাধিকারী রমা চৌধুরী, প্রদীপ চৌধুরী, মৌজা: সৈদাবাদ, জেএল নং ১০০, আরএস খতিয়ান নং ১৯৮১, এলআর খতিয়ান নং ৮২৫৭, ৮২৫৮, ৮২৫৯, আরএস প্লট নং ৩২৫০/৩৩১৪, এলআর প্লট নং ৬০৮৯, বহরমপুর পুরসভা অধীন, থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, এরিয়া ১.৯০ শতক। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মালিকের ভবন, দক্ষিণে : মাতৃ মন্দির ক্লাব এর ভবন, পূর্বে : এস রায়ের ভবন, পশ্চিমে : সাধারণ চলার পথ এবং শ্রী সাগরের দোকান সমন্বিত।	১) ৩১.০৭.২০২৩ ২) ১৫,১১,১৫০.০০ টাকা (পনের লাখ এগার হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা) টাকা ২৪.০৭.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ বকেয়া। ৩) ০৬.১২.২০২৩
৩	ক) রেশমা বিবি কে শাইখ খ) রামপুরহাট শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট -রেশমা বিবির নামে, ২য়তলে, ফ্ল্যাট নং: ই১, পশ্চিম দিকে (জি-৪) তলা বাণিজ্যিক তথা বসবাসের ভবনে, মৌজা-ব্রাহ্মণীগ্রাম, জেএল নং ১০৭, খতিয়ান নং ৩৭১৬, ৩৭১৭, ৩৭১৮, ৩৭১৯, হাল প্লট নং : ১০১, ৩৬৬, ওয়ার্ড নং ৯, হোল্ডিং নং ১১০/এ১, রামপুরহাট পুরসভা অধীন, থানা- রামপুরহাট, এবং জেলা- বীরভূম। পরিমাণ ৫১০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : রামশঙ্কর ভকত এর ভবন, দক্ষিণে : চলার পথ, পূর্বে : ডা. জে মারায়েম এর ঘর, পশ্চিমে : চলার পথ সমন্বিত।	১) ৩১.০৮.২০২৩ ২) ১০,২৪,৬৮৯.০০ টাকা (দশ লাখ চব্বিশ হাজার ছশো উননব্বই টাকা) টাকা ৩১.০৮.২০২৩ পর্যন্ত চুক্তি মোতাবেক হারে পরবর্তী সুদ সহ বকেয়া। ৩) ০৫.১২.২০২৩

তারিখ : ০৭.১২.২০২৩ অনুমোদিত অফিসার
স্থান : দুর্গাপুর ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীন ব্যাঙ্ক
(একটি সরকারী সংস্থা)
PASCHIM BANGA GRAMIN BANK
(A Govt of India Enterprise)

হেড অফিস : নটবর পাল রোড, চ্যাটার্জিপাড়া মোড়, টিকিয়াপাড়া, হাওড়া - ৭১১১০১
বর্ধমান রিজিওনাল অফিস
চৌধুরী মার্কেট, বাদামতলা, কালনা রোড, বর্ধমান - ৭১৩১০১
ফোন : (০৩৪২) ২৬৬২৮৯০, ২২৬৬৩৩৯৫, ২৬৬৩৪১২, ২৬৬৩৪২৫, ২৬৬৩৪৩০, ২৬৬২৯৮৭ ফ্যাক্স : (০৩৪২) ২৫৬১১৮১, আমাদের ইমেল করুন : burdwanro.rm@mail.pbgb.co.in
দখল নোটিশ [রুল ৮(১)] পরিশিষ্ট - IV (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
এতদ্বারা পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, হাওড়া রিজিওনাল অফিস এর অনুমোদিত অফিসার ২০০২ (২০০২-৫৪) সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯ সংস্থান অধীনে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত তারিখে নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে ২০০২ সালের উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী জামিনদত্ত সম্পত্তির প্রতীকী স্বত্ব দখল করেছেন নিম্নোক্ত তারিখে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তিসমূহের লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক,-এর নিকট বকেয়া পরিমাণ পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অনুযায়ী আদায়দান সাপেক্ষ।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতার নাম এবং ঠিকানা	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশের তারিখ এবং দখলের তারিখ	দাবি নোটিশের তারিখ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	**ঋণগ্রহীতা : শ্যামসুন্দর শী** পিতা প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ শী ভটছালা, যোগাযোগ মেস লেন, পো. শ্রীপল্লী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০৩, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদাতা : শ্রীমতী বিপাশা শী** স্বামী শ্যামসুন্দর শী, ভটছালা, যোগাযোগ মেস লেন, পো. শ্রীপল্লী, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন - ৭১৩১০৩, পশ্চিমবঙ্গ **শাখা : কাঞ্চননগর**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত নির্মিত ভবন মৌজা- কাঞ্চননগর, জেএল নং ২৬, খতিয়ান নং আরএস-৫৭৮, এলআর-২২৩৯, প্লট নং আরএস -৯০৭, এলআর ২০৫৬, পরিমাণ এরিয়া- ৩৬০ বর্গফুট, জমির শ্রেণি : বাস্তু, থানা- বর্ধমান সদর, জেলা-পূর্ব বর্ধমান, শ্রী শ্যামসুন্দর শী, পিতা প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ শী এর নামে বন্ধকদত্ত দলিল নং : ১-৫৪২৭-২০১৬ সালের, এডিএসআর-বর্ধমান সম্পাদিত, তারিখ ১৫.০৭.২০১৬। **চৌহদ্দি :** পূর্বে : উত্তম দত্ত এর সম্পত্তি, পশ্চিমে : কার্তিক কুন্ডুর সম্পত্তি, উত্তরে : ২৬ ফুট অনামী পুর কংক্রিট সড়ক, দক্ষিণে : তপন নস্কর এর সম্পত্তি সমন্বিত।	০২.০৮.২০২৩ এবং ০২.১২.২০২৩	৫,৪২,৫৭৬.৮১ টাকা (পাঁচ লাখ বিয়াল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর টাকা এবং একাশি পয়সা) টাকা ০২.০৫.২০২৩ অনুযায়ী এবং (৩১.০১.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ
২	**ঋণগ্রহীতা : শ্রী সুধীর কুমার মাহাতো এবং শ্রী পরশুরাম মাহাতো** পিতা পরশুরাম মাহাতো এবং ঝাকুরি মাহাতো, ধরমপুর কান্ত রোড, বার্নপুর, আসানসোল এম.সি. জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩২৫, পশ্চিমবঙ্গ **জামিনদাতা : শ্রীমতি সুইটি কুমারী** স্বামী সুধীর কুমার মাহাতো ধরমপুর কান্ত রোড, বার্নপুর, আসানসোল এম.সি. জেলা - পশ্চিম বর্ধমান, পিন - ৭১৩৩২৫, পশ্চিমবঙ্গ **শাখা : কালীপাহাড়ি**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ৬, দ্বিতীয় তলে,পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১২০০ বর্গফুট তিন বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং, এক কিচেন, দুই টয়লেট এবং ফিটিংস এবং ফিক্সচারসমূহ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত এবং একটি দ্বিচক্র যান রাখার স্পেস একতলায় পরিমাণ ৩৫ বর্গফুট অবস্থিত ফ্ল্যাট ২য় তলে এম এফ প্লাজা, জি-৪ তলা বহুতল ভবনে মহল্লা-এস পি মুখার্জি রোড, (মুরগাসোল গুরুদ্বারার নিকট),ওয়ার্ড নং ৪১ (পুরানো ওয়ার্ড নং ১৯), আসানসোল পুরসভা অধীন, আসানসোল, পশ্চিম বর্ধমান, মৌজা- আসানসোল, জেএল নং -৩৫, এলআর খতিয়ান নং ২৩১৯, এলআর প্লট নং - ১১৪৪, এডিএসআর আসানসোল অধিক্ষেত্র অধীন, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। সম্পত্তি সুধীর কুমার মাহাতো, পিতা পরশুরাম মাহাতোর নামে, বন্ধকদত্ত দলিল নং :-১-৯৯৩২-২০২২। চৌহদ্দি : পূর্বে : শ্রী কালীদাস ভট্টাচার্যর এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, পশ্চিমে : এস পি মুখার্জি রোড, উত্তরে : সড়ক এবং শ্রী আর পি শাউ এর ভবন, দক্ষিণে : সড়ক সমন্বিত।	১৯.০৮.২০২৩ এবং ০১.১২.২০২৩	২৪,৬৬,০১৪.৭৮ টাকা (চব্বিশ লাখ ছেষট্টি হাজার চোদ্দ টাকা এবং আটাত্তর পয়সা) টাকা ২০.০৬.২০২৩ অনুযায়ী এবং (২৮.০২.২০২৩ পর্যন্ত সুদ সহ) এবং প্রযোজ্য সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ

তারিখ : ০৭.১২.২০২৩ স্বা/- অনুমোদিত অফিসার
স্থান : বর্ধমান পশ্চিম বঙ্গ গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, বর্ধমান রিজিওনাল অফিস

বাঁকুড়ার জোড়া খুনেও রাজনীতির রং!

পুরসভার আবাস দুর্নীতির দাবিতে বিক্ষোভ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া শহরে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও তাঁর ছেলেকে কুপিয়ে খুনের দাবি, এর পিছনে লুকিয়ে রয়েছে বাঁকুড়া পুরসভার আবাস দুর্নীতি, এই অভিযোগ তুলে এবার বাঁকুড়ার রাস্তায় নামল বিজেপি। বাঁকুড়া শহরে বিক্ষোভ মিছিল করার পাশাপাশি এদিন মাচানতলায় রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখান বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। বিজেপির দাবি, অপরের জমির একাংশের ওপর বাড়ি তৈরির জন্য অভিযুক্তকে আবাস যোজনার সুবিধা পাইয়ে দিয়েছিল বাঁকুড়া পুরসভা। আবাস যোজনায় তৈরি সেই বাড়িকে ঘিরেই শুরু হয় দুই প্রতিবেশীর বিবাদ। যার অন্তিম পরিণতি জোড়া খুন। বাঁকুড়া পুরসভা এই ঘটনার দায় এড়িয়েছে।

গত রবিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়ার নতুনচটি এলাকায় সম্পত্তিগত বিবাদে প্রতিবেশী পরিবারের হাতে খুনের অভিযোগ ওঠে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মথুরামোহন দত্ত ও তাঁর ছেলে শ্রীধর দত্ত। ঘটনায় আহত হন মথুরামোহন দত্তর স্ত্রী মল্লিকা দত্ত। ঘটনার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পুলিশ ওই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত প্রতিবেশী পিন্টু রুইদাস, তাঁর স্ত্রী নমিতা রুইদাস ও তাঁদের দুই ছেলে মহেশ্বর ও বিশ্বেশ্বরকে গ্রেপ্তার করে। জোড়া খুনের এই ঘটনার পর থেকেই অভিযোগের আঙুল উঠতে থাকে বাঁকুড়া পুরসভার বিরুদ্ধে।

শহরের বাসিন্দাদের একাংশ দাবি করেন, সম্প্রতি বাঁকুড়া পুরসভা হাউস ফর অল প্রকল্পে অভিযুক্তদের বাড়ি তৈরির টাকা পাইয়ে দিয়েছে। সেই টাকাতেই প্রতিবেশী মথুরামোহন দত্তর মালিকানাধীন জমির একাংশ দখল করে বাড়ি নির্মাণ করেন অভিযুক্ত পিন্টু রুইদাস। সম্প্রতি মথুরামোহন দত্তর আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোর্ট পিন্টু রুইদাসের বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, আদালত বাড়ি ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেওয়ার পর রাগে পিন্টু রুইদাস ও তার পরিবার প্রতিবেশী মথুরামোহন দত্ত ও তাঁর ছেলে শ্রীধর দত্তকে খুন করার পরিকল্পনা করে। এবার সেই ইস্যুকে সামনে রেখেই রাস্তায় নামল বিজেপি। বিজেপির দাবী অন্যের জমি দখল করে বাড়ি করার জন্য অভিযুক্ত পিন্টু রুইদাস ও তাঁর পরিবারকে সরকারি হাউস ফর অল প্রকল্পে টাকা পাইয়ে দিয়েছিল বাঁকুড়া পুরসভা। সেই বাড়ি তৈরি করাকে কেন্দ্র করে গণ্ডগোলের জেরেই খুন হতে হয়েছে মথুরামোহন দত্ত ও তাঁর ছেলেকে। তাই এই জোড়া খুনের ঘটনার সমস্ত দায় বাঁকুড়া পুরসভার। বাঁকুড়া পুরসভা অবশ্য এই ঘটনায় নিজেদের দায় এড়িয়েছে। পুরসভার দাবি, প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান চালিয়েই আবাস প্রকল্প মঞ্জুর করা হয়েছিল। পরবর্তীতে যখন দেখা যায় অন্যের জমিতে ওই উপভোক্তা বাড়ি তৈরি করছেন, তখন প্রকল্পের বরাদ্দ টাকা পুরসভার তরফে আটকে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি এখন এই বিষয়টাকে নিয়ে অহেতুক রাজনীতি করছে।

খবরের জের

নিম্নমানের সামগ্রীতে রাস্তা তৈরির দাবি, পরিদর্শন করলেন সভাধিপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা বাঁকাদহে ঠিকাদার সংস্থা নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে রাস্তা তৈরি করার দাবিতে কাজ আটকে গ্রামবাসীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। সেই খবর দেখেই তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছন বাঁকুড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি অনুসূয়া রায়। তিনি কার্যত স্বীকার করে নেন নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে তৈরি হচ্ছে রাস্তা, তিনি জানান, গ্রামবাসীরা যেটা জানাচ্ছেন তা সত্য। এমনকি তাঁর গাড়ি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেও রাস্তার পিচ উঠে আসছিল, সে কথাও তিনি নিজের মুখে স্বীকার করেন। গ্রামবাসীদের তিনি জানান, এই ধরনের কাজ কোথাও হলে সেই কাজ যেন দ্রুততার সঙ্গে গ্রামবাসীরা বন্ধ করে তারপর তাকে খবর দেন।

এছাড়াও সভাধিপতি জানান, ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তড়িঘড়ি সভাধিপতির ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং গ্রামবাসীদের আশ্বাসে স্থানীয়রা খুশি, বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীরা ধন্যবাদ জানান সংবাদ মাধ্যমকে।

বেশি পরিমাণে ধানের বাটা বাদ নেওয়ার অভিযোগ, পথ অবরোধ গোঘাটের কৃষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কুইন্টাল প্রতি পাঁচ কেজি করে ধানের বাটা বাদ দেওয়ায় কৃষকেরা ব্যাপক ক্ষোভ প্রকাশ করে। পাশাপাশি এই অনৈতিক কাজের প্রতিবাদে পথ অবরোধ করে তারা। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটের ভিকদাস এলাকায়। গোঘাটের কৃষকদের অভিযোগ গত তিনদিন ধরে কুইন্টাল প্রতি তিন কেজি করে বাটা বাদ দেওয়া হলেও হঠাৎ করে বুধবার সকালে ৫ কেজি করে বাটা বাদ দিচ্ছে মিলাররা। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ব্লক প্রশাসন ও কৃষি দপ্তরে জানানো হলেও কেউ কৃষকদের সঙ্গে আলোচনা করেনি। তাই বাধ্য হয়ে পথ অবরোধ করে তারা। এই বাটা বাদ নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে কৃষকদের মধ্যে। তাঁদের অভিযোগ, ধান বিক্রির ক্ষেত্রে বাটা বাদ দেওয়ার নিয়ম প্রশাসন ঠিক করে দিয়েছিল। কিন্তু তা ওই কেন্দ্রে মানা হচ্ছে না।

তা নিয়ে প্রশাসনিক কোনও পদক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ। কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গোঘাট এক নম্বর ব্লকে প্রায় ৩০ থেকে ৪০ হাজার হেক্টর জমিতে ধান উৎপাদন হয়।

মূল ধান ক্রয়কেন্দ্রে সহায়ক মূল্যে ধান বিক্রির জন্য কৃষকদের আগে থেকে নাম নথিভুক্ত করতে হয়। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ধানে আর্দ্রতার পরিমাণ অনুযায়ী বাটা ধান বাদ হয়। এই বিষয়ে ওই এলাকার চাষি লক্ষ্মীকান্ত দে বলেন, গত তিন দিন ধরে তিন কেজি ধান বাদ দেওয়া হয়। আজ পাঁচ কেজি ধান বাদ দিচ্ছে মিলাররা। আমরা তা মানব না। তাই পথ অবরোধ করছি। অপর চাষি বিশ্বজিৎ নন্দী, আশিস দে'রা বলেন, সকাল থেকে ধান নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। পাঁচ কেজি করে ধান বাদ দিলে বহু টাকার লোকসান হবে। কোনও অফিসার আসছে না। তাই এক জোট হয়ে পথ অবরোধ করেছি। পথ অবরোধের ফলে রাজ্য সড়কে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। আরামবাগ থেকে কামারপুকুর রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা উপস্থিত হন। অবশেষে প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। এই বিষয়ে গোঘাট এক নম্বর ব্লকের বিডিও সম্রাট বাগচি বলেন, সহায়ক মূল্যে ধান কেনা নিয়ে এমন হওয়ার কথা নয়। তবে বিষয়টি চাষিদের সঙ্গে কথা বলে মিটে গিয়েছে।

স্বাস্থ্যকর্মীকে নিগ্রহে কান ধরে ওঠবস করানোয় অভিযুক্ত বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: হাসপাতালের এক স্বাস্থ্যকর্মীকে হেনস্থা করায় বিধায়ক অসিত মজুমদার গাড়ি থেকে নেমে অভিযুক্তকেও কান ধরে ওঠবস করান বলে অভিযোগ। সেই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই নিন্দায় বিজেপি।

জানা গিয়েছে, চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদার বিধানসভা থেকে ফিরছিলেন। দিল্লি রোড দিয়ে রাজহাট হয়ে ব্যান্ডেল ফেরার সময় কাজিডাঙার কাছে তাঁর গাড়ি আসতেই দেখেন কয়েকজন মিলে পোলবা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মী শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়কে হেনস্থা করছেন। বিধায়ককে দেখতে পেয়ে চম্পট দেয় অভিযুক্তরা। অভিযোগ, একজনকে ধরে স্বাস্থ্যকর্মীকে কেন নিগ্রহ করা হচ্ছে সে কথা জানতে চান অসিতবাবু। বকাবকি করেন এবং কান ধরে ওঠবস করানোরও অভিযোগ ওঠে।

এই ভাইরাল ভিডিয়ো দেখে হুগলির বিজেপির সম্পাদক সুরেশ সাউ জানান, বিধায়ক নিজে বলেন আইন হাতে তুলে না নিতে। আর এক যুবককে রাস্তায় কান ধরে ওঠবস করাচ্ছেন। কাউকে শাস্তি দেওয়ার হলে পুলিশ প্রশাসন রয়েছে। আবার সেই ভিডিও ভাইরাল করছেন। ওই যুবক যদি কিছু করে বসেন, তা হলে তার দায় কে নেবে?' অপরদিকে, বিধায়ক অসিত মজুমদার বলেন, 'আমি পোলবা ও মগড়া হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান। বিধানসভা থেকে বাড়ি ফেরার সময় দেখি পোলবা হাসপাতালের এক কর্মীকে ধরে হেনস্থা করছে কয়েকজন। মারমুখি তাঁরা। কী ব্যাপার জানতে গাড়ি থেকে নামতেই পালিয়ে যান দু'জন। আমি থানায় ফোন করে ওদের তুলিয়ে দিতাম। একজনের বাবা-মা এসে হাতে পায়ে ধরে বারণ করলেন। তখন ওই যুবককে কান ধরে ওঠবস করাই।'

জানা গিয়েছে, এই ঘটনার পর শুভজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্যান্ডেল পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন যে, 'হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরার পথে হেনস্থা করা হচ্ছিল আমায়। তিনজন যুবক ছিলেন। আমায় থাপ্পর মারবে বলছিল। তখনই চলে আসেন বিধায়ক।'

পুলিশি অভিযানে ধৃত ৭

নিজস্ব প্রতিবেদন, আসানসোল: ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে সাত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ির পুলিশ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে ভ্রাম্যমান গাড়িতে পুলিশ ডিউটি করার সময় বিশেষ সূত্রে খবর পায় কুলটির কদোভিটা পুরানডি গ্রামের মাঠে ১০ জনের একটি দল ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে, যাদের কাছে কিছু ধারালো অস্ত্র সহ তিনটি মোটর বাইক রয়েছে। এরপর পুলিশ সন্দেহভাজন ওই দলটিকে ধাওয়া করে। তবে পুলিশের তাড়া খেয়ে দলটি পালাতে চেষ্টা করলেও পুলিশ সাতজনকে ধরে ফেলে। ধৃতদের কাছ থেকে তিনটি মোটর বাইক সহ একটি ভোজালি, একটি ধারালো ছুরি, একটি লোহার রড, একটি লোহার চেন, একটি বাঁশের লাঠি ও একটি লাইলন দড়ি বাজেয়াপ্ত করা করে পুলিশ। পুলিশের দাবি, ধৃতরা পুলিশি জেরায় স্বীকার করে তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল। ধৃতদের বুধবার আসানসোল আদালতে তোলা হয়। ঘটনার তদন্তে কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ির পুলিশ।

যেতে নাহি দিব...

শিক্ষক বদলির খবরে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি করে অযোগ্যদের চাকরি পাইয়ে দেওয়া থেকে মিড ডে মিলে দুর্নীতির অভিযোগ। শিক্ষাক্ষেত্রে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগের খবরে যখন তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি, তখন অন্য ছবি ধরা পড়ল বাঁকুড়ার গেলিয়া দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। স্কুল থেকে ছাত্রপ্রাণ শিক্ষকের বদলি ঠেকাতে রীতিমতো স্কুল ঘেরাও করে বিক্ষোভে ফেটে পড়লেন এলাকার অভিভাবকরা। সকলের একটাই দাবি, 'যেতে নাহি দিব...'।

জানা গিয়েছে, গেলিয়া দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বছর ২৩ আগে সহ শিক্ষক হিসাবে যোগ দেন স্বদেশ পাল। কাজে যোগ দেওয়ার পর থেকে মূলত তাঁর উদ্যোগেই ধীরে ধীরে স্কুলের ভোল বদলাতে থাকে। ফিরতে শুরু করে স্কুলের পঠনপাঠনের মান। লেখাপড়া থেকে শুরু করে খেলাধূলা, সংস্কৃতি সহ অন্যান্য বিষয়ে ধীরে ধীরে জেলার শিক্ষা মানচিত্রে অন্যতম ভালো স্কুল হিসাবে পরিচিতি লাভ করে গেলিয়া দেশবন্ধু প্রাথমিক বিদ্যালয়। সম্প্রতি পদোন্নতি হয় স্বদেশ পালের। কাউন্সেলিংয়ের পর স্বদেশ পাল জানতে পারেন প্রধান শিক্ষক হিসাবে তাঁকে যোগ দিতে হবে অন্য স্কুলে। ঘটনার কথা জানার পরই ক্ষোভে ফুঁসতে থাকে গোটা এলাকা। বুধবার এলাকার সমস্ত অভিভাবকরা স্কুলে জমায়েত করে এই বদলির বিরোধিতা করতে থাকেন। তাঁদের দাবি, ছাত্রদরদী ওই শিক্ষককে কোনও ভাবেই তাঁরা অন্য স্কুলে যেতে দেবেন না। অভিভাবকদের এমন আচরণে আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন খোদ শিক্ষক স্বদেশ পালও। তাঁর বক্তব্য, তিনি নিরুপায়। সরকারি নির্দেশে তাঁকে অন্য স্কুলে যেতেই হবে।

ইছামতি নদীতে বিএসএফের পরিত্যক্ত স্পিড বোটে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল বিএসএফ ক্যাম্প, বনবিবি সেতু ও সেতুতে দাঁড়িয়ে থাকা যানবাহন। বসিরহাটের হাসনাবাদ থানার ইছামতি নদীর পাড়ে বিএসএফের ৮৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের একটি পরিত্যক্ত স্পিড বোট পড়েছিল। হঠাৎই তাতে আগুন লেগে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। আগুন লেগে চারিদিকে ধোঁয়ায় ভরে যায়। পাশেই বনবিবি সেতুর উপর দিয়ে সুন্দরবনগামী বহু পণ্যবাহী লরি, বাস, অটো ও টোটো যাতায়াত করছিল। পাশাপাশি সেতুর নিচে রয়েছে ৮৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ ক্যাম্প। নদীর পাড়ে তুলে রাখা পরিত্যক্ত স্পিড বোটটিতে হঠাৎই আগুন লেগে যায়। ফলে বড়সড় দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল বিএসএফ ক্যাম্প। আশেপাশে বেশ কিছু ট্রাক দাঁড়িয়ে থাকায় তাতেও আগুন ধরে যাওয়ার আশঙ্কায় আতঙ্ক ছড়ায়। বসিরহাট দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নেভায়। ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে স্পিড বোটটি। কি কারণে আগুন লাগল তদন্ত শুরু করেছেন বিএসএফ আধিকারিকরা।

ADDA ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305

E-NIT No.: ADDA/ASN/ED/N-58 (4 Nos.) of 2023-2024 Dated: 05.12.2023
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invites Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and eligible Contractors; for other details visit our website: **http://wbtenders.gov.in, www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd./- **E.E. (Civil), ADDA, Asansol**

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting E-Tender
N.I.E. ET. No. 280/PW/Eng/23 Dt. 06.12.2023
Memo No. 1515/PW/Eng/23 Dated 06.12.2023
Bid Submission period **12.12.23 to 29.12.23.** Visit to website : **www.wbtenders.gov.in.** For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

Chakpara Anandanagar Gram Panchayat
Bhattanagar, Liluah, Howrah
Notice Inviting e-Tender
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference No.: WB/HWH/BAJPS/CAGP/NIT-03/2023-24, Date: 05.12.2023. Fund: 15th FC (TIED & UNTIED).** Bid Submission Start Date: **05.12.2023 at 06.00 PM.** Last Date of Bid submission : **16.12.2023 at 03:00PM.,** Date of Opening: **17.12.2023 at 03:00 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd./-
Pradhan
Chakpara Anandanagar Gram Panchayat

Gobindapur Gram Panchayat
Hatgobindapur, Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the work(s) vide **i) Memo No.: 1003/GGP/2023-24 & NIT No.: 03/2023-24/15th FC (Sl. 1-2), ii) Memo No.: 1004/GGP/2023-24 & NIT No.: 04/2023-24/15th FC-2nd Call (Sl. 1-3) & iii) 1005/GGP/2023-24 & NIT No.: 05/2023-24/15th FC-2nd Call (Sl. 1-2) Date: 06.12.2023.** Documents Download/Sell & Bid Submission Start Date: **07.12.2023 from 11:00 Hrs.** Bid Submission Closing Date: **16.12.2023 up to 13:00 Hrs.** Technical Bid Opening Date: **18.12.2023 at 14:00 Hrs.** For details visit https://wbtenders.gov.in & undersigned GP Office.
Sd/-
Pradhan
Gobindapur GramPanchayat

E-TENDER NOTICE
Digitally signed and encrypted E-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no :
1) **BGP/Ten/15th F.C/Untied/17/23-24 Dated : 07.12.2023**
2) **BGP/Ten/15th F.C/Untied/18/23-24 Dated : 07.12.2023**
3) **BGP/Ten/15th F.C/Untied/19/23-24 Dated : 07.12.2023**
at different place within at BURUL GRAM PANCHAYAT under Budge Budge-II Block, South 24 Pgs WB. **Last date for the online receipt of Tender is : 16.12.2023 at 13:00. And open on 18.12.2023 at 13:30**
Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan
Burul Gram Panchayat
Burul, P.S. - Nodakhali, 24 Pgs. (South)

নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নন্দকুমারপুর
মথুরাপুর-২ পঞ্চায়েত সমিতি
email Id-nandakumarpurgp09@gmail.com
নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে প্রধান এলাকার রাস্তার বিভিন্ন কাজের জন্য (SBM FUND AND 15TH FC FUND) থেকে দরপত্র আহ্বান করেছেন।
NIT NO -65/NKP/SBM/2023, Date-29/11/2023, NIT NO-WB/NKPURGP/15th FC/TUBEWELL/E-NIT-66/2023-24, Date- 30/11/2023, NIT NO- WB/NKPURGP/15th FC/ROAD/E-NIT-67/2023- 24, Date- 30/11/2023, Closing Date 11/12/2023, Time - 11.00 PM, Opening Date-14/12/2023, Time- 11.00PM, Online Tender সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানার জন্য **www.wbtenders.gov.in** যোগাযোগ করুন।
ধন্যবাদান্তে, প্রধান
নন্দকুমারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত

IMC OF GOVT. ITI TAPAN
e- TENDER
e-Tender (on line) vide Tender ID No - 2023_DTET_615206_1 are invited by the Chairman, IMC of Govt. ITI Tapan for Supply, Testing, Installation & Commissioning of different shop Tools, Equipment & machineries for Different Trades at Govt. ITI Tapan, PO + PS: Tapan, Block: Tapan, Dist.: Dakshin Dinajpur, Pin-733127 as per Tender Schedule No-A. Details information/download/upload will be available from the
website https://wbtenders.gov.in

IMC OF GOVT. ITI HILI
e- TENDER
e-Tender (on line) vide Tender ID No-2023_DTET_615105_1 are invited by the Chairman, IMC of Govt. ITI Hili for Supply, Testing, Installation & Commissioning of different shop Tools, Equipment & machineries for Different Trades at Govt. ITI Hili, Ramjibanpur, Hili, Dist. : DakshinDinajpur -733126 as per Tender Schedule No-A. Details information /download / upload will be available from the
website https://wbtenders.gov.in

Office of the
Choa Gram Panchayat
P.O-Choa : P.S-Hariharpara : Dist- Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
E-Tender Notice No: 07/CGP/2023 ID-2023_ZPHD_616093_1 Date: 06/12/2023
Tenders are invited by the Prodhan, Choa Gram Panchayat, Choa, Hariharpara, Murshidabad through electronic tendering (e-tendering) from the bidders experience in allied works (Mark-II tubewell) from PWD, CPWD, Zilla Parishad, Panchayat Samity, Gram Panchayat are entitled to participate in bidding rates for the work listed in the tender notice published in the e-tender of P & R.D Govt. of West Bengal Website i.e, http://wbtenders.gov.in
★Information to bidders:
Others terms & conditions are same as per original e-tender Notice.

Last date and time for downloading of tender documents	22/12/2023 up to 5.00 PM. (as per Server clock)
Last date and time for submission of e-tender	22/12/2023 up to 5.00 PM. (as per Server clock)
Date of technical opening of Tender	26/12/2023 After 11.00 AM (as per server clock)

By Order:-
Sd/- Prodhan
Choa Gram Panchayat

DEBRA THANA SAHID KSHUDIRAM MAHAVIDYALAYA
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur. PIN- 721124 W.B
Notice Inviting Tender
E Tender (ID_2023_DHE_615495) dated: 05/12/2023
Tender Reference No. dtsksm/ NIT 52/23 dated - 05/12/2023.
E- Tenders are invited from eligible Suppliers/Firms/agencies/having successfully completed similar nature of works with adequte working experience and financial capabilities. Intending bidder may download the tender documents from the website **https://wbtenders.gov.in.**
Information about the work:

Name of the work	Procurement of laboratory equipments for Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya, Paschim Midnapur sanctioned vide Memo No 695-Edn(CS)/HED 17011(99)/1/2023 dt. 09-10-2023.
Bid Submission Start Date	06-12-2023 at 9 AM
Bid Submission End Date	21-12-2023 at 4PM

Sd/-(Dr. Rupa Dasgupta) Principal
Debra Thana Sahid Kshudiram Smriti Mahavidyalaya
Chakshyampur, Debra, Paschim Medinipur.

E-Tender Notice
E-tender notice invited by the Prodhan Daygram Gram Panchayat, Shimulia, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no WB/NAD/KGR I/DGP/NIT-31/23-24 under 15th FC Fund 2023-24 (Tied) (2nd Call). Memo No. 467/DGP/2023-24. Date 05/12/2023. Last date of submission BID 16/12/2023 at 10:00 A.M. Technical Bid opening 18/12/2023 at 13:00 Noon. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Daygram Gram Panchayat,
Shimulia, Krishnagar, Nadia

E-Tender Notice
E-tender notice invited by the Prodhan Daygram Gram Panchayat, Shimulia, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no WB/NAD/KGR I/DGP/NIT-32/23-24 GWM (SBMG-I Fund 2023-24) Date 05/12/2023. Memo No. 468/DGP/2023-24 Last date of submission BID 16/12/2023 at 10:00 A.M. Technical Bid opening 18/12/2023 at 13:00 Noon. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Daygram Gram Panchayat,
Shimulia, Krishnagar, Nadia

E-Tender Notice
E-tender notice invited by the Prodhan Daygram Gram Panchayat, Shimulia, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no WB/NAD/KGR I/DGP/NIT-30/23-24 GWM (SBMG-II Fund 2023-24) (4th Call) Date 05/12/2023. Memo No. 471/DGP/2023-24 Last date of submission BID 16/12/2023 at 10:00 A.M. Technical Bid opening 10/12/2023 at 12 P.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Daygram Gram Panchayat,
Shimulia, Krishnagar, Nadia

E-Tender Notice
E-tender notice invited by the Prodhan Daygram Gram Panchayat, Shimulia, P.O. Krishnagar, Nadia. E-tender no WB/NAD/KGR I/DGP/NIT-36/23-24 GWM (SBMG-II Fund 2023-24) (2nd Call) Date 05/12/2023. Memo No. 470/DGP/2023-24 Last date of submission BID 16/12/2023 at 10:00 A.M. Technical Bid opening 10/12/2023 at 12 P.M. More details please contact to the office or visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Prodhan
Daygram Gram Panchayat,
Shimulia, Krishnagar, Nadia

Tender Notice
The Prodhan, Nowdapanur Gram Panchayat invites e-Tender through e-Proeurement system from the bonafied and resoureeful contractors for **NIeT No. 06/2023-24, 15th FC/Untied, 07/2023-24, 15th FC/ Tied.** Last date of bid submission **14-12-2023 upto 2.00 pm.** For details visit- website: http://wbtenders.gov.in.
Sd/- Prodhan
Nowdapanur G.P.
Murshidabad

Mugura Gram Panchayat
(Raina-I Panchayat Samity)
Vill.+P.O.- Sanktia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are being invited from the eligible contractor vide **Memo No.: i) 357/MGP (Sl.-1) & ii) 358/MGP (Sl- 1 to 4), Date: 04.12.2023. Fund: 15th CFC (2023-24).** Tender will be available in the website www.wbtenders.gov.in and undersigned GP Office. Bid Submission End Date: **12.12.2023 at 11:00 AM.** Bid Opening Date: **15.12.2023 at 11:00 AM.**
Sd/-
Prodhan
Mugura Gram Panchayat

OFFICE OF THE
MAHALANDI-II GRAM PANCHAYAT
KANDI DEV. BLOCK
MURSHIDABAD
NIET No. 06/MHND-IIGP/ 2023-24 NIET No. 07/ MHND-IIGP/ SWM/ 2023-24 NIET No. 08/MHND-IIGP/ LWM/2023-24 Dated: 05/12/2023
Last date of Dropping:- **16/12/2023 (up to 4.00 pm)** Date of Opening: - **18/12/2023 (at 4.00 pm)**
Details of tender are available at wbtender.govt.in and office of the undersigned.
Sd/- Prodhan
Mahalandi - II GP
Jibanti, Kandi, Murshidabad

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নোটিশ
চিফ ওয়ার্কশপ ম্যানেজার, উত্তর পূর্ব রেলওয়ে, ম্যাকানিকাল ওয়ার্কশপ-গোরক্ষপুর-এর পক্ষে ডে. সিএমই/রিপেয়ার নিম্নোক্ত কাজের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে অনলাইন (ই-টেন্ডারিং) মাধ্যমে অবাধ টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ক্রম নং ১ : ই-টেন্ডার নোটিশ নং এবং কাজের নাম :** আইআরইপিএস টেন্ডার নং ৪২-জিকেপি-এমডব্লিউএস-২০২৩-২৪ 'মেরামতি-ইওটি ক্রেন নং ১৭ ক্যাপ ৩৫/৫ টন। ইওটি ক্রেন নং ২৪ ক্যাপ ১০/৩ টন এবং ইওটি ক্রেন নং ২০ এবং ২১ ক্যাপ ৩০/৫ টন কাজের সুযোগ অনুযায়ী'। **আনুমানিক মূল্য (টাকায়) :** ১৯৯৪৯৩২.০০ টাকা **বায়না জমা (টাকায়) :** ৩৯৯০০.০০ টাকা **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ :** ২৯.১২.২০২৩ বেলা ১১টা পর্যন্ত **টেন্ডার ফর্ম মূল্য :** ০.০০ **চুক্তির মেয়াদ :** ০৩ মাস। উক্ত টেন্ডারের বিস্তারিত পাওয়া যাবে ভারতীয় রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে।
ডে. সিএমই/রিপেয়ার
CPRO/Mech-99 গোরক্ষপুর
ট্রেনে বিড়ি/সিগারেট ধূমপান করবেন না

PANIHATI MUNICIPALITY
P.O.- Panihati, P.S.-Khardah,
Dist.- North 24 Parganas, Kolkata-700114
Tel No.- 033 2553-2909 ; Fax: 033 2553 [illegible]
Tenders are invited from the reputed Firms, Companies, Agencies, Concerned etc. for the work Tender NIt No.: **PM/PWD/NIT-11/2023-24 dated 06.12.23** under Panihati Municipality for details log on **www.wbtenders.gov.in.** Contact concern authority P.W.Department, Panihati Municipality at the above address. **Last Date of submission 18.12.2023.**
Sd/-
Executive Officer
Panihati Municipality

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ০৪.১২.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, রিমোট কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ টিএন-১৬৮-২৩-২৪। কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/শিয়ালদহের অধীনে এসএসই/পিডব্লু/ব্যারাকপুর এবং শিয়ালদহ শাখায় অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ সহ নিম্নলিখিত শাখায় সিটিআর(পি) কাজ ঃ শিয়ালদহ—নৈহাটি ডাউন এমএল কিমি ০.০ থেকে ০.৫=০.৫ টিকেএম, ০.২৭৯ থেকে ০.৪=০.১২১ টিকেএম, ০.৪ থেকে ০.৬২৫=০.২২৫ টিকেএম। আপ এমএল কিমি ০.৩৩৫ থেকে ০.৪২৬=০.০৯১ টিকেএম, ০.৪২৬ থেকে ০.৪৮৯=০.০৬৩ টিকেএম, ০.৪৮৯ থেকে ০.৫৮৫=০.০৯৬ টিকেএম, ০.৫৮৫ থেকে ০.৭৮৫=০.১৬০ টিকেএম, আপ সাব কিমি ০.০ থেকে ০.২৬৮=০.২৬৮ টিকেএম, ০.২৬৮ থেকে ০.৪৪=০.৭১২ টিকেএম, ডাউন সাব কিমি ৪.৫৭৬ থেকে ৫.২৯৪=০.৭১৮ টিকেএম, ৫.২৯৪ থেকে ৬.২৮৮=০.৯৯৪ টিকেএম, ৬.২৮৮ থেকে ৬.৫০৩=০.২১৫ টিকেএম, ৬.৫০৩ থেকে ৬.৮৬০=০.৩৫৭ টিকেএম, ৬.৮৬০ থেকে ৭.০০০=০.১৪০ টিকেএম, ৭.০০০ থেকে ৭.০৫৮=০.০৫৮ টিকেএম, ৭.০৫৮ থেকে ৭.২৪০=০.১৮২ টিকেএম, ৭.২৪০ থেকে ৭.৬০৮=০.৩৬৮ টিকেএম, ৭.৬০৮ থেকে ৮.৩৪৫=০.৭৩৭ টিকেএম, ৮.৩৪৫ থেকে ৮.৮৫১=০.৫০৬ টিকেএম, ৮.৮৫১ থেকে ৮.৮৭৬=০.০২৫ টিকেএম, ৮.৮৭৬ থেকে ৯.০৪৯=০.১৭৩ টিকেএম, ৯.০৪৯ থেকে ১০.৮১০=১.৭৬১ টিকেএম, ১০.৮১০ থেকে ১০.৮১৭=০.০০৭ টিকেএম, ১০.৮১৭ থেকে ১১.০০০=০.১৮৩ টিকেএম, ২২.৩০০ থেকে ২৩.০০০=০.৭০০ নিয়ে মোট কিমি ৮.৫৮০ টিকেএম। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ১,৫৭,২৬,১১২.৩৬ টাকা। **ইএমডি ঃ** ২,২৮,৬০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.১২.২০২৩। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় হল** ২৬.১২.২০২৩ এ দুপুর ৩.৩০টা। টেন্ডার নথিপত্র ও অন্যান্য বিবরণ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিড জমা দিতে হবে। ম্যানুয়াল অফার বাতিল করা হবে।
(SDAH-285/2023-24)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD
WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)
The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. **12/PGP/5th SFC/2023-24** (Tender ID: **2023_ZPHD_616484_1 & 2**) for Construction 3 nos. of road protection wall.
Bid submission start date (online) **07/12/2023 from 10-00 a.m.** Bid submission closing date (online) **16/12/2023 upto 11-55 a.m.** Details of NIeT & Tender documents may be downloaded from "http://wbtenders.gov.in"
Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

OFFICE OF THE
PAHARPUR GRAM PANCHAYAT
P.O : DANGA PARA, RANINAGAR – I BLOCK, MURSHIDABAD
WEST BENGAL- 742302, (Under Domkal Sub-Division)
The undersigned is hereby published the e -Tender vide No. **11/PGP/5th SFC/2023-24** (Tender ID: **2023_ZPHD_616041_1 TO 3**) for Construction 3 nos. of road protection wall.
Bid submission start date (online) **07/12/2023 from 10-00 a.m.** Bid submission closing date (online) **15/12/2023 upto 12-55 p.m.** Details of NIeT& Tender documents may be downloaded from "http://wbtenders.gov.in"
Sd/-, Prodhan
Paharpur Gram Panchayat
Raninagar-I Block, Msd

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
147/GPW/WBFDC/2023-24 (2nd Call)	Supply of Safety Article for Labourers at MTPS/DVC under Mejia URF Range.	07.12.2023	15.12.2023

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

Notice Inviting General Quotation
A. E-tenders are invited for 1) computers, 2) CCTV and 3) interactive flat panel with video conferencing facilities. For submitting e-tenders please visit www.wbtenders.gov.in
B. Sealed general quotations are invited from reputed suppliers/vendors for supplying 1) WiFi items, 2) Zoology specimens and specimen jar, 3) renovation and reinstallation of some furniture, 4) purchasing laboratory items and repairing of some items for geography dpt. 5) renovation of back side of main building and purchase and fixing of grill for fencing. For detail please visit College website www.sammilanimahavidyalaya.ac.in
Last date for submission of general quotations and e-tenders is 01.01.2024
Sd/-
Principal
Sammilani Mahavidyalaya, Kolkata

৩ রাজ্যের ভোটের ফল প্রকাশের পর ইস্তফা মন্ত্রী-সহ ১০ সাংসদের

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: একসঙ্গে পদত্যাগ করলেন ১০ বিজেপি সাংসদ। বুধবার লোকসভায় ইস্তফাপত্র দিয়েছেন তাঁরা। ১০ সাংদের মধ্যে রয়েছেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। বিধানসভা নির্বাচনে পালে হাওয়া টানতে চার রাজ্যে ২১ জন সাংসদকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। সেই ২১ জনের মধ্যে ১২ জন সাংসদ জিতে এসেছেন। সেই ১২ জনের মধ্যে ১০ জন বুধবার লোকসভা থেকে ইস্তফা দিয়ে দিলেন। এঁদের মধ্যে একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীও রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সঙ্গে কথা বলেই তাঁরা ইস্তফা দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর।

এক বিজেপি নেতা জানিয়েছেন, রাজস্থান, ছত্তিশগড় ও মধ্যপ্রদেশে যে সব প্রার্থী জয়ী হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ১২ জন সাংসদ। তাঁদের মধ্যেই ১০ জন ইস্তফা দিয়েছেন এদিন। পদত্যাগ করেছেন মধ্যপ্রদেশের নরেন্দ্র সিং তোমর, প্রহ্লাদ প্যাটেল, রাকেশ সিং, উদয় প্রতাপ সিং, রীতি পাঠক। রাজস্থানের রাজ্যবর্ধন সিং রাঠোর, দিয়া কুমারী ও কিরোরি লাল মীনা পদত্যাগ করেছেন। এছাড়া ছত্তিশগড়ের অরুণ সাও ও গোমতী সাই ইস্তফা দিয়েছেন। এর মধ্যে কিরোরি লাল মীনা রাজ্যসভার সাংসদ।

সেক্ষেত্রে লোকসভা ভোটের আগে ফের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতেও রদবদল হতে পারে। ১২ জন জয়ী বিধায়কের মধ্যে রাজস্থানের বাবা বালক নাথ এবং ছত্তিশগড়ের রেণুকা সিং এদিন লোকসভায় আসেননি। তবে আগামী দিনে তাঁরাও ইস্তফা দেবেন বলে খবর।

সংসদে হামলার হুমকি পান্নুনের! জারি কড়া সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: এবার সংসদে হামলার হুমকি দিল খলিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত পান্নু। ২০০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর সংসদে হামলা হয়েছিল। সেই দিনটিতেই সংসদে হামলা করবে খলিস্তানিরা। এমনই হুমকি দিল পান্নুন। ওইদিনের আগে বা পরে হামলার হুমকি দিয়েছে সে। যে ভিডিওয় সে ওই হুমকি দিয়েছে তার শিরোনাম 'দিল্লি বনেগা খলিস্তান'।

উল্লেখ্য, সোমবার থেকে সংসদে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। যা চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এর মধ্যেই খলিস্তানি নেতার এই হুমকি ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। ভিডিওটি ছড়িয়ে পড়তেই সতর্ক কেন্দ্র। গোয়েন্দা সংস্থাগুলির দাবি, আইএসআইয়ের কাশ্মীর-খলিস্তান গোষ্ঠী কে-২-ই পান্নুনকে সংসদে হামলার উস্কানি দিয়েছে।

কয়েকদিন আগেই এক মার্কিন রিপোর্টে দাবি করা হয়েছিল, মার্কিন মুলুকে খলিস্তানি নেতা গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে খুনের ছক কষছে ভারত। সেই জঙ্গিই এবার হুমকি দিল সংসদে হামলার। তাকে বলতে শোনা গিয়েছে, ভারতীয় সংস্থাগুলি তাকে হত্যার ছক কষলেও ব্যর্থ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ১৩ ডিসেম্বরের আগে বা পরে খলিস্তানিরা সংসদে হামলা করবে।

বিশ্বসেরা বিমা সংস্থার তালিকায় চতুর্থ স্থানে এলআইসি

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: দেশের সর্বোচ্চ বিমা সংস্থা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানি বা এলআইসি-র মুকুটে নয়া পালক। আর্থিক শক্তির নিরিখে বিশ্বেসেরা পঞ্চাশটি ইনসিওরেন্স কোম্পানির মধ্যে এলআইসি- র নাম উঠে এল। শুধু তাই নয়, ওই পঞ্চাশটি বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বিমা সংস্থার মধ্যে চতুর্থ স্থানে দখল করেছে ভারতের বিমা কোম্পানিটি।

এলআইসিকে এই স্বীকৃতি দিল এস অ্যান্ড পি গ্লোবাল মার্কেট ইন্টেলিজেন্স। এই সংস্থার মতে, ভারতের অন্যতম বিশ্বস্ত বিমা কোম্পানিটির ক্রমশ আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। দিনে দিনে শীর্ষস্থান দখলের দিকে এগোচ্ছে এলআইসি। বিশ্বের তাবড় বিমান কোম্পানিকে পিছনে ফেলে বর্তমান তারা আর্থিক শক্তিতে চতুর্থস্থান দখল করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। ২০২২ সালের জীবন, দুর্ঘটনা এবং স্বাস্থ্য বিমার ভিত্তিতে কোম্পানিগুলিকে র‍্যাংক করা হয়েছে। জীবন, দুর্ঘটনা এবং স্বাস্থ্য বিমা গ্রাহকের ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি প্রদানের দায়বদ্ধতার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

উল্লেখ্য, এশিয়ার ১৭টি কোম্পানি ঠাঁই পেয়েছে বিশ্বসেরা ৫০টি বিমা কোম্পানির মধ্যে। চিন ও জাপানের সংস্থা এশিয়ার সেরা। তবে খুব পিছিয়ে নেই ভারতের জীবন বিমা কোম্পানি বা এলআইসি। চতুর্থ স্থান দখল করে বিমার দুনিয়ায় ফের নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেছে তারা।

স্ত্রী, সন্তানদের খুন করে আত্মঘাতী চিকিৎসক

লখনউ, ৬ ডিসেম্বর: স্ত্রী এবং দুই সন্তানকে খুন করে আত্মঘাতী চিকিৎসক। দু'দিন ধরে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছিল না। সত্যিটা প্রকাশ্যে আসার পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের রায় বরেলীর রেল কলোনি এলাকার। মৃতের নাম অরুণ কুমার। তিনি চক্ষুরোগ বিশেষজ্ঞ। রেলের মেডিক্যাল আধিকারিক হিসাবে কাজ করতেন। তাঁর কন্যার বয়স ১২ এবং পুত্রের বয়স মাত্র চার বছর। চিকিৎসক মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

স্থানীয়েরা জানান, চিকিৎসক এবং তাঁর পরিবারের বাকি সদস্যদের শেষ বার দেখা গিয়েছিল গত রবিবার। তার পর দু'দিন তাঁদের এলাকায় দেখা যায়নি। কোনও খোঁজও পাননি কেউ। বার বার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তা ব্যর্থ হয়। এর পর চিকিৎসকের সহকর্মীরা তাঁর বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেন। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় অনেক ক্ষণ ধরে ডাকাডাকি করা হয়। তাতেও সাড়া মেলেনি।

দরজা ভেঙে উদ্ধার করা হয় চার জনের দেহ। রক্ত, ধারালো অস্ত্র, ওষুধপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল মেঝেতে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, ওই চিকিৎসক প্রথমে ওষুধ খাইয়ে স্ত্রী এবং সন্তানদের অজ্ঞান করে দিয়েছিলেন। তার পর তাঁদের মাথায় আঘাত করে খুন করেন। খুনের পর নিজের হাতের শিরা কাটার চেষ্টা করেছিলেন চিকিৎসক। তাতে কাজ না হলে গলায় দড়ি দেন।

চার জনের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। এলাকাবাসীরা এই ঘটনায় স্তম্ভিত। তাঁরা জানিয়েছেন, ওই চিকিৎসক অত্যন্ত ভাল স্বভাবের মানুষ ছিলেন। সকলের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতেন। কেন এই কাজ তিনি করলেন, তা কেউ ভাবতে পারছেন না। পারিবারিক অশান্তির কারণে এই পথ তিনি বেছে নিয়েছেন কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন দিয়ে জালিয়াতি!

১০০-র বেশি ওয়েবসাইট ব্লক করল কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: বিনিয়োগ এবং পার্টটাইম কাজের নামে চলছে জালিয়াতি। এই জালিয়াতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে, বুধবার ১০০টিরও বেশি ওয়েবসাইট ব্লক করে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। এই ওয়েবসাইটগুলি বিদেশ থেকে পরিচালনা করা হত বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এই সাইটগুলি ব্লক করার সুপারিশ করা হয়েছিল। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অন্যতম শাখা, ইন্ডিয়ান সাইবার ক্রাইম কো-অর্ডিনেশন সেন্টারের সাইবার ক্রাইম থ্রেট অ্যানালিটিক্স ইউনিট এই বিষয়ে তদন্ত করেছিল। গত সপ্তাহেই তারা এই সুপারিশ করেছিল। তারপরই এদিন, তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০-এর আওতায় ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রক এই ওয়েবসাইটগুলি ব্লক করল।

মন্ত্রকের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই ওয়েবসাইটগুলি ডিজিটাল বিজ্ঞাপন, চ্যাট মেসেঞ্জার, ভুয়ো অ্যাকাউন্ট ইত্যাদির মাধ্যমে জালিয়াতি করত। আরও বলা হয়েছে, এই বৃহৎ আকারের অর্থনৈতিক জালিয়াতি থেকে প্রাপ্ত অর্থ কার্ড নেটওয়ার্ক, ক্রিপ্টো কারেন্সি, বিদেশের এটিএম থকে টাকা তোলা এবং আন্তর্জাতিক ফিনটেক সংস্থাগুলি ব্যবহার করে ভারত থেকে বিদেশে পাচার করা হত। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক বলেছে, 'কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের নির্দেশে, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সাইবার অপরাধ দমন করতে এবং সাইবার অপরাধীদের থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

এই প্রতারকরা কীভাবে কাজ করত, সেই সম্পর্কে বিশদ জানিয়েছে কেন্দ্র। জানানো হয়েছে, বিদেশ থেকে 'ঘরে বসে কাজ' এবং 'ঘর বসে উপার্জন করুন' এর মতো কীওয়ার্ড ব্যবহার করে গুগল এবং মেটাতে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে ডিজিটাল বিজ্ঞাপন দিত। অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী, ঘরে থাকা মহিলা এবং বেকার যুবক-যুবতীরা যারা অস্থায়ী চাকরি খুঁজছে, তাদেরকেই এই প্রতারকরা মূলত নিশানা করত বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। তাদের সাধারণ কিছু কাজের বিনিময়ে অর্থ উপার্জনের লোভ দেখানো হত। তারপর, তাদের থেকে অর্থ চাওয়া হত বিনিয়োগের জন্য। বিনিয়োগ করলে সেই অর্থ থেকে অনেক বেশি রিটার্ন পাওয়া যাবে বলে জানানো হত। কেউ বেশি অর্থ বিনিয়োগ করলেই, সেই জমা অর্থ ফ্রিজ করে দেওয়া হত।

ক্ষমতায় ফিরলে মেক্সিকো সীমান্ত বন্ধ করবেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ৬ ডিসেম্বর: ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করলে তিনি মোটেই একনায়ক হয়ে উঠবেন না। তবে এর ব্যতিক্রম রয়েছে। একেবারে প্রথম দিনটিতে তিনি একনায়কত্ব দেখাবেন! এমনই অদ্ভুত দাবি করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। ডেমোক্র্যাট তো বটেই, কোনও কোনও রিপাবলিকানদেরও দাবি, ২০২৪ সালের নির্বাচনে ট্রাম্প জিতলে দেশে একনায়কত্বের সূচনা করবেন। এদিন ট্রাম্প ঘুরিয়ে তাঁদেরই একহাত নিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।

টাউন হলের এক টিভি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন ট্রাম্প। সেই সময় তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, ক্ষমতায় ফিরলে রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে 'প্রতিশোধ' নেবেন কিনা। জিজ্ঞেস করা হয়, তিনি একনায়ক হয়ে উঠবেন না তো। এর জবাবে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলে ওঠেন, না না। তবে প্রথম দিন কী এমন করবেন? ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে ট্রাম্প দাবি করেন, দেশের দক্ষিণ সীমান্ত, যেদিকে মেক্সিকো রয়েছে সেই সীমান্ত বন্ধ করে দেবেন তিনি। পাশাপাশি তৈল খননও বাড়াবেন। আর এটা করবেন প্রথম দিনই, একনায়ক হয়ে। মেক্সিকো সীমান্ত হয়ে বহু মানুষ আমেরিকায় প্রবেশ করেন আশ্রয়ের খোঁজে। ক্ষমতায় এসে মার্কিন মুলুকে শরণার্থীদের অনুপ্রবেশ আটকাতে এই সীমান্তেই প্রাচীর তোলার ঘোষণা করলেন ট্রাম্প।

বলে রাখা ভালো, ২০১৭ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের গদিতে বসে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছিলেন মেক্সিকো সীমান্তে পাঁচিল তোলা হবে। তাঁর লক্ষ্য ছিল মেক্সিকো থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের আটকানো। ২০১৯ সালে সেই লক্ষ্যে তিনি শুরু করেছিলেন শরণার্থী হঠাও অভিযান। পাঁচিল সংক্রান্ত বিলে সই করায় সে সময়ে সীমান্তে আটকে পড়েন বহু মানুষ। ২০২১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ট্রাম্পের নীতি বাতিল করেন জো বাইডেন।

জাতপাতের নামে বিভেদ সৃষ্টি আম্বেদকরকে অসম্মান করা : আদিত্যনাথ

লখনউ, ৬ ডিসেম্বর: যারা জাতপাতের নামে দেশে বিভেদ সৃষ্টি করছে তাঁরা আসলে আম্বেদকরকে অসম্মান করছে, বলে বুধবার মন্তব্য করেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। ভিমরাও আম্বেদকরকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানোর পরে তিনি বলেন, যেসব জনগণ জাতপাতের ভিত্তিতে সমাজকে বিভক্ত করে দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে তাদের থেকে সতর্ক হওয়া উচিত।

আম্বেদকরকে তাঁর মৃত্যুবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানানোর পরে একটি সমাবেশে ভাষণ দেন। ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেন, বিজেপি সরকার বর্ণের ভিত্তিতে নয়, প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে মানুষের জন্য কাজ করেছে। বাবাসাহেব বলেছিলেন যে সবকিছুর থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল প্রথম এবং সর্বাগ্রে আমরা সকলেই ভারতীয়। আজ কিছু লোক ভারতের সমালোচনা করছে এবং ভারতীয় পরিচয়কে অসম্মান করছে। তাঁরা জাত-পাতের নামে সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করছে। এই ধরনের ব্যক্তিরা সত্যিই বাবাসাহেবকে অসম্মান করে। তিনি অভিযোগ করেন যে পূর্ববর্তী সরকারগুলি জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতো, কিছু মানুষ দলিত ব্যক্তিদের পছন্দ করতো, আবার কিছু মানুষ তাদের অপছন্দের তালিকায় রেখেছিল। এমনকী যারা দলিতদের সমর্থন করার দাবি করেছে তারাও ব্যক্তিগত লাভের জন্য তাদের শোষণ করেছে।

হামাসের হাতে ধর্ষণের শিকার বহু ইহুদি মহিলা, রাষ্ট্রসংঘকে তোপ নেতানিয়াহুর

গাজা, ৬ ডিসেম্বর: ইজরায়েলের বুকে বেনজির হামলা চালিয়েছিল হামাস জঙ্গিরা। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ্যে এসেছে জঙ্গিদের নৃশংস অত্যাচারের ছবি। জেহাদিদের রোষ থেকে রেহাই পায়নি মহিলা ও শিশুরাও। ধর্ষণ ও অকথ্য যৌন নির্যাতনের শিকার হতে হয় অনেককেই। যা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘ, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও মহিলা সংগঠনগুলোর উপর তীব্র ক্ষোভ উগরে দিলেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তাঁর সাফ প্রশ্ন, এখন আপনারা কোথায়? এখন সকলে চুপ কেন?

বুধবার তেল আভিভে এক সাংবাদিক সম্মেলনে নেতানিয়াহু বলেন, নারী অধিকার সংগঠন ও মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে বলছি, আপনারা তো ইজরায়েলি মহিলাদের ধর্ষণের কথা শুনেছেন। কীরকম ভয়াবহ নৃশংসতার শিকার হয়েছেন তাঁরা, অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে তাঁদের। এইসব কোনও কিছুই আপনাদের অজানা নয়। এখন আপনারা কোথায়? আমি আশা করছি, সভ্য সমাজের নেতারা, সরকার, বিভিন্ন দেশ সকলে এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হবে। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়ভ গ্যালান্ট এবং মন্ত্রী বেনি গ্যান্টজ।

সংবাদ সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু আরও বলেন, হামাসের ডেরা থেকে মুক্ত পণবন্দি ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছি। হামাসের বর্বরতার ছবি তাঁরা তুলে ধরেছিলেন। এই ধরনের অত্যাচার বেনজির। এরপর তিনি ফের প্রশ্ন করেন, মহিলারা ইহুদি বলেই কি আপনারা চুপ করে রয়েছেন? কেন আপনারা গলা তুলে এর প্রতিবাদ করছেন না?

বলে রাখা ভালো, এর আগেও বহুবার হামাসের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক মহল ও রাষ্ট্রসংঘের অবস্থান নিয়ে নিন্দায় সরব হয়েছে ইহুদি দেশটি। গত নভেম্বর মাসে রাষ্ট্রসংঘে দাঁড়িয়ে ইজরায়েলের রাষ্ট্রদূত গিলাদ এরদান বলেছিলেন, নিরাপত্তা কাউন্সিল কোনও সময় হামাসের নিন্দা করে না। গত ৭ অক্টোবর ওরা যা করেছে কোনও দিন তার উল্লেখ করা হয় না। যা খুবই লজ্জার।

আফগানিস্তানে তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিল চিন, উদ্বিগ্ন ভারত

কাবুল, ৬ ডিসেম্বর: আফগানিস্তানে তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দিল চিন! তালিবান মনোনীত আধিকারিককে বেজিংয়ে নিযুক্ত আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা দিল জিনপিং প্রশাসন। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তালিবান সরকারকে 'কূটনৈতিক স্বীকৃতি' দেওয়া প্রথম দেশ হল চিন।

পিটিআই সূত্রে খবর, মঙ্গলবার এই বিষয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে চিনের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ওয়াং ওয়েনবিনকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, আমরা বিশ্বাস করি আফগানিস্তানকে আন্তর্জাতিক মহল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া উচিত নয়। এর আগে কাবুল থেকে প্রকাশিত কয়েকটি রিপোর্টে বলা হয়েছিল, চিন তালিবান মনোনীত বিলাল করিমিকে রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা দিয়েছে এবং এখানে তিনি বিদেশমন্ত্রকের কাছে নিজের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন।

জিনপিং প্রশাসনের এই পদক্ষেপের স্বপক্ষে ওয়াং বলেন, আমরা আশা করছি বিশ্বের প্রত্যাশাগুলো পূরণে আফগানিস্তান সচেষ্ট হবে। একটা উন্মুক্ত রাজনৈতিক পরিকাঠামো গড়ে তুলবে। সমস্ত ধরণের সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করবে। অন্যান্য দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরি করবে। বিশেষ করে প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে।

তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে, ২০২১ সালে আফগানভূমে তালিবান ক্ষমতায় আসার পর অন্য কোনও দেশ তাদের স্বীকৃতি দেয়নি। মানবাধিকার লঙ্ঘন ও মহিলাদের অধিকারে হনন করার জন্য মোল্লা আখুন্দজাদার সরকার সমালোচিত হয়েছে। কিন্তু রাশিয়া ও পাকিস্তানের মতো চিনও কাবুলে তাদের দূতাবাস খুলে রেখেছিল। বর্তমানে চিন ও রাশিয়ার হাতে তামাক খাচ্ছে তালিবান বলেও একাধিক রিপোর্টে বলা হয়েছে। ফলে চিনের এই পদক্ষেপে ভারত উদ্বিগ্ন।

উত্তর কোরিয়ার জাতীয় মাতৃ দিবস সম্মেলনে আবেগঘন কিম

পিয়ংইয়ং, ৬ ডিসেম্বর: উত্তর কোরিয়ার একনায়ক কিম জং উনের দেশে নানা বিধ নিয়ম নীতি তা তো সকলেরই জানা। কিন্তু এমন দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসকের চোখে কিনা জল! হ্যাঁ, গোটা বিশ্ব চমকে উঠেছে এমন দৃশ্য দেখে। রীতিমতো রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন তিনি। কিন্তু কেন? কী হয়েছে কিমের?

ঘটনা গত রবিবারের। পিয়ংইয়ং-এ একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন ৩৯ বছরের নেতা। 'ন্যাশনাল মাদার্স মিটিং' শীর্ষক ওই অনুষ্ঠানেই তিনি দেশের মহিলাদের কাছে আর্জি জানান, আরও বেশি করে সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য! আসলে গত ১০ বছর ধরেই লাগাতার কমেছে উত্তর কোরিয়ার জন্মহার। তাই 'রাষ্ট্রীয় শক্তি' মজবুত করতে মহিলাদের কাছে আরও বেশি সন্তানের জন্ম দেওয়ার মিনতি করলেন কিম। আর এই আর্জি জানানোর সময়ই তাঁর চোখে জল আসে। মাথা নিচু করে সাদা রুমাল দিয়ে চোখ মুছে নেন তিনি। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিও। প্রিয় নায়ককে কাঁদতে দেখে ভেঙে পড়েন দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বসে থাকা মহিলারাও।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে উত্তর কোরিয়ার জন্মহার এসে দাঁড়িয়েছে ১.৮-এ। গত বছর দশেক ধরেই তা কমে চলেছে। তাদের চেয়েও খারাপ পরিস্থিতি দক্ষিণ কোরিয়ায়। সেখানে জন্মহার কমতে কমতে ০.৭৮-এ পৌঁছেছে। যা রেকর্ড। জাপানেও জন্মহার হু হু করে কমেছে। এবছরের হিসাব অনুযায়ী, সেদেশে জন্মহার মাত্র ১.২৬।

মুম্বইয়ের দাদারের বিখ্যাত শাড়ির দোকানে ইডির হানা

মুম্বই, ৬ ডিসেম্বর: এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বুধবার মুম্বইয়ের দাদারে ভারতশ্রেষ্ঠ নামে বিখ্যাত শাড়ির দোকানে অভিযান চালায়। ইডির দল বুধবার মুম্বইয়ের দাদারে শাড়ির দোকানের মালিক মনসুখ গালার বাসভবন সহ ৫-৬ টি স্থানে অভিযান চালায়। আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে এই অভিযান চালায় তদন্তকারী সংস্থা।

সূত্রের তরফ থেকে জানা গিয়েছে, ২৫ জন ইডি আধিকারিকদের একটি দল বুধবার সকাল ৮ টার দিকে দাদারের শাড়ির দোকান ভারতশ্রেষ্ঠে অভিযান শুরু করে। এই শাড়ির দোকানে অভিযানের পর দোকানের বিপরীতে ত্রিশলা আবাসনে মনসুখ গালার চারটি ফ্ল্যাটেও অভিযান চালায় ইডি। তল্লাশির পাশাপাশি ইডির দল মনসুখ গালা এবং ভারতশ্রেষ্ঠ দোকানের কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ইডি দল ঘটনাস্থল থেকে বিপুল পরিমাণ ডিজিটাল নথি উদ্ধার করেছে, সেগুলিও এখন খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সকাল ৮টার দিকে শুরু হওয়া এই অভিযান এখনও পর্যন্ত অব্যাহত রয়েছে।

টেস্টে লজ্জার ইতিহাস লিখল বাংলাদেশ

হাত দিয়ে বল আটকে আউট মুশফিকুর

নিজস্ব প্রতিনিধি: বাংলাদেশের ক্রিকেটে লজ্জার ইতিহাস তৈরি হল বুধবার। হাত দিয়ে বল আটকে আউট হয়ে গেলেন মুশফিকুর রহিম। পোশাকি ভাষায় এর নাম 'অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড'। মুশফিকুরই বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার যিনি এ ভাবে আউট হলেন। বুধবার নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথম দিনে এই ঘটনা ঘটেছে।

ম্যাচের ৪১তম ওভারে এই ঘটনা ঘটে। কাইল জেমিসনের একটি শর্ট লেংথ বল ক্রিজে দাঁড়িয়ে খেলেন মুশফিকুর। সেটি পিচে ড্রপ করে লাফিয়ে ওঠে। মুশফিকুর আচমকা সেই বল হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেন। সেই বলটি উইকেটে লাগার সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না। কিন্তু যে হেতু বলটি 'ডেড' হওয়ার আগেই মুশফিকুর ইচ্ছাকৃত ভাবে হাত দিয়ে সরিয়ে দেন, তাই নিউ জল্যিান্ডের ক্রিকেটারেরা 'অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড' আউটের আবেদন করেন।

মাঠে থাকা আম্পায়ারেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তাঁরা তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত নিতে পাঠান। তৃতীয় আম্পায়ার আহসান রাজা মুশফিকুরকে আউট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

এই আউট হওয়ার আগেও মুশফিকুর একই কায়দায় হাত দিয়ে বল সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সে বার তাঁর হাতে বল লাগেনি। অর্থাৎ হাতের সঙ্গে বলের সংযোগ হয়নি। তাই কিউয়ি ক্রিকেটারেরাও আবেদন করেননি। মুশফিকুর ৮৩ বলে ৩৫ রানে আউট হয়েছেন।

এই আউট হওয়ার আগেও মুশফিকুর একই কায়দায় হাত দিয়ে বল সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। সে বার তাঁর হাতে বল লাগেনি। অর্থাৎ হাতের সঙ্গে বলের সংযোগ হয়নি। তাই কিউয়ি ক্রিকেটারেরাও আবেদন করেননি। মুশফিকুর ৮৩ বলে ৩৫ রানে আউট হয়েছেন।

তবে মুশফিকুর প্রথম নন, তাঁর আগে আরও ১০ জন ক্রিকেটার একই কায়দায় আউট হয়েছেন। কারা রয়েছেন 'মুশফিকুর একাদশে'?

১) রাসেল এনডিন (দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৫৭) বিশ্ব ক্রিকেটে প্রথম ব্যাটার হিসাবে হাত দিয়ে বল আটকে আউট হয়েছিলেন এনডিন। কেপটাউনে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্টে জিম লেকারের বলে ঘটেছিল এই ঘটনা।

২) অ্যান্ড্রু হিলডিচ (অস্ট্রেলিয়া, ১৯৭৯) পার্থে টেস্টে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যাট করতে নেমে এই কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন হিলডিচ। তবে তিনি তখন ব্যাট করছিলেন না। সরফরাজ খানের বলে নন-স্ট্রাইকিং প্রান্তে

দাঁড়িয়েই আউট হয়েছিলেন তিনি।

৩) মহসিন খান (পাকিস্তান, ১৯৮২) করাচিতে টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আউট হয়েছিলেন মহসিন। জিওফ লসনের বলে ৫৮ রানের মাথায় হাত দিয়ে বল আটকে আউট হয়েছিলেন পাক ক্রিকেটার।

৪) ডেসমন্ড হেইনস (ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ১৯৮৩) ভারতের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ে টেস্ট চলাকালীন এই কায়দায় আউট হয়েছিলেন হেইনস। ৫৫ রানের মাথায় কপিল দেবের প্যাডে লেগে বল উইকেটের দিকে যাচ্ছিল। তিনি ব্যাট দিয়ে সেই বল মারেন। কপিল আবেদন করলে আম্পায়ার আউট দেন।

৫) মোহিন্দর অমরনাথ (ভারত, ১৯৮৬) তালিকায় রয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটারও। প্রথম বার এক দিনের ক্রিকেটে এই ঘটনা ঘটেছিল। অস্ট্রেলিয়ার বোলার গ্রেগ ম্যাথুজরে বল হাত দিয়ে আটকে ১৫ রানের মাথায় ফেরেন অমরনাথ।

৬) গ্রাহাম গুচ (ইংল্যান্ড, ১৯৯৩) ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৩৩ রানে ব্যাট করার সময় এই কাণ্ড ঘটান গুচ। মার্ভ হিউজের বল হাত দিয়ে আটকে আউট হয়ে ফিরে যান তিনি।

৭) ড্যারিল কালিনান (দক্ষিণ আফ্রিকা, ১৯৯৯) ডারবানে এক দিনের ম্যাচে ওয়েস্ট ইন্ডিজরে বিরুদ্ধে এ ভাবে আউট হয়েছিলেন কালিনান। বল উইকেটের কাছেও ছিল না। তা-ও হাত লাগান তিনি। ৪৬ রানে ফেরেন কালিনান।

৮) স্টিভ ওয় (অস্ট্রেলিয়া, ২০০১) ভারত-অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে হওয়া বিখ্যাত সিরিজরে চেন্নাই টেস্টে ঘটেছিল এই ঘটনা। হরভজন সিংহের বল স্টিভের প্যাডে লেগে উইকেটের দিকে যাচ্ছিল। হাত দিয়ে বল আটকে ৪৭ রানের মাথায় আউট হন তিনি।

৯) মাইকেল ভন (ইংল্যান্ড, ২০০১) সেই বছরই ভারতের বিরুদ্ধে একই কায়দায় আউট হন ভন। বেঙ্গালুরুতে টেস্টে ৬৪ রানের মাথায় শরণদীপ সিংহের বল উইকেটের দিকে যাওয়ার সময় হাত দিয়ে আটকে দেন তিনি। আউট হন ভন।

১০) চামু চিভাভা (জম্বিাবোয়ে, ২০১৫) আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে হাত দিয়ে বল আটকে আউট হন জম্বিাবোয়ের এই ব্যাটার। তার পরে আট বছর এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি। সেটাই ঘটালেন মুশফিকুর। নিউ জল্যিান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম দিন প্রথম ইনিংসে ৪১তম ওভারে এই ঘটনা ঘটে। কাইল জেমিসনের একটি শর্ট লেংথ বল ক্রিজে দাঁড়িয়ে খেলেন মুশফিকুর। সেটি পিচে ড্রপ করে লাফিয়ে ওঠে। মুশফিকুর আচমকা সেই বল হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দেন। সেই বলটি উইকেটে লাগার সম্ভাবনা প্রায় ছিলই না। কিন্তু যে হেতু বলটি 'ডেড' হওয়ার আগেই মুশফিকুর ইচ্ছাকৃত ভাবে হাত দিয়ে সরিয়ে দেন, তাই নিউ জল্যিান্ডের ক্রিকেটারেরা 'অবস্ট্রাক্টিং দ্য ফিল্ড' আউটের আবেদন করেন।

মাঠে থাকা আম্পায়ারেরা সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি। তাঁরা তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত নিতে পাঠান। তৃতীয় আম্পায়ার আহসান রাজা মুশফিকুরকে আউট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

প্রিমিয়ার লিগে রুদ্ধশ্বাস জয়ের পথে আর্সেনালের অন্য রকম রেকর্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ সপ্তাহের শুরুতে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে রোমাঞ্চকর ম্যাচের পসরা সাজিয়েছিল। কাল রাতে রোমাঞ্চ দিয়ে শুরু হলো আরেক রাউন্ডের খেলাও। ৭ গোলের সেই রোমাঞ্চে শেষ মুহূর্তের গোলে জিতে পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থান আরও শক্ত করেছে আর্সেনাল। আর সেই জয়ের পথে অন্য রকম একটি রেকর্ডও গড়েছে গানাররা।

মঙ্গলবার রাতে অ্যাওয়ে ম্যাচে লুটন টাউনের বিপক্ষে ৪-৩ গোলে জিতেছে মিকেল আরতেতার দল। ৯৭ মিনিটে গোল করে এই ম্যাচে আর্সেনালকে জয় এনে দিয়েছেন ডেকলান রাইস। এই জয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকা লিভারপুলের চেয়ে ৫ পয়েন্টে এগিয়ে গেল আর্সেনাল; যদিও এক ম্যাচ বেশি খেলেছে তারা। ১৫ ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ৩৬। ১৫ ম্যাচে ২ জয়ে ৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৭তম স্থানে লুটন। কঠিন পরিস্থিতিতে জয় পেয়ে খুশি আর্সেনাল কোচ আরতেতা। আর শেষ মুহূর্তে গোল করে দলকে জেতানো রাইসের কাছে সম্মানের, বলছেন এই ইংলিশ ফুটবলার।

আর্সেনালের হয়ে এদিন গোলের খাতা খোলেন গ্যাব্রিয়েল

মার্তিনেল্লি। ২০ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। ২৫ মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান লুটনের গ্যাব্রিয়েল ওশো। তবে বিরতির আগে গ্যাব্রিয়েল জেসুসের গোলে ২-১ এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় আর্সেনাল। আর্সেনালের হয়ে এদিন গোলের খাতা খোলেন গ্যাব্রিয়েল মার্তিনেল্লি। ২০ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন তিনি। ২৫ মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান লুটনের গ্যাব্রিয়েল ওশো। তবে বিরতির আগে গ্যাব্রিয়েল জেসুসের গোলে ২-১ এগিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় আর্সেনাল।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ৪৯ মিনিটে এইজা আদিবায়ো গোল করে লুটনকে আবারও সমতা এনে দেন। এরপর রস বার্কলির ৫৭ মিনিটের গোলে এগিয়ে স্বাগতিকেরা; যদিও ৩ মিনিট পরই গোল করেন কাই হাভার্টজ, ম্যাচে ফেরে আর্সেনাল। এমন হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ম্যাচের শেষ হাসি আর্সেনালেরই। ৯৭ মিনিটে রাইসের হেডে লুটনের জালে বল জড়ালে উল্লাসে মাতে আর্সেনাল। হতাশায় ভেঙে পড়ে লুটন।

ম্যাচ শেষে আর্সেনাল কোচ বলছেন, 'আমি খুব খুশি। আমরা জানতাম, এখানে কঠিন লড়াই করতে হবে। আর আমরা সহজে গোল হজম করে সেটা আরও কঠিন করেছি। যেভাবে আমরা লড়াই করেছি, নিজেদের সামর্থ্য সঠিক সময়ে দেখিয়েছি, আর আমরা কখনো হাল ছেড়ে দিই না, এটাই আমাদের দলের চেতনা। আমরা জয়ের জন্য খেলেছি, ফলও পেয়েছি। লুটনের প্রশংসা করতে হবে। কঠিন একটা রাত ছিল।'

অ্যামাজন প্রাইমে জয়ের নায়ক রাইস বলেছেন, 'লুটন শীর্ষ একটি দল, তাদের সামর্থ্যকে এই লিগে উপেক্ষা করা ঠিক হবে না। শেষ মিনিটে গোল করা, ছন্দ ধরে রাখা, এটা আমাদের জন্য বড় বিষয়। এই মুহূর্তগুলোর দিকে আপনি ফিরে তাকাতে পারবেন। কী দারুণ একটা ম্যাচ! জয়সূচক গোল করা সম্মানের।'

ঢিলেমি চলবে না, ভারতীয় দলে এ বার 'কোহলি মডেল'!

নিজস্ব প্রতিনিধি: গুরুত্বপূর্ণ সিরিজরে আগে ক্রিকেটারদের সতর্ক করে দিলেন ভারতীয় দলের কোচ। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, ফিটনেস ঠিক না থাকলে এবং খারাপ ফিল্ডিং করলে জায়গা হবে না দলে। শুধু ভাল ব্যাট বা বল করলে হবে না। অর্থাৎ, 'কোহলি মডেল' চালু করতে চাইছেন জাতীয় দলের কোচ।

গত কয়েক বছর ধরে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দল হিসাবেই থেকে গিয়েছেন হরমনপ্রীত কৌর, স্মৃতি মন্ধানারা। ভারতের মহিলা ক্রিকেট দলের উন্নতি যেন একটা জায়গায় গিয়ে আটকে গিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া বা ইংল্যান্ডের মতো উন্নতি করতে হলে আরও পরিশ্রম করতে হবে ভারতের মহিলা ক্রিকেটারদের। ঢিলেমির কোনও জায়গা নেই। এমনই মনে করছেন ভারতের মহিলা দলের নতুন কোচ অমল মুজুমদার। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজরে আগে হরমনপ্রীতদের তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে কী চান।

বুধবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-ইংল্যান্ড তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ। তার পর ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি করে টেস্ট খেলবেন হরমনপ্রীতেরা। অমল বলেছেন, ''আমার কাছে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ফিটনেস এবং ফিল্ডিং। এই দুটি বিষয়ের সঙ্গে কোনও সমঝোতা করতে রাজি নই আমি। এই সিরিজরে পর কয়েকটি শিবির করার ইচ্ছা আছে আমার। ক্রিকেটারদের পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যাওয়াই লক্ষ্য আমাদের। পরের মরসুম শুরুর আগেই প্রস্তুতি সেরে ফেলতে হবে। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি বা অন্য কোথাও বেশ কিছু প্রস্তুতি ম্যাচের ভাবনাও রয়েছে।''

ফিল্ডিং এবং ফিটনেসের উপর এত গুরুত্ব দিচ্ছেন কেন? অমলের বক্তব্য, আধুনিক ক্রিকেটে সাফল্য পেতে হলে এই দু'টি বিষয়ের কোনও বিকল্প নেই। ভারতীয় মহিলা দলের কোচ বলেছেন, ''ফিটনেস এবং ফিল্ডিং আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দলে অভিজ্ঞ এবং তরুণ ক্রিকেটারেরা রয়েছে। সবাই সমান সুযোগ পাবে। আসন্ন সিরিজে আমরা এই দু'টি বিষয়ের উপর বাড়তি গুরুত্ব দেব।''

হরমনপ্রীতদের কোচ হিসাবে আপনার লক্ষ্য কী? অমল বলেছেন, আমার লক্ষ্য স্থির করা হয়ে গিয়েছে। বেঙ্গালুরুর জাতীয় অ্যাকাডেমিতে এক দফা ফিটনেস পরীক্ষা হয়েছে এই সিরিজরে আগে।

যত দিন হাঁটার শক্তি থাকবে, তত দিন আইপিএলে ম্যাক্সওয়েল

নিজস্ব প্রতিনিধি: অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপজয়ী তারকা গ্লেন ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, 'হাঁটাচলা বন্ধের' আগপর্যন্ত আইপিএলে দর্শকদের বিনোদিত করবেন। যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে আগামী বছর অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও জিততে চান ম্যাক্সওয়েল।

বিশ্বকাপের পর ভারতের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজে তিন ম্যাচ খেলে দেশে ফিরেছেন ম্যাক্সওয়েল। গ্যাবায় আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিগ ব্যাশের প্রথম ম্যাচে ব্রিসবেনের বিপক্ষে মেলবোর্ন স্টারসের নেতৃত্ব দেবেন এই তারকা অলরাউন্ডার। আইপিএলে তাঁর দল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

৩৫ বছর বয়সী ম্যাক্সওয়েলের আশা, আগামী বছর জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আগে যত বেশি সম্ভব অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটাররা যেন আইপিএলে খেলার অভিজ্ঞতা পান। মেলবোর্ন বিমানবন্দরে আজ ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, 'ভবিষ্যতে আমি যত টুর্নামেন্ট খেলব, তার মধ্যে সম্ভবত আইপিএলই হবে শেষ টুর্নামেন্ট। আমি তখনই আইপিএল ছাড়ব, যখন আর হাঁটতে পারব না।'

আইপিএলের প্রশংসায় ম্যাক্সওয়েল যোগ করেন, 'আমার ক্যারিয়ারে আইপিএল কতটা ভালো

ভূমিকা রেখেছে, সেটা নিয়েই কথা বলছিলাম; যাদের সঙ্গে মিশেছি, যেসব কোচের অধীন খেলেছি, যেসব আন্তর্জাতিক খেলোয়াড়দের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছি; আমার ক্যারিয়ারে টুর্নামেন্টটির অবদান বলে শেষ করা যাবে না।'

ম্যাক্সওয়েল একটি উদাহরণও দিয়েছেন, 'দুই মাস এবি ডি ভিলিয়ার্স এবং বিরাট কোহলির সতীর্থ হবেন, অন্য ম্যাচ দেখতে দেখতে তাদের সঙ্গে আলাপ হবে। শেখার জায়গা থেকে ভাবলে কোনো ক্রিকেটারের জন্য এর চেয়ে বেশি কিছু আর চাওয়ার নেই।'

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ সামনে রেখে আইপিএলে বেশি বেশি অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার দেখতে চান ম্যাক্সওয়েল, 'আশা করি, অনেক অস্ট্রেলিয়ান আইপিএলে খেলতে পারবেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে কন্ডিশনের মিল আছে, একটু শুকনা ও স্পিন ধরে।'

সাদা বলের সংস্করণে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল এখন ফুরফুরে মেজাজে আছে। গত মাসেই ভারতের মাটিতে জিতেছে বিশ্বকাপ। কিন্তু ২০২১ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর গত বছর ঘরের মাঠে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ আয়োজন করে শিরোপা ধরে রাখতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া।

কিন্তু এখন অস্ট্রেলিয়ার সামনে ইংল্যান্ডের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপও জয়ের সুযোগ। ম্যাক্সওয়েল এ নিয়ে বলেছেন, 'বিশ্বকাপ জয়ের পরই আমরা পরের লক্ষ্যে মনোনিবেশ করা নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলেছি। আশা করছি, বিবিএল মৌসুমটাও দারুণ কাটবে।'

'টাইম'-এর বর্ষসেরা অ্যাথলেট মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি: যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সাময়িকী 'টাইম',এর ২০২৩ সালের সেরা অ্যাথলেট হয়েছেন লিওনেল মেসি। মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবলে অবিশ্বাস্য প্রভাব ফেলায় তাঁকে বার্ষিক এই সম্মানে ভূষিত করেছে টাইম। প্রথম ফুটবলার হিসেবে এই পুরস্কার পেলেন মেসি।

গত জুলাইয়ে মায়ামিতে যোগ দেওয়ার পর মেসি ক্লাবটিকে লিগস কাপ জেতান। ৭ ম্যাচে ১০ গোল করে এই টুর্নামেন্টে মায়ামিকে প্রথম শিরোপা এনে দেন আর্জেন্টাইন তারকা। মায়ামির ইউএস ওপেন কাপের ফাইনালে ওঠায়ও বড় অবদান ছিল মেসির। যদিও ফাইনালে হেরেছিল টাটা মার্তিনোর দল। চোটের কারণে মেসিও ম্যাচটি খেলতে পারেননি। মায়ামিতে প্রথম মৌসুমে ১৪ ম্যাচে ১১ গোল করেছেন মেসি, এর সুবাদে ক্লাবটি এমএলএস প্লে,অফে খেলার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল।

টাইম ২০১৯ সাল থেকে 'অ্যাথলেট অব দ্য ইয়ার' পুরস্কার দিয়ে আসছে। সে বছর সম্মানসূচক এ পুরস্কার পেয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের নারী ফুটবল দল। পরের বছর পুরস্কারটি পেয়েছেন বাস্কেটবল তারকা লেব্রন জেমস। ২০২১ সালে পেয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের জিমন্যাস্ট সিমোন বাইলস। গত বছর এ পুরস্কার জেতেন নিউইয়র্ক ইয়াঙ্কির বেসবল তারকা অ্যারন জাজ। আর এবার প্রথম ফুটবলার হিসেবে একই বিজয়মাল্য উঠল মেসির গলায়।

এ বছরের অক্টোবরে ক্যারিয়ারের অষ্টম ব্যালন ডি'অর জেতা মেসি গত বছর আর্জেন্টিনাকে জিতিয়েছেন বিশ্বকাপ। এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে মায়ামিতে যোগ দিয়ে ঠিকই আবার জ্বলে ওঠেন আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড।

টাইমের বর্ষসেরা অ্যাথলেট হওয়ার পর সাময়িকীটিকে মেসি জানিয়েছেন, মায়ামিতে যোগ দেওয়ার আগে তাঁর কাছে আরও কিছু প্রস্তাব ছিল। বার্সেলোনায় ফেরার কথা বিবেচনা করেছিলেন, আবার সৌদি আরব থেকে প্রচুর টাকা আয়ের যে প্রস্তাব ছিল, সেটাও ভেবে দেখেছেন। মেসির ভাষায়, 'সত্যটা হলো, সৌভাগ্যবশত আমার কাছে বিকল্প ছিল। এগুলো

নিয়ে আমাকে ভাবতে হয়েছে এবং মায়ামিতে যোগ দেওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে।' আর্জেন্টিনার সংবাদমাধ্যম 'মুন্দো আলবিসেলেস্তে' টাইমকে বলা মেসির কথা আরও বিশদভাবে জানিয়েছে, 'সবার আগে বার্সেলোনায় ফেরার কথা ভেবেছিলাম। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। ফেরার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু হয়নি। এটাও সত্য যে সৌদি আরবে ফেরার কথাও ভেবেছি শেষ দিকে। তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক লিগ বানিয়েছে, যেটা ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। দেশটির পর্যটনদূত হিসেবে আমাকে ব্যাপারটি টেনেছিল। আর সেখানে যা যা দেখেছি, ভালোও লেগেছিল। সৌদি আরব ও এমএলএস;দুটি জায়গাই খুব আগ্রহোদ্দীপক ছিল আমার জন্য।'

মায়ামির হয়ে অভিষেক ম্যাচে ব্রুজ আজুলের বিপক্ষে ফ্রি,কিক থেকে গোল করেছিলেন মেসি। এ নিয়ে মায়ামির সহমালিক ডেভিড বেকহাম বলেছেন, 'মনে আছে, গাড়িতে উঠে ফেরার সময় ভিক্টোরিয়াকে বলছিলাম, মনে হয় না গাড়ি চালিয়ে ফিরতে পারব। এর চেয়ে ভালো কিছু হয় না।'

আলভেজের ১২ বছর কারাদণ্ডের দাবি ভুক্তভোগীর আইনজীবীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি: যৌন নির্যাতনের অভিযোগে ব্রাজিলের ফুটবলার দানি আলভেজের ১২ বছরের কারাদণ্ড দাবি করেছেন ভুক্তভোগীর আইনজীবীরা। অভিযোগ তোলা নারীর আইনজীবীরা গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে এই অনুরোধ করেন আদালতের কাছে। দুই সপ্তাহ আগে স্পেনের কৌঁসুলিরা একই অভিযোগে আলভেজের ৯ বছর কারাদণ্ড দাবি করেছিলেন।

২০২২ সালের ৩০ ডিসেম্বর বার্সেলোনার এক নৈশ ক্লাবে এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগে আটক হওয়া আলভেজ এখন বিচারের সম্মুখীন। গত আগস্টে একজন তদন্তকারী বিচারক আলভেজের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করেন। আদালতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, বিচারিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য যথেষ্ট তথ্যপ্রমাণ পাওয়া গেছে আলভেজের বিরুদ্ধে।

বার্সেলোনার সাবেক ডিফেন্ডার আলভেজ যৌন নির্যাতনের

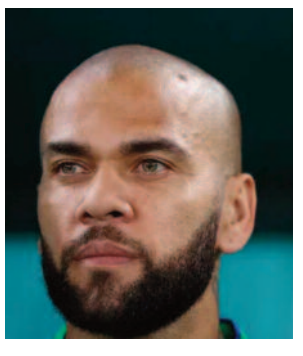

অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছেন। তাঁর দাবি, যা কিছু ঘটেছে মেয়েটির সম্মতির ভিত্তিতেই। প্রাথমিক তদন্তের পর গত জানুয়ারিতে গ্রেপ্তার হন আলভেজ। এর পর থেকেই স্পেনের কারাগারে জীবন কাটছে আলভেজের।

ভুক্তভোগীর ক্ষতিপূরণ হিসেবে আদালতের মাধ্যমে আলভেজের কাছে ১ লাখ ৫০ হাজার ইউরো দাবি করেছেন কৌঁসুলিরা। এ ছাড়া আলভেজ ভুক্তভোগীর সঙ্গে আগামী ১০ বছর যোগাযোগ করতে পারবেন না এবং কারাবাস শেষে আলভেজকে আরও ১০ বছর নজরদারিতে রাখার আবেদনও করেছেন কৌঁসুলিরা।

বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি) জানিয়েছে, আলভেজের এখন পর্যন্ত সবগুলো জামিনের আবেদন নাকচ করে দিয়েছেন আদালত। কারণ, আদালত মনে করছেন আলভেজ পালিয়ে যেতে পারেন। আলভেজ অবশ্য পাসপোর্ট জমা দিয়ে শরীরে ট্র্যাকিং ডিভাইস লাগাতেও আপত্তি করেননি।

আলভেজ গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মেক্সিকান ক্লাব পিউমা ইউএনএএম। চ্যাম্পিয়নস লিগসহ ক্লাব ক্যারিয়ারে ৪২টি শিরোপা জিতেছেন আলভেজ। কাতার বিশ্বকাপে ব্রাজিলের সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হিসেবে বিশ্বকাপে মাঠে নামার রেকর্ডও গড়েন।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**